বিজয়দৃপ্ত মণ্ডলী

রিচার্ড ওয়ার্মব্রাণ্ড,
জন পাইপার ও
মিল্টন মার্টিনের
লেখা থেকে
তিন ভাগে বিভক্ত
একটি পাঠ/অধ্যয়ন।

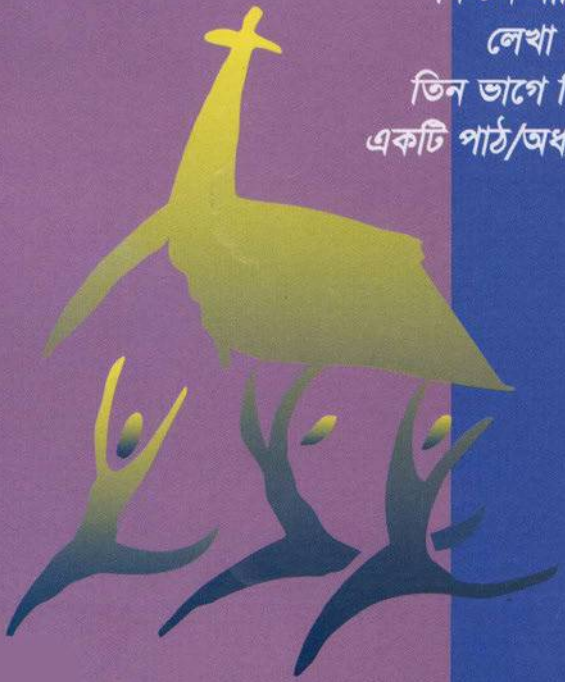

বিজয়দৃপ্ত মণ্ডলী

রিচার্ড ওয়ার্মব্রাণ্ড, জন পিপার ও মিল্টন মার্টিনের লেখা থেকে তিন ভাগে বিভক্ত একটি পাঠ/অধ্যয়ন।

রেভাঃ রিচার্ড ওয়ামব্রাণ্ড, গোপন মণ্ডলীর বেঁচে থাকা খ্রীষ্টিয়ানদের কৌশল, অন্যের প্রতি ভালবাসা, সংকটপূর্ণ মুহূর্ত ও অন্যান্য ঘটনাবলী থেকে বাস্তব উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন।

রেভাঃ জন পিপার, তাঁর এর উদ্ধৃতি দিয়ে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, "সবচেয়ে দামী মুক্তা হল খ্রীষ্টের গৌরব"। আমাদের দুঃখভোগের মধ্যদিয়ে খ্রীষ্ট সবচেয়ে বেশী গৌরবান্বিত হন যখন আমরা অন্যসব চাহিদাকে এড়িয়ে ঈশ্বরের প্রতি আত্মসর্ম্পণের গভীর অভিজ্ঞতা লাভ করি।

মিল্টন মার্টিন, "Turning Trials into Triumphs" এর উপর ব্যাখ্যা করেছেন এবং ১ ডজনেরও বেশি অন্যান্য বিষয়বস্তু ব্যবহার করেছেন শত শত শাস্ত্রাংশের উদ্ধৃতি দিয়ে।

এই বইটির মাধ্যমে আপনি গভীরভাবে জানতে সমর্থ হবেন, বিশ্বব্যাপী খ্রীষ্টের দেহের অত্যাচারিত হওয়ার দৃশ্য সম্পর্কে যেন খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে আমরাও এসবের মুখমুখী হবার জন্য প্রস্তুত হতে পারি। **চ্যালেঞ্জের মুখমুখি হতে** উৎসাহিত হউন, **পরীক্ষিত হতে** মানসিকভাবে শক্তিশালী হউন। বাইবেল অধ্যায়নের ও প্রচার তৈরি করতে এটি একটি দারুন উৎস।

Compiled by :
THE VOICE OF THE MARTYRS
P.O. Box 443
Bartlesville, OK 74005-0443
(918) 337-8015

বিজয়দৃপ্ত মণ্ডলী

রিচার্ড ওয়ার্মব্রাণ্ড,
জন পাইপার ও
মিল্টন মার্টিনের
লেখা থেকে
তিন ভাগে বিভক্ত
একটি পাঠ/অধ্যয়ন।

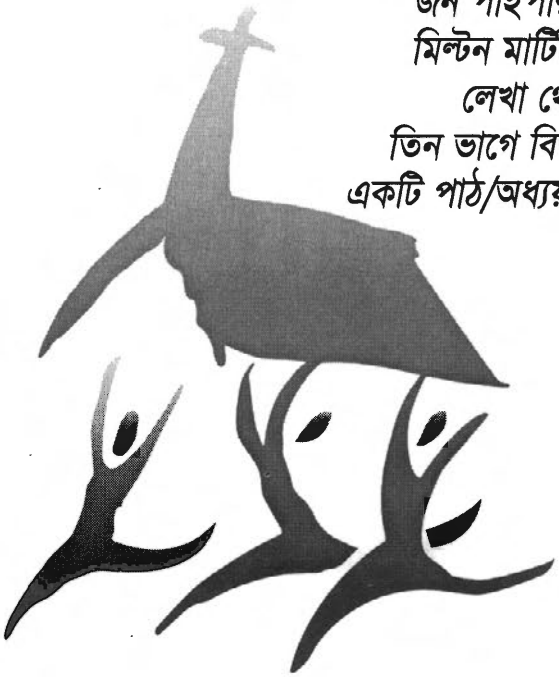

The Triumphant Church

Bengali Edition

Copyright 2015 Voice Media

info@VM1.global
Web home: www.VM1.global

All rights reserved. No part of the publication may be reproduced, distributed or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic, or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. For permission requests, email the publisher, addressed "Attention: Permission Coordinator," at the address above.

This publication **may not be sold, and is for free distribution** only.

মুখবন্ধ

একজনে যা মনে করতে পারে তার বিপরীতে, এটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ সম্বলিত পুস্তিকা না যা কিছু গুপ্ত সমাজের খ্রীষ্টিয়ান প্রতিষ্ঠান গোপন মণ্ডলী বলে। এটি সাধারণভাবে, একজনের দ্বারা সম্মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করা, যার পালকীয় জীবন, জেলখানার অভিজ্ঞতা, ব্যাপক এবং প্রচার এত করেছে পৃথিবীকে সাবধান করতে নাস্তিক কমিউনিষ্টদের বিপদ সম্পর্কে।

রিচার্ড ওয়ার্মব্রাণ্ডের লেখার জন্য কোন উপক্রমণিকার প্রয়োজন নাই। সেগুলি স্পষ্টবাদী ও মর্মস্পর্শী, সেগুলি যা শিক্ষা ঘোষণা করে তা কদাচিৎ পাঠকদের উদাসীন করে। পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করতে খুব অল্প-চেষ্টা করা হয়েছে। কিছু প্রকাশ ব্যবহার করা হয়েছে যা একটি মানুষের বৈশিষ্ট্য, যিনি নিজেকে হিব্রু মনে করেন, ভাষাবিদ বলে পড়েন, শিষ্যদের মত প্রার্থনা করেন এবং ভাববাদীদের মত লিখেন। শিক্ষাটি স্পটিকবৎ স্বচ্ছ।

কিছু খ্রীষ্টিয়ান নেতা যা বলেছেন তা যদি সত্যি হয়, তাহলে আগে বা পরে চার্চ (মণ্ডলী) দুইটির একটির সম্মুখীন হবেঃ খ্রীষ্টিয়ান মত বিরোধী শক্তির সঙ্গে সামাজিক-রাজনৈতিক এর সঙ্গে আপোষ মীমাংসা অথবা নিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক ধর্মীয় আধিপত্যের ক্রোধ যা নিজের উপর আসবে। সেই ক্ষেত্রে ওয়ার্মব্রাণ্ড ঠিক বলেছেন- আমরা এখনই প্রস্তুত হবো।

যেহেতু এই দুইটি বিকল্প- ইতিমধ্যে পৃথিবীর বহু জায়গায় আলোচিত হয়েছে, বিশ্বাস করবার আর কোন কারণ নাই যে আমরা যে অঞ্চলে বাস করি, এগুলো বাস্তব ক্রমাগত এড়িয়ে যাবে। আসুন, খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে এখন আমাদের প্রস্তুত হই এবং আমরা নিশ্চিন্ত হই, যদি তাদের পালা আসে, আমাদের সন্তানেরা তাদের সম্মুখে একটা স্পষ্ট উদাহরণ স্বরূপ হবে।

-প্রকাশক

সূচীপত্র

৭
গোপনীয় মণ্ডলী সম্বন্ধে প্রস্তুতি
-রিচার্ড ওয়ার্মব্রাণ্ড

৫১
দুঃখ-কষ্টভোগঃ
খ্রীষ্টিয়ান উৎসর্গের শ্রেষ্ঠ আনন্দ
-জন পাইপার

১০১
নির্যাতনের সংক্ষিপ্তসারঃ
অধ্যয়ন এবং উপস্থাপন
-মিল্টন মার্টিন

গোপনীয় মণ্ডলী সম্বন্ধে প্রস্তুতি

পাষ্টর- রিচার্ড ওয়ার্মব্রাণ্ড

গোপন মণ্ডলী সম্বন্ধে তৈরী হওয়া-এখন

তখন অননিয় উত্তর করিলেন, "প্রভু আমি অনেকের কাছে এই ব্যক্তির বিষয় শুনিয়াছি, সে যিরুশালেমে তোমার পবিত্রগণের উপর কত উপদ্রব করিয়াছে; ..... কিন্তু প্রভু তাহাকে কহিলেন, তুমি যাও, কেননা জাতিগণের ও রাজগণের এবং ইস্রায়েল সন্তানগণের নিকটে আমার নাম বহনার্থে সে আমার মনোনীত পাত্র; *কারণ আমি তাহাকে দেখাইয়া দিব, আমার নামের জন্য তাহাকে কত ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে।*" (প্রেরিত ৯:১৩,১৫,১৬ পদ)।

আমার জানা মতে, সমস্ত পৃথিবীতে একটিও ধর্মীয় সেমিনারী, বাইবেল স্কুল বা বিশ্ববিদ্যালয় নাই যেখানে গোপন মণ্ডলী সম্বন্ধে কোন পাঠ্যসূচী আছে। সেমিনারীতে আপনি "সেবালিয়ানিজম" এবং "আপল্লিনারিয়ানিজম" সম্বন্ধে শিখতে পারেন। সেমিনারী শেষ হবার পাঁচ মিনিট পর আপনি তাদের সম্বন্ধে ভুলে যাবেন। আপনি সম্ভবতঃ একজন "সাবিলিয়ান" অথবা একজন আপোল্লিনারিয়ান এর সঙ্গে কখনও দেখা পাবেন না। আমরা মিশরে প্রচলিত খ্রীষ্ট ধর্ম সম্বন্ধে অথবা সমস্ত প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে শিখতে পারি যাদের আমরা কখনও আমাদের জীবনে দেখব না। গোপন মণ্ডলী (গুপ্ত চার্চ) পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ মণ্ডলী- মানুষেরা যারা পূর্বে কখনও ভাবেনি যে তারা একটি গোপন মণ্ডলীর অর্ন্তভুক্ত। যখন আমেরিকা "ওয়াটার গেট" নিয়ে ব্যস্ত ছিল; কমিউনিষ্টরা ১৫টি দেশ অধিকার করেছিল। ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের প্রভাব ও শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল। খ্রীষ্টিয়ান পালকগণ নিশ্চয় জানবেন গোপন মণ্ডলী কি রকম দেখতে এবং এটা কি করে। আমি ব্রিটেনে একজন বিশপের সঙ্গে গোপন মণ্ডলীর (গুপ্ত চার্চের) সম্বন্ধে প্রায় একঘন্টা সময় ধরে আলোচনা করেছি। শেষে তিনি বলেছিলেন, "আমাকে ক্ষমা করুন, আপনি আমার শখের কথা বলেন; আমি মণ্ডলীর (চার্চের) স্থাপত্য শিল্পের (নির্মাণ পদ্ধতির) খুব বেশী আগ্রহী। আপনি

কি অনুগ্রহ করে বলবেন, গোপন মণ্ডলী সমূহ গথিক রচনা শৈলী ব্যবহার করে কিনা?"

আমি যদি বলতে পারতাম কে এই বিশপ আপনি এমনকি কল্পনা করতে পারতেন না এত বড় একজন নাম করা মানুষ, এই রকম প্রশ্ন করতে পারে।

গোপন মণ্ডলী তুলনামূলকভাবে অজানা। আমাদের আশেপাশে এটি আছে, কিন্তু এতে যোগ দিতে আমরা প্রস্তুত না, এবং এর জন্য আমরা শিক্ষিত না। প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ান পালক এখন সমস্ত জগতে তার মণ্ডলী আছে এবং আমরা এটা নিশ্চয় জানি কারণ আমরা হয়তো এ ধরণের অবস্থা অতিক্রম করে এসেছি। যদি আমরা এ ধরণের বিয়োগান্ত অবস্থা নাও অতিক্রম করি। কিন্তু আমাদের একটি কর্তব্য আছে যারা এগুলি অতিক্রম করে তাদের সাহায্য করতে ও উপদেশ দিতে।

মুসলিম জাতিসমূহের মধ্যে, লাল চীনে এবং এইভাবে আরও দেশে, অনেক বিশ্বাসী শিকার হয়েছে। অনেকে জেলে গিয়েছে এবং অনেকে জেলে মারা গিয়েছে। এতে আমরা গর্বিত হতে পারিনা। ভাল জিনিস হতে পারে ভালভাবে নির্দেশিত হওয়া কিভাবে ধরা না পড়েও গোপন কাজ করতে হবে। একটি যুদ্ধে যারা তাদের পিতৃভুমির জন্য মরেছেন তারা ঠিক ততটা ভাবে প্রশংসিত হন না যতটা প্রশংসিত হন সেইভাবে বীরগণ যারা তাদের পিতৃভুমির জন্য শত্রুদের মারেন। আমি আমার পিতৃভুমির জন্য মরব না কিন্তু যে (শত্রু) (পিতৃভূমির জন্য মরবে)। আমি তাদের প্রশংসা করি যারা এত ভালভাবে কাজ করেন যে তারা ধরা পড়েনা। আমাদের গোপনে কাজ করা জানতে হবে।

দুঃখ ভোগের (কষ্ট সহ্য করার) জন্য প্রস্তুত হওয়া

যে কোন উপায় অবলম্বন করা হোক না কেন গোপন মণ্ডলীতে দুঃখভোগ এড়ান যায় না, কিন্তু সবচেয়ে কম দুঃখভোগ করা যায়।

অল্প সময়ের মধ্যে গোপন মণ্ডলীর কোন পাঠ্যসূচী দেওয়া যায় না। আমি আপনার কাছে পীড়াপীড়ি করছি আপনার সীনড অথবা ডিনোমিনেশনকে (সম্প্রদায়) বলুন গোপন মণ্ডলীর উপর একটি পাঠ্যসূচী প্রবর্তন করতে।

একটা দেশে কি ঘটে যখন তাড়নাকারী- শক্তি দায়িত্ব গ্রহণ করে (দায়িত্বে থাকে)? কিছু দেশে সন্ত্রাস সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়, যেমন মোজাম্বিক ও কাম্বোডিয়ায়। অন্যান্য জায়গায় ধর্মীয় স্বাধীনতা অনুসরণ করে, যা পূর্বে কখনও ছিল না। এবং এইভাবে আরম্ভ হয়। কোন কোন শাসনতন্ত্র শক্তিতে (দায়িত্বে) আসে, আসেন শক্তি ছাড়াই।

তাদের পক্ষে লোক থাকেনা। তারা বাস্তবিক পক্ষে তখনও তাদের পুলিশ এবং আর্মির স্টাফদের প্রতিষ্ঠিত করেনি। রাশিয়াতে কমিউনিষ্টরা তাড়াতাড়ি অর্থোডক্স মণ্ডলী ধ্বংস করতে প্রটেষ্ট্যান্টদের প্রচুর স্বাধীনতা দিয়েছিল। যখন তারা অর্থোডক্স মণ্ডলী ধ্বংস করেছিল, প্রটেষ্ট্যান্টদের পালা এসেছিল। প্রারম্ভিক অবস্থা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়নি। সেই সময়ের মধ্যে তারা মণ্ডলীর মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছিল, তাদের মানুষদের নেতৃত্ব দিয়ে। তারা পালকদের দূর্বলতা বার করেছিল। কেউ কেউ উচ্চাভিলাষী ছিল, কেউ কেউ টাকার প্রতি দূর্বলতার (ভালবাসার) ফাঁদে পড়েছিল। হয়ত কারও গোপন পাপ ছিল যার জন্য তাদের "ব্লাক মেইল" করা হয়েছিল। তারা ব্যাখ্যা দিয়েছিল তারা এটা প্রকাশ করবে এবং এইভাবে তাদের মানুষদের নেতৃত্ব দিয়েছিল। তারপর কোন মুহূর্তে বড় ধরণের অত্যাচার শুরু হয়েছিল। রুমানিয়ায়, একদিনে এই কণ্ঠরোধ (দমন) ঘটেছিল। সমস্ত ক্যাথলিক এবং তাদের সঙ্গে অসংখ্য পুরোহিত,

সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসীনি (সিষ্টারগণ) জেলে গিয়েছিল। তারপর বিভিন্ন ডিনমিনেশনের অনেক প্রটেষ্ট্যান্ট পালকদের গ্রেফতার করা হয়েছিল। অনেকে জেলে মারা গিয়েছিল।

যীশু, আমাদের প্রভু, অননিয়কে বলেছিলেন, "তার্ষ নগরের পৌলের সঙ্গে দেখা কর। সে আমার গোপন পালক, আমার গোপন কার্যকারী।" পৌল সেটাই ছিল- গোপন মণ্ডলীর একজন পালক। যীশু এই গোপন পালকের জন্য ত্বড়িৎ পাঠ্যসূচী আরম্ভ করেছিলেন। তিনি এটি এই বাক্যের দ্বারা আরম্ভ করেছিলেন, "আমি তাকে দেখিয়ে দিব কতটা কষ্ট তাকে সহ্য করতে হবে ....."।

গোপন কাজ করার জন্য প্রস্তুত হওয়া আরম্ভ হয় দুঃখ কষ্ট এবং সাক্ষ্যমরের বিষয়ে পড়াশুনা করে। সলজ হেনিষ্টসিন তার বই Gula Archepilago বলেছেন, আগের সোভিয়েত ইউনিয়নের পুলিশ অফিসারগণ গ্রেফতার করার পাঠ নিয়েছে, এটি একটি বিজ্ঞান কি করে মানুষদের গ্রেফতার করতে হয়, চারিদিকের মানুষ যেন দেখতে না পায়। যদি তারা গ্রেফতার করার জন্য একটা নতুন নাম তৈরী করেছে, আসুন আমরা দুঃখ-কষ্ট সত্য করার নতুন নাম সৃষ্টি করি।

পরে আমরা গোপন কাজের প্রযুক্তিগত দিকের প্রতি দৃষ্টি দিব, কিন্তু সর্বপ্রথম এর জন্য আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রস্তুতি প্রয়োজন। একটি মুক্ত দেশে, মণ্ডলীর একজন সভ্য হওয়া, এর জন্য বিশ্বাস করা ও বাপ্তাইজিত হওয়া যথেষ্ট। গোপন মণ্ডলীতে এর সভ্য হওয়া যথেষ্ট না। আপনি বাপ্তাইজিত হতে পারেন এবং আপনি বিশ্বাস করতে পারেন, কিন্তু একটি গোপন মণ্ডলীর সভ্য হতে পারেন না যদি না আপনি জানেন কিভাবে কষ্ট সহ্য করতে হয়। জগতে আপনার সবচেয়ে শক্তিশালী বিশ্বাস থাকতে পারে, কিন্তু যদি কষ্ট সহ্য করার জন্য প্রস্তুত না হন তবে পুলিশ আপনাকে ধরে নিয়ে যাবে। আপনাকে ২টা চড় মারা হবে এবং

আমি পশ্চিমা দেশদের বলেছি কি করে খ্রীষ্টিয়ানদের চার দিন ও চার রাত ক্রুশের সঙ্গে বাঁধা হ'য়েছিল। ক্রুশগুলি মেঝে রাখা হ'য়েছিল এবং অন্য কয়েদীদের অত্যাচার করা হ'য়েছিল এবং তাদের দৈহিক প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ করতে- ক্রুশারোপিত (লোকের) মুখমন্ডল ও দেহের উপর। আমি সেই থেকে জিজ্ঞাসা করেছি, বাইবেলের কোন পদ, সেই অবস্থায় শক্তিশালী করতে আমাকে সাহায্য করেছে? আমার উত্তর, "বাইবেলের কোন পদ না"। এটা কেবল ভন্ডামী এবং ধর্মীয় কপটতা একথা বলতে, এই বাইবেলের পদ আমাকে শক্তিশালী করে, ঐ বাইবেলের পদ আমাকে সাহায্য করে। "বাইবেলের পদগুলি এককভাবে সাহায্য করে, মনে করিনা"। আমরা গীতসংহিতা ২৩ অধ্যায় জানি; "সদাপ্রভু আমার পালক, আমার অভাব হইবে না ..... যদি আমি মৃত্যুছায়া উপত্যকা দিয়ে গমন করি .....।

আপনি যখন দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়ে যান আপনি বুঝেন ঈশ্বর কখনও এটা মনে করেন নি গীতসংহিতা আপনাকে শক্তি যোগাবে। কেবলমাত্র ঈশ্বর আপনাকে শক্তিশালী করতে পারেন, গীতসংহিতা যা না বলে তিনি এটা করতে পারেন। গীতসংহিতা যথেষ্ট না। আপনার নিশ্চিত একজন থাকতে হবে যার সম্বন্ধে গীতসংহিতা বলে। আমরা এই পদটিও জানি, "আমার অনুগ্রহ তোমার জন্য যথেষ্ট" (২য় করিন্থীয় ১২ঃ৯ পদ)। কিন্তু এই পদটি যথেষ্ট না। এটা অনুগ্রহ যা যথেষ্ট- পদটি না।

পালকগণ এবং উদ্দীপনাময় সাক্ষ্যদানকারীগণ যারা বাইবেল প্রচার করেন যারা ঈশ্বরের দ্বারা আহুত, তারা বিপদে আছেন, ঈশ্বরের বাক্যকে বেশী মূল্য দিবে যা (সেগুলি) প্রকৃত না। পবিত্র বাক্য বাস্তবে পৌছাবার উপায়-যা তারা প্রকাশ করে। আপনি যদি বাস্তবের (সত্যের) অর্থাৎ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সঙ্গে মিলেন (একতাবদ্ধ হন), মন্দ আপনার উপর শক্তি হারায়; এটি (শয়তান) সর্বশক্তিমানকে ভাঙ্গতে পারবে না।

করেছে পাপ এটা না; কিন্তু পাপটা হল যে সে তার প্রলোভনকে দমন করতে (বাঁধা দিতে) পারেনি। সেই ২০ বৎসর পূর্বে, যখন এইভাবে প্রলোভিত হয়নি, সে নিজেকে বলেনি, আমার পালকীয় জীবনে বিভিন্ন ঘটনা ঘটবে। অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে এটা ঘটবে যে আমি যৌন পাপের দ্বারা প্রলোভিত হবো। তখন আমি এটা করব না। সম্ভাব্য সব ঘটনার পূর্বে আপনাকে প্রস্তুত করতে হব। আমাদের দুঃখ কষ্টের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

সত্যের সম্বন্ধে সত্য

আমাদের প্রত্যেকে কতটা কষ্ট সহ্য করতে পারে সেটা নির্ভর করে সে কতটা কোন কারণে বদ্ধ থাকে, তার কাছে এই কারণ কত প্রিয় এবং সে এটা কতটা মনে করে।

এই প্রসঙ্গে কমিউনিষ্ট দেশ সমূহে আমাদের জন্য বড় আশ্চর্য আছে। সেখানে প্রচারক আছে, খ্রীষ্টিয়ান বইয়ের লেখক আছে যারা খুব বড় বিশ্বাস ঘাতক হ'য়েছে। রুমানিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট কমিউনিষ্ট গানের রচয়িতা রুমানিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট গানের রচয়িতা হয়েছে। সব কিছুই নির্ভর করে আমরা অক্ষরের জগতে আছি না স্বর্গীয় বাস্তবে মিশে গিয়েছি।

ঈশ্বর সত্য। বাইবেল সত্যের সত্য। ধর্মতত্ত্ব সত্যের সত্যের সত্য (তিন সত্য)। একটা ভাল প্রচার সত্যের সত্যের সত্য ও সত্য সম্বন্ধে। এটি সত্য না। কেবলমাত্র ঈশ্বর সত্য। এই সত্যের চারিদিকে অক্ষরের, ধর্মতত্ত্বের, পরিকল্পনার (তত্ত্বের) ভারা বাঁধা (রাজ মিস্ত্রিদের ভারা) দুঃখ কষ্টের সময় এসবের কিছুই সাহায্যে আসেনা। কেবলমাত্র (তাঁর) সত্য নিজেই, কিছু সাহায্য এবং আমাদের প্রচার, ধর্মীয় বই এবং বাক্যে (বাইবেলের) মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে হবে এবং ঈশ্বরে বাস্তবতার সঙ্গে বাঁধতে হবে।

কিন্তু যেখানে জেলখানা আপনার মণ্ডলী, সেখানে আপনার মণ্ডলীর লোকেরা আপনার সঙ্গে সারাদিন থাকে। মুক্ত প্যারিশবাসীরা তাদের ঘড়ির দিকে তাকায়, "এর মধ্যে তিনি ৩০ মিনিট প্রচার করেছেন। তিনি কি কখনও শেষ করবেন না?" যখন গ্রেফতার করা হয়, আপনার কাছ থেকে ঘড়ি নিয়ে নেওয়া হয়; প্যারিশবাসীগণ আপনার সঙ্গে সমস্ত সপ্তাহ থাকে এবং আপনি তাদের কাছে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত প্রচার করতে পারেন। তাদের আর কোন পছন্দ নাই। রুমানিয়ান অথবা রাশিয়ান মণ্ডলী ইতিহাসে জেলখানায়- যতক্ষন ছিল, এতবেশী পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়েছিল যা এইরূপ পূর্বে হয়নি। সুতরাং জেলখানাকে ভয় করবেন না। এটা মনে করেন ঈশ্বরের একটা সাধারণ নতুন নিয়োগ। আমার মনে আছে যখন আমি দ্বিতীয় বারের মত গ্রেফতার হই, যখন আমি আমার স্ত্রীকে আলিঙ্গন করেছিলাম, পুলিশের সঙ্গে যাবার আগে সে বলেছিল, রিচার্ড মনে রেখ, এটা লেখা আছে, "শাসনকর্তা ও রাজাদের সম্মুখে সাক্ষ্য দিবার জন্য তোমাকে- উপস্থিত করা হবে"।

মানুষেরা এটা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু নিদারুণ অত্যাচার যা কয়েদীদের প্রদান করা হয় তার কি? এইসব অত্যাচারে আমরা কি করব? আমরা কি সেসব সহ্য করতে সক্ষম। যদি আমি সেসব সহ্য না করি, আমি জেলখানার আর ৫০ অথবা ৬০ রাখি যাদের আমি জানি কারণ নিপীড়করা আমার কাছে ইচ্ছা করে, আমার চারিদিকে যারা আছে তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে।

এজন্য কষ্ট সহ্য করার জন্য প্রস্তুতি একটা বড় প্রয়োজন যা এখন নিশ্চয় আরম্ভ করতে হবে। এটা খুবই শক্ত নিজেকে প্রস্তুত করা যখন আপনি ইতিমধ্যে জেলখানায় এসেছেন। আমি রুমানিয়াতে একটা ঘটনা স্মরণ করি যেখানে ২০ বৎসরের একজন পালক একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে পাপ কার্যে নিয়োজিত হয়েছিল। অন্যান্য পালকেরা এই প্রশ্নে তর্ক করেছিল। এটা বলা হয়েছিলঃ সেই সন্ধ্যাবেলা সে যা

আপনি যে কোন জিনিস প্রকাশ করবেন। সুতরাং গোপন কাজের প্রস্তুতির জন্য কষ্ট সহ্যের প্রস্তুতি একান্ত প্রয়োজন।

একজন খ্রীষ্টিয়ানকে জেলে না ঢোকালে (পুরলে) সে আতঙ্কগ্রস্থ হয় না। পদ এবং ফাইল বিশ্বাসীদের জন্য জেলখানা খ্রীষ্টকে সাক্ষ্য দিবার একটি নতুন জায়গা। একজন পালকের জন্য, জেলখানা একটি নতুন মণ্ডলী (প্যারিশ= যার নিজের মণ্ডলী ও পুরোহিত আছে)। এটা সেই প্যারিশ যার কোন বড় ধরণের আয় নাই কিন্তু কাজ করার বড় সুযোগ আছে। আমার বই, "With God in solitary confinement", আমি এই বিষয়ে অল্প কিছু বলেছি। অন্য বইগুলিতে আমি সোর্স কোড উল্লেখ করেছি যা গোপন মণ্ডলীর ট্রেনিং দিবার একটি অংশ। আপনি জানেন এটি একটি কোড যা দিয়ে খবর পাঠান যায়। এই কোডের মধ্য দিয়ে আপনি আপনার দক্ষিণে বা বামে যারা আছে তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করতে পারেন। কয়েদীরা সব সময় পরিবর্তন হচ্ছে। কাউকে সেল (কক্ষ) থেকে বার করা হয়- আবার কাউকে সেলে ঢুকান হয়। ঈশ্বর অনেক খ্রীষ্টিয়ানকে দিয়েছেন যাদের জেলখানায় সুবিধা আছে সোর্স কোডের মাধ্যমে লোকদের খ্রীষ্টের কাছে আনার- এইসব মানুষদের তারা কখনও দেখেনি। অন্যরা এইসব মানুষদের, যাদের তারা অনেকদিন দেখেছে, তাদের খ্রীষ্টের কাছে সোর্স কোডের দ্বারা এনেছে। আমার সাধারণ সেলে এরূপ কয়েকটি প্যারিশ ছিল।

মুক্ত জগতে প্যারিশ (মণ্ডলী) গুলিতে রবিবার সকাল বেলা আপনি ঘন্টা বাজাতে পারেন। যদি কেউ ইচ্ছা করে, তারা উপাসনায় আসে- যদি না চায় তারা আসে না। যদি একজন এই রবিবারে আপনার প্রচার পছন্দ না করে, পরবর্তী রবিবারে সে আসে না। যদি বৃষ্টি হয়, কোনভাবে সে আসে না।

মধ্যে আমরা কথা বলি, কিন্তু ধ্যান এবং গভীর চিন্তাও থাকা উচিত। আমরা ইব্রীয় ১১ অধ্যায়ে একটা তালিকা পড়ি যাদের করাত দিয়ে দ্বিখন্ডিত করা হয়েছিল, খুঁটিতে বেঁধে পোড়ান হ'য়েছিল এবং সিংহের দ্বারা খাওয়ান হ'য়েছিল, কিন্তু আমরা নিশ্চয় চাক্ষুষ এসব দেখব। এখন আমি সিংহের সম্মুখে আছি, আমি প্রহারিত হয়েছি, আমাকে পুড়িয়ে মারবার বিপদে রাখা হয়েছে ইত্যাদি, আমি কিভাবে এই বিষয়ে আচরণ করব।

আমি রুমানিয়া ছেড়ে যাবার পূর্বে আমার শেষ সান্ডেস্কুলের কথা মনে করি। আমি রবিবারের সকালে ১০-১৫ জন ছেলে-মেয়েকে নিয়েছিলাম, মণ্ডলীতে না, চিড়িয়াখানায় সিংহের খাঁচার সামনে আমি তাদের বলেছিলাম, "তোমাদের বিশ্বাসী পূর্বপুরুষদের, তাদের বিশ্বাসের জন্য এভাবে জংলী জানোয়ারে সামনে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। জান যে তোমাদেরও কষ্ট ভোগ করতে হবে। তোমাদের সিংহের সামনে ফেলে দেওয়া হবেনা, কিন্তু তোমাদের মানুষদের হাতে কষ্ট ভোগ করতে হবে, যারা সিংহের চেয়ে আরো বেশী খারাপ। এখানে এখন সিদ্ধান্ত নাও তোমরা কি খ্রীষ্টের প্রতি আনুগত্য দেখাবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাদের চোখে জল ছিল, যখন তারা বলেছিল- "হ্যাঁ"।

জেলখানায় বন্দী হবার পূর্বে এখন আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। জেলখানায় আপনি সব কিছু হারান। আপনাকে উলঙ্গ করে একটি একটি কয়েদীদের পোষাক দেওয়া হয়। আর কোন সুন্দর আসবাবপত্র, সুন্দর কার্পেট অথবা সুন্দর পর্দা কিছুই থাকে না। আর আপনার স্ত্রী থাকে না এবং আপনার ছেলে-মেয়েরা (সন্তান) থাকে না। আপনার লাইব্রেরী (পড়ার ঘর) নাই এবং আপনি কখনও ফুল দেখেন না। জীবনকে যা সুন্দর করতে পারে এমন কিছুই থাকে না। কে পূর্বের জীবনের আনন্দ পরিত্যাগ করিয়েছে তাতে কেউ বাঁধা দেয় না। কলসীয়তে একটি পদ আছে (আপনার) পরিবারের এমন কাউকে মৃত্যু

আপনার যদি কেবলমাত্র সর্বমক্তিমান ঈশ্বরের বাক্য থাকে- আপনি অতি সহজেই ভেঙ্গে পড়বেন।

আধ্যাত্মিক অনুশীলন (ব্যায়াম)

গোপন কাজের প্রস্তুতি হচ্ছে গভীর আধ্যাত্মিককরণ। যেমন আমরা ব্যবহার করার জন্য পিঁয়াজের খোসা ছাড়াই, সুতরাং ঈশ্বর আমাদের থেকে যা শুধু মাত্র বাক্য, আমাদের ধর্মের আনন্দের অনুভুতি ছাড়ান (পৃথক করেন), যাতে আমরা আমাদের বিশ্বাসের বাস্তবতায় পৌঁছাতে পারি। যীশু আমাদের বলেছেন, "যে কেহ তাঁহার পশ্চাতে আসিতে ইচ্ছা করে", "তাকে তার ক্রুশ তুলে নিতে হবে" এবং যীশু নিজেই দেখিয়েছেন, ক্রুশটা কত ভারী হতে পারে। আমাদের এজন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

পৃথিবীর পথের দিকে তাকান! একটি অশ্লীল ছবি সম্বলিত ম্যাগাজিন অথবা একটি বিজ্ঞাপন যা কল্পনাকে উত্তেজিত করে। ঠিক সেইভাবে, আমাদের সম্মুখে আধ্যাত্মিক বাস্তবকে রেখে আমাদের কল্পনাকে প্রজ্জ্বলিত (উত্তেজিত) করতে হবে। আমাদের আধ্যাত্মিক অনুশীলন করতে হবে। আমি খুবই দুঃখিত যে আধ্যাত্মিক অনুশীলন প্রায় প্রটেষ্টান্ট ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে অজানা। আমাদের গোপন মণ্ডলীর মধ্যে সেগুলি উদ্দীপিত করতে হবে। কিছু ক্যাথলিকদের দ্বারা আধ্যাত্মিক অনুশীলনের ভুল ব্যবহার হয়েছিল এবং তখন সংস্কার-আন্দোলন (সংশোধন) এসেছিল। সব সময় পেনডনামের নারাচড়া (স্পন্দন) ছিল। যদি একদিকের চুড়ান্তে এসেছে অন্যটি অন্যদিকের চুড়ান্তে এসেছে।

যেহেতু কেউ কেউ মিথ্যা আধ্যাত্মিক ব্যায়ামকে গালি দিয়েছে (দোষারোপ করেছে), অন্যরা কোন প্রকার আধ্যাত্মিক অনুশীলন করেনি। আমাদের কেবলমাত্র প্রার্থনার মুহূর্তগুলি থাকতেই হবে, যার

দন্ড দেওয়া যিনি পৃথিবীতে আছেন। অজ্ঞ এবং হিংসুক ক্যাথলিকরা কিছু কুসংস্কার এবং পাপ স্বীকার চাপিয়ে দিয়েছে। প্রটেষ্ট্যান্টগণ কৃচ্ছসাধন সম্পূর্ন তুলে দিয়েছে। কিন্তু একটি খ্রীষ্টিয়ান কৃচ্ছসাধন আছে, পৃথিবীর আনন্দ "পরিত্যাগ করা"। খ্রীষ্টিয়ান, যিনি এখন নিজেকে প্রস্তুত করছেন তার হারাবার কষ্টভোগ করবেন না, যখন তিনি জেলখানায় যাবেন। পৃথিবীর জিনিসপত্র আপনি ব্যবহার করবেন একটা অনুভূতিপূর্ণ সম্পৃক্ততা (আসক্তি) গ্রহণ না করে।

আমি ব্যক্তিগতভাবে একটা অনুশীলন করি। আমি আমেরিকায় বাস করি। আপনি কি কল্পনা করতে পারেন আমেরিকার একটি সুপার মার্কেট কি রকম দেখায়? সেখানে আপনি অনেক সুস্বাদু জিনিস দেখেন। আমি সবকিছু দেখি এবং নিজেকে বলি,"আমি এই জিনিস বা ঐ জিনিস ছাড়া চলতে পারি; আমি সমস্ত সুপার মার্কেট দেখি এবং এক ডলারও খরচ করি নাই।

অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস দেখার আনন্দ আমার আছে এবং দ্বিতীয় আনন্দ এটা জেনে, যে সেসব ছাড়াও আমার চলবে। আমাদের উদার, নব্য, ধর্মতত্ত্ববিদ ছিল। তাদের কেউ কোন অত্যাচার বাঁধা দেয় নি"। কেন আমি একটা মৃত ঈশ্বর ও সমস্যাপূর্ণ বাইবেলের জন্য মরব?

যদি আদম ও হবার গল্প- সত্য না হয়, যদি যিহোশূয় সূর্যকে না থামায়, যদি ভাববাদীগণ সেগুলি পূর্ণ হবার বহু বৎসর পর লিখিত হয়েছিল, যদি যীশু কুমারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ না করে থাকেন এবং তিনি (যীশু) মরার পর স্ব-শরীরে না উঠে থাকেন- তাহলে সোভিয়েট সংবাদপত্র "প্রাবদার" চেয়ে বাইবেলে অনেক মিথ্যা আছে। যা সত্য নয়, অথবা কমপক্ষে সমস্যাপূর্ণ, তার জন্য কেন আমি মরব?

সন্দেহ বিশ্বাসঘাতকের জন্ম দেয়

আমি একজন যিহুদী ইব্রীয়, যে ভাষায় যীশু নিজে কথা বলেছিলেন এবং যাতে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, "সন্দেহ" শব্দটি নাই। একজন মানুষের জন্য সন্দেহ করা ভুল যেমন তার জন্য চার পায়ে হাঁটা; চার পায়ে হাঁটা তার জন্য নয়। একজন মানুষ সোজা হয়ে হাঁটে; সে একটা জানোয়ার না। সন্দেহ করা অমানবিক।

আমাদের প্রত্যেকের কাছে সন্দেহ আসবে, কিন্তু সন্দেহকে স্থান দেবেন না। বাইবেলে প্রয়োজনীয় মতবাদ- যেমন ঈশ্বরের অস্তিত্ব, যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান, অথবা অনন্ত-জীবনের অস্তিত্ব- আপনার মনে একটা বাসা তৈরী করা। প্রত্যেক ধর্মীয় অথবা দার্শনিক সন্দেহ আপনাকে সম্ভাব্য বিশ্বাসঘাতক করে। আপনি সন্দেহ পোষণ করবেন যখন আপনার খুব সুন্দর পাঠ আছে, প্রচার তৈরী করেন, আপনি ভালভাবে খান অথবা আপনি একটি বই লিখেন। তখন আপনি নিজেকে চান, সব ধরণের সাহসী চিন্তা ও সন্দেহ, আপনি যখন অত্যাচারিত হন, এই সব সন্দেহ রাজনৈতিক প্রতারণায় পরিবর্তিত হয় কারণ আপনাকে স্থির করতে হবে এই বিশ্বাসে বেঁচে থাকতে অথবা মরতে।

একজন গোপন কর্মীর আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির জন্য একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তার সন্দেহের সমাধান। অঙ্কের মধ্যে আপনার উত্তর সঠিক না হলে, আপনি হয়ত কোথাও ভুল করছেন, সুতরাং আপনি অংক কষে চলেন যতক্ষণ না এটা (ভুল) পান। সন্দেহের মধ্যে না থেকে সমাধান খুঁজেন।

অত্যাচারের পরীক্ষা

এখন ঠিক অত্যাচারের মূহুর্তে আসি। অত্যাচার সময় সময় খুব ব্যথাজনক। তারা লাল উত্তপ্ত লোহা ব্যবহার করে। সময় সময় মারটা খুব সাধারণ হয়। ছোট ছেলেদের মত আমরা সকলে পাছায় মার

খেয়েছি এবং মারটা হ'চ্ছে আরেকবার পাছায় মারা। সাধারণ মারটা সহজে গ্রহণ করা যায়। যীশু বলেছেন আমরা শিশুদের মত তাঁর কাছে আসি, তার মানে আমরা পাছায় মার খাবার প্রার্থীর মত!

একজন ডাক্তার আমার কাছে এসেছিল এবং বলেছিল, "আমি কি করব"? আমি মনে করি আমাকে জানালার মধ্য দিয়ে ছুড়ে ফেলা হয়েছিল। তারা আমাকে বার বার ডেকেছিল এবং আমি গোপন মণ্ডলীর তথ্য সরবরাহকারী হই এটা তারা চাচ্ছিল। তারা ভয় দেখিয়েছিল যে আমি যদি এটা গ্রহণ না করি (রাজী না হই), তারা আমাকে মারবে, আমি কি করব? এটা খুব ভয়ঙ্কর ব্যাপার যে তারা আমাকে মারবে। আমি এটা মেনে নিতে পারিনি। আমার একটা বিকল্প ছিল "খবর সরবরাহী হওয়া" অথবা "জানালা দিয়ে লাফ দেওয়া"। আমি বলি, "তোমাদের আরেকটি সমাধান আছে। তোমার স্বামীর হাতে একটা লাঠি দাও এবং তাকে বলো তোমাকে ভালভাবে পিটাতে (মারতে) এবং তুমি দেখবে তুমি কিভাবে সেটা সহ্য করি। মার খেতে ভয় করো না।

যাহা হোক আমাদের কাছে (সঙ্গে) কমিউনিষ্টরা মারার সময় থামেনি- তারা খুব সূক্ষ্ম নিপীড়ন ব্যবহার করেছিল। এখন তুমি জান নিপীড়ন উভয় পক্ষে কাজ করে। এটা তোমাকে কঠিন করে ও পুলিশকে কিছু না বলার সিদ্ধান্তকে শক্তিশালী করে, চোররা আছে যারা যে কোন অত্যাচার সহ্য করে (বাঁধা দেয় না) এবং যারা চুরিতে সহযোগিতা করেছে তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে না। তুমি যতই তাদের মারবে তারা ততই অবাধ্য হবে। অথবা অত্যাচার তোমার ইচ্ছাকে ভেঙ্গে দিবে (তুমি সম্মত হবে)।

এখন আমি একটা খুব চিত্তাকর্ষক কাহিনী বলব যা চেক কমিউনিষ্ট প্রেসে প্রকাশিত হয়েছিল। আপনি জানবেন "Dubeck" (কারও নাম) এর অধীনে কিছু সময় ছিল যখন কিছু শ্লথ হয়েছিল এবং তখন

চেকোশ্লোভাকিয়াতে কোন কোন বিষয় প্রকাশ করা যেত। এই সময় একটা লেখা (রচনা) প্রকাশিত হয়েছিল। নোভটনি যিনি ডুবেক এর অগ্রবর্তী ছিলেন এবং যিনি একজন কমিউনিষ্ট একনায়ক ছিলেন, তার একজন ঘনিষ্ঠ কমরেডকে গ্রেফতার করেছিল, যে কমিউনিষ্ট নেতা, একজন দৃঢ় প্রত্যয়ী নাস্তিক এবং কমিউনিষ্ট পাটির কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য ছিল। খ্রীষ্টিয়ান, যীহুদী অথবা দেশপ্রেমিকগণই শুধু জেলে ছিলনা- একজন কমিউনিষ্ট অন্যায়ভাবে কমিউনিষ্ট ধরে অত্যাচার করেছিল ঠিক- যেন যে কারও উপর করতো) তারা এই কমিউনিষ্ট নেতাকে ধরে জেলখানার সেলে একাকী বন্দী করেছিল। ইলেট্রোম্যাগনেটিক রশ্মি যা মনকে বিঘ্নিত করে, সেলের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত করা হয়েছিল। একটা লাউড স্পীকার দিনরাত বলছিলঃ তোমার নাম কি যোষেফ না? (তার নাম যোষেফ ছিল না) "এটা চিন্তা কর। তুমি কি যোষেফ অথবা যোষেফ না? আমেরিকায় সবচেয়ে বড় দোষী ব্যক্তি ডিলিনজার, কিন্তু তুমি ডিলিনজারের চেয়েও বড় দোষী ব্যক্তি। তোমার প্রথম নাম কি? এটা কি যোষেফ অথবা যোষেফ না? তুমি একজন প্রতি-বিপ্লবী, তুমি একজন গুপ্তচর, কিন্তু তুমি কি যোষেফ অথবা যোষেফ না।"

তারা তাকে পাগল বানাতে চেষ্টা করেছিল। দিন এবং রাত। সে অনুভব করেছিল যে মন হারাবে। (পাগল হয়ে যাবে) কোন এক নির্দ্দিষ্ট মহুর্তে তাকে উজ্জ্বল আলোক দেওয়া হয়েছিল।

আমি এখন একটি অশান্ত মন্দের সাক্ষাৎ পেয়েছি। যদি কমিউনিষ্টরা একজন খ্রীষ্টিয়ানের উপর অত্যাচার করে সেটা চুড়ান্তভাবে খারাপ না কারণ কমিউনিষ্টরা বিশ্বাস করে তারা একটা পার্থিব স্বর্গ তৈরী করবে। খ্রীষ্টিয়ানগণ সেটা ব্যাহত করছে, সুতরাং খ্রীষ্টিয়ানদের উপর অত্যাচার করা ঠিক। কিন্তু যখন একজন কমিউনিষ্ট আরেকজন কমিউনিষ্টকে অত্যাচার করে- এটা অত্যাচারের জন্যই করছে। বাস্তবিক এর কোন যুক্তি নেই। কিন্তু অল্পক্ষণ অপেক্ষা করুন। প্রত্যেক মুদ্রার দুই

পিঠ আছে, প্রত্যেক ইলেকট্রিক তারের ২টা মেরু (পোল) আছে। যদি একটা অশান্ত মন্দ থাকে তবে এই অশান্ত মন্দ কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে? নিশ্চয় একটি অশান্ত ভাল আছে। এটি ঈশ্বর এবং তাঁর বিপক্ষে তারা যুদ্ধ করে।

যখন তাকে জেরাকারীগণ ডেকেছিল, সে হেসে কামরার মধ্যে ঢুকেছিল এবং বলেছিল তারা এখন লাউড স্পীকারের স্যুইচ অফ করতে পারে কারণ এর ফল পাওয়া গিয়াছে। "আমি একজন খ্রীষ্টিয়ান হয়েছি"। অফিসার তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল এটা কিভাবে ঘটল? সে তাকে সমস্ত গল্পটা বলেছিল। অফিসার বলল, "একটু থাম"। সে তার কমরেডকে ডেকেছিল এবং বলল, "আমার কমরেডদের সামনে গল্পটা আবার বল"।

সে গল্পটা পুনরায় বলেছিল এবং ক্যাপ্টেন অন্যান্য পুলিশ অফিসারদের বললেন, "আমি তোমাদের বলেছিলাম এই প্রক্রিয়ায় কাজ করবে না। তোমরা বেশি করে ফেলেছ।" শয়তান ঈশ্বরের মত সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞানী না, সে ভুল করে। মন্দ অত্যাচার অত্যাধিক যা ভালভাবে আধ্যাত্মিক ভাবে ব্যবহার করা যায়।

সঙ্কটের মুহূর্ত

অত্যাচার (নিপীড়ণ) এর বিস্ফোরণ হবার একটা মুহূর্ত আছে এবং এই সঙ্কট মুহূর্তের অপেক্ষা করে। শিখুন কিভাবে সন্দেহ জয় করা যায় এবং কিভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিন্তা করতে হয়।

সঙ্কটের সর্বদা একটা মুহূর্ত থাকে যখন আপনি প্রস্তুত থাকেন উচ্চারণ করতে বা লিখতে, গোপন কাজে আপনার সহযোগীর নাম বলতে, কোথায় ছাপাখানার দোকান অবস্থিত অথবা এই ধরণের কিছু। আপনাকে এত বেশী অত্যাচার করা হয়েছে যে, অত্যাচার করার আর

কিছুই নাই; এবং আপনার কষ্টেরও যেন আর কোন ব্যথা নাই। এই শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এই অবস্থায়, যে অবস্থায় আপনি পৌঁছেছেন এবং আপনি দেখবেন যে এই সঙ্কট মুহূর্তে এটা জয় করেছেন; এটা আপনাকে একটা প্রচন্ড ভিতরের (অন্তরের) আনন্দ দিবে। আপনি অনুভব করবেন সেই চুড়ান্ত মুহূর্তে খ্রীষ্ট আপনার সঙ্গে আছেন।

আজকালকার জেল রক্ষকরা শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং পরিমার্জিত, তারা জানে যে সঙ্কটের একটা মুহূর্ত আছে। যদি এই মুহূর্তে তারা আপনার কাছে কিছু না পায় তবে তারা অত্যাচার করা পরিত্যাগ করে ঃ তারা জানে অব্যাহত রাখাটা নিষ্ফল।

আমি যখন একজন যুব খ্রীষ্টিয়ান ছিলাম তখন থেকে আমাকে প্রতিদিন পড়তে বলা হয়েছিল; যা আমি আমার ছেলে মিহাই এর সঙ্গে করেছি, যখন তার বয়স ৩ অথবা ৪ বৎসর ছিল, বাইবেলের একটা পাতা পড়া এবং একজন সাধুর অথবা সাক্ষ্যমরের জীবন থেকে পড়া। আমি "Foxes Book of Martyrs" বই পড়েছি; আপনার সন্তানদের কাছে তা পড়ে শুনান। তাদের শিক্ষা দেন কিভাবে সাক্ষ্যমরগণ সঙ্কট মুহূর্তও জয় করেছেন।

অত্যাচারের সম্বন্ধে আরও কয়েকটি বিষয় আছে। যীশু কি বলেছেন তা বুঝা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, "কল্যকার নিমিত্ত ভাবিত হইও না, কেননা কল্য আপনার বিষয়ে আপনি ভাবিত হইবে" (মথি ৬ঃ৩৪ পদ)। আমি ১৪ বৎসর জেলে ছিলাম। ব্রাঃ হ্রাপভ ২৬ বৎসর, অং মিং ডাও ২৮ বৎসর। লম্বা সময় ধরে জেলখানায় থাকা সহ্য করা একটা অসম্ভব ব্যপার মনে হয়। তাৎক্ষনিক ভাবে এটা সব সহ্য করার জন্য আপনাকে বলা হয় নি। এমনকি একসঙ্গে ১ দিনের জন্য সহ্য করা এমনকি একসঙ্গে ১ ঘন্টার জন্য সহ্য করার জন্য বলা হয় নি। প্রত্যেকদিন ১ ঘন্টার জন্য কষ্ট সকলে সহ্য করতে পারে। আমাদের একটা অসহ্য

দাঁত ব্যাথা, একটা গাড়ীর দুঘটনা সম্ভবতঃ অকথ্য (অবর্ণনীয়) নিদারুণ-মানবিক যন্ত্রণা অতিক্রম করা। এটা অভিপ্রেত না আপনি বর্তমানে ১ মিনিটের জন্য কষ্ট সহ্য করেন। মনে পরে, আমাকে অনেক বার মারা হয়েছে ও অত্যাচার করা হয়েছে, কালকে আমাকে আবার তারা নিয়ে যাবে এবং কালকের পরেও, এই সব যন্ত্রণা কষ্টকে আরও বাড়িয়ে দেয়। কালকে, আমি আর বেঁচে না থাকতে পারি- অথবা তারা বেঁচে না থাকতে পারে। কালকে ক্ষমতাচ্যুতি হতে পারে যেমন রুমানিয়ায় হয়েছিল। গতকালের মার অতিক্রান্ত হয়েছে এবং আগামীকালের অত্যাচার এখনও আসেনি।

অত্যাচারিত হওয়ার আমি একজন প্রফেসর। প্রথমে অত্যাচার একটি ভয় এবং আঘাত ও ভয়ঙ্কর কষ্ট (যন্ত্রণা)। এটা এইভাবে ক্রমাগত চলেনা। কার্ডিনাল মাইন্ডজেন্টিকে ২৯ রাত ও দিন ঘুমাতে দেওয়া হয়নি। তারপর তিনি বলেছিলেন, তারা তাকে যা জিজ্ঞাসা করেছিল। এখন কি ঘটেছে? কয়েকদিন ও রাত্রির ঘুম বিহীন অথবা কয়েকদিনের তীব্র শারিরীক অত্যাচারের পর একটি মুহূর্ত আসে যখন আপনার জন্য সব মূল্য বিহীন মনে হয়। আপনি আপনার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের, আপনার ভাল নাম এবং ঈশ্বরের প্রতি, আপনার কর্তব্য ভুলে যান। আপনি সম্পূর্ণভাবে (চুড়ান্তভাবে) সব কিছুর প্রতি উদাসীন হন। এটি সঙ্কটাপূর্ণ মুহূর্তে যখন ঠিকভাবে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নেওয়া একটা সমস্যা। ঠিকভাবে নিঃশ্বাস নেওয়া অনুশীলন করেন।

হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের যোগ অভ্যাসে শ্বাস-প্রশ্বাসের দক্ষতার বিশেষ অর্থ আছে। বাইবেলে বিভিন্ন ধরনের শ্বাস-প্রশ্বাস নিবার বিষয় এখন পড়েন। যীশু শিষ্যদের শ্বাস-প্রশ্বাস (দম) দিয়েছিলেন। এটা বলা হয় যীশু তাদের উপর পবিত্র আত্মা সেচন করেছিলেন। সুতরাং এক ধরনের শ্বাস-প্রশ্বাস যার মানে পবিত্র আত্মা। অর্থোডক্স মণ্ডলীতে, বাপ্তাইজের সময়, পুরোহিত এবং ধর্ম পিতা-মাতার শিশুর উপর ৩ বার শ্বাস ত্যাগ

করে। যখন যীশু শ্বাস ত্যাগ করে, তিনি পবিত্র আত্মা সেচন করেন। প্রেরিত ৯ অধ্যায়ে লেখা আছে যে, শৌল তখন "ভয় ও হত্যার" নিঃশ্বাস টানছিলেন। নরহত্যাকারী আছে যারা দোষের নিঃশ্বাস নেয়। যিরমিয় পুস্তকে লেখা আছে, কাহারও কাহারও সম্বন্ধে যারা অন্য লোকের স্ত্রীর সম্বন্ধে হ্রেষা ধ্বনি করে। এটা ব্যভিচারীদের শ্বাস-প্রশ্বাস। একটি শ্বাস-প্রশ্বাস আছে যা খুবই অনুভুতির পূর্ণ। কারও সঙ্গে ঝগড়া করতে চেষ্টা করেন যখন শ্বাস-প্রশ্বাস শান্ত, ছন্দযুক্ত এবং গভীর। আপনি দেখবেন আপনি ঝগড়া করতে পারছেন না।

ঠিকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া অত্যাচার ঠেকানোর একটি উপায়। বিশ্বাসঘাতকতা মানে সমস্ত মণ্ডলীর মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করা। আপনি একজন খ্রীষ্টিয়ান, যাকে ঈশ্বর ও অনেক মানুষ বিশ্বাস করেন। আপনাকে গুপ্ত মণ্ডলীর গোপন তথ্যগুলির উপর বিশ্বাস স্থাপন করা হয়েছে। বিশ্বাসঘাতকতা হবে একটি শক্তিশালী অনুভুতি। আপনি কারো সঙ্গে ঝগড়া করতে পারেন না এবং তাদের প্রতি চিৎকার করতে পারেন না। যখন আপনি ছন্দায়িতভাবে এবং গভীরভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নেন। এইভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিলে আপনি গভীর অনুভুতির বিশ্বাসঘাতকতার মধ্য দিয়ে চলতে পারেন না। যখন অত্যাচারিত হন শ্বাস-প্রশ্বাস নিন যে ভাবে বিশ্বাসঘাতক শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারে না। শ্বাস নিন ছন্দায়িত ভাবে, নিস্তব্ধে, শান্ত ভাবে- খুব গভীরভাবে গোড়ালী পর্যন্ত অক্সিজেনযুক্ত করলে সমস্ত শরীরকে একটা বাঁধার সৃষ্টি করে যা আপনার প্রক্রিয়াকে স্থিতিশীল অবস্থায় আনে এবং ভারসাম্য রক্ষার আচরণ দেয়।

একটা বিষয় যা গুপ্ত মণ্ডলীর কার্যকারী নিশ্চয় জানবে, কেবলমাত্র মাথায় না, কিন্তু তার নখদর্পনে (আঙ্গুলের ডগায়) যে সে জানবে যে সে খ্রীষ্টের দেহের অংশ। তাঁর একটা শরীর আছে যা প্রায় ২০০০ বৎসর ধরে চাবুক মারা হয়েছে। তাঁকে সব সময় চাবুক মারা হয়েছে-

কেবলমাত্র গল্‌গাথায় না, কিন্তু রোমীয় শাসনকালে এবং অনেক অত্যাচারীর দ্বারা। নাৎসীদের দ্বারা চাবুক মারা হয়েছে এবং রাশিয়া দেশে ৭০ বৎসর ধরে চাবুক মারা হয়েছে।

যখন খ্রীষ্টিয়ান হয়েছি আমি সচেতন ভাবে চাবুক মারা একটা শরীরের অংশ হয়েছি; একটা উপহাসের শরীর; একটা শরীর যার উপর থুথু ফেলা হয়েছিল; যাকে কাঁটার মুকুট পড়ান হয়েছিল, হাতে ও পায়ে পেরেক মারা হয়েছিল। এটা আমি গ্রহণ করেছি, এটা আমার ভবিষৎ ভাগ্যের সম্ভাবনা ভেবে (আমার ও ভবিষতে এ রকম হতে পারে) আমি কেবলমাত্র যীশু খ্রীষ্ট ২০০০ বৎসর পূর্বে ক্রুশারোপিত হয়েছিলেন, এটা কখনও চিন্তা করব না। তাঁর আধ্যত্মিক শক্তিসম্পন্ন (মরমী) শরীরে দুঃখভোগ আমার কাছে নিশ্চয় বাস্তব হয়েছে।

ভালবাসা সর্বোচ্চ (সর্ব প্রধান)

বাইবেল আমাদের কিছু কথা (বাক্য) শিক্ষা দেয় যা গ্রহণ করা খুব শক্ত, "যে কেহ পিতা কি মাতাকে আমা হইতে অধিক ভালবাসে, সে আমার যোগ্য না; এবং যে কেহ পুত্র কি কন্যাকে আমা হইতে অধিক ভালবাসে, সে আমার যোগ্য নয়" (মথি ১০ঃ ৩৭ পদ)। এই কথাগুলির একটা স্বাধীন দেশে প্রায় কোন মূল্য নাই। আপনি হয়ত 'The Voice of Martyrs' এ রচনা (সাহিত্য) থেকে জানেন যে হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে, যাদের বাবা মা পূর্বের সোভিয়েত ইউনিয়নে ছিল, তাদের থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কারণ তাদের খ্রীষ্ট সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। আপনি নিশ্চয় আপনার পরিবার থেকে খ্রীষ্টকে বেশী ভালবাসবেন। সেখানে আপনাকে একটা কোর্টে আনা হবে এবং জজ আপনাকে বলবে, যদি আপনি খ্রীষ্টকে অস্বীকার করেন, আপনি আপনার ছেলে-মেয়েদের রাখতে পারবেন। যদি তা না হয়, তবে এটাই তাদের সঙ্গে শেষ দেখা। আপনার অন্তর ভেঙ্গে যেতে পারে, কিন্তু আপনার উত্তর হওয়া উচিত, "আমি ঈশ্বরকে ভালবাসি"।

নাদিয়া স্লোবোডা তার ঘর ছেড়েছিল কারণ তার ৪ বৎসর জেল হয়েছিল। তার ছেলে-মেয়েদের তার কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, কিন্তু সে গান করতে করতে ঘর ছেড়ে গিয়েছিল। যখন তিনি সবকিছু ছেড়ে যাচ্ছিলেন, পুলিশের একটা ট্রাক তার ছেলে-মেয়েদের নিয়ে যাবার জন্য অপেক্ষা করছিল- তারা (ছেলে-মেয়েরা) তাদের গান করা মাকে বলে, "আমাদের সম্বন্ধে চিন্তা কর না। আমাদের যেখানেই রাখুক না কেন, আমরা আমাদের বিশ্বাস পরিত্যাগ করব না।" তারা করেনি। যখন যীশু ক্রুশে ছিলেন, তিনি কেবলমাত্র শারীরিকভাবে দুঃখ ভোগ করেননি, তাঁর সম্মুখে তাঁর মা ছিলেন, দুঃখ ভোগ করছিলেন। তার মা ছেলের দুঃখভোগ দেখছেন। তারা পরস্পরকে ভালবাসত, কিন্তু ঈশ্বরের মহিমা বিপদগ্রস্ত এবং এখানে কোন মানুষের অনুভূতি দ্বিতীয় বিষয়। কেবলমাত্র একবার যখন এরূপ আচরণ গ্রহণ করি, তবে গুপ্ত কাজের জন্য আমরা সবকিছু করার জন্য প্রস্তুত করব।

কেবলমাত্র খ্রীষ্ট, বড় দুঃখ ভোগকারী, ব্যথার পাত্র, নিশ্চয় আমাদের মধ্যে বাস করবেন। কমিউনিষ্ট দেশে এমন ঘটনা (উদাহরণ) আছে যখন কমিউনিষ্টগণ অত্যাচার করে, তাদের বরাবরের মুগুড় ছুড়ে ফেলে দিয়ে, যা দিয়ে তারা খ্রীষ্টিয়ানকে মারে এবং জিজ্ঞাসা করে, তোমার মাথার চারিদিকে গোল উজ্জ্বল আলো কি? এটা কেমন যে তোমার মুখ উজ্জ্বল দেখাচ্ছে? আমি তোমাকে আর মারতে পারছিনা। "বাইবেলে স্টিফেন সম্বন্ধে এটা বলা হয়েছে, তার মুখ উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল"। আমরা কমিউনিষ্ট অত্যাচারের ঘটনা জানি যে কয়েদীদের বলত, "জোরে চিৎকার কর, জোরে কাঁদ, যেন আমি তোমাকে মারছি যাতে আমার কমরেড মনে করবে আমি তোমার উপর অত্যাচার করছি। কিন্তু আমি তোমাকে মারতে পারছি না"। এইভাবে তুমি চিৎকার করবে কিন্তু তোমার কিছুই ঘটেনি।

কিন্তু আবার অন্য ঘটনাও আছে যখন কয়েদীরা সত্যিকারে অত্যাচারিত হতো এবং সময় সময় মারা যেত। তোমাকে পছন্দ করতে হবে, তুমি খ্রীষ্টের সঙ্গে অথবা খ্রীষ্টের জন্য মারা যাচ্ছ অথবা একজন বিশ্বাসঘাতক হচ্ছ। ক্রমাগত বেঁচে থাকার মূল্য কি যখন তুমি আয়নাতে মুখ দেখে লজ্জা পাবে, এটা জেনে যে আয়না তোমাকে একটা বিশ্বাসঘাতকের মুখ দেখাচ্ছে।

এইভাবে চিন্তা করা, একজন গুপ্ত কার্যকারীর বিশেষ করে গুপ্ত পালকের প্রথম প্রয়োজন (অপরিহার্য)- এবং এমন কি বেশী গুরুত্বপূর্ণ একজন গুপ্ত পালকের স্ত্রী। তিনি এক অসাধারণ ভুমিকা পালন করেন। তিনি তাকে (পালককে) শক্তিশালী করবেন; সমস্ত কাজ করার জন্য তিনি তাকে শক্তি যোগাবেন। যদি তিনি (স্ত্রী) তাকে (পালককে) সিনেমা দেখার জন্য এবং জীবনের আকস্মিক (ধারা বাহিক, নৈমিত্তিক) আনন্দের জন্য বলেন তবে তিনি (পালক) একজন গুপ্ত যোদ্ধা হতে পারবেন না। তাকে (স্ত্রী), তার (পালক) কাজ করতে এবং যুদ্ধ করতে এবং নিজেকে উৎসর্গ করতে ঠেলে দিতে হবে।

চুপ (নিস্তব্ধ) থাকতে শিক্ষা করা

গুপ্ত মণ্ডলীতে আমাদের আরও একটি বিষয় শিক্ষা করতে হবে- চুপ থাকা। পালকগণ, তাদের পেশার জন্য কথাপ্রিয় (বাঁচাল) ব্যক্তি, যারা কথা বলে। একজন পাষ্টর সব সময় কথা বলার জন্য না। কেউ ভালভাবে প্রচার করতে পারে না, যদি না সে ভালভাবে শুনে। যখন আমি পশ্চাতে তাকাই আমার আত্মাকে জয় করার বিষয়ে, আমি বেশী আত্মা-জয় করেছি তাদের কথা শুনে, আমার কথা বলার চেয়ে। মানুষের হৃদয়ে অনেক ভারাক্রান্ত এবং কেউ নাই ধৈর্যধরে তাদের কথা শুনার জন্য। এমনকি আপনার স্বামীর ধৈর্য নাই অথবা আপনার স্ত্রী অথবা আপনার ছেলে-মেয়ের। পরের জন (ছেলে-মেয়ে) অল্প বয়সের এবং কোথাও যেতে চায়। কেউ আপনাকে শুনতে চায় না। যদি একজন

কেউ, কাউকে পায় যে শুনে, তাকে বেশী কথা ছাড়া জয় করা যায়। গুপ্ত মণ্ডলীতে, নিস্তব্ধতা, প্রথম নিয়ম। প্রত্যেক অনর্থক (অযথা) কথা যা আপনি বলেন, তা কাউকে জেলখানায় পাঠাতে পারে। আমার এক বন্ধু, একজন বড় খ্রীষ্ট গানের রচয়িতা জেলে গিয়েছিল কারণ খ্রীষ্টিয়ানদের বলার অভ্যাস, সে ভাই, "কত সুন্দর এই গান রচনা করেছ ....."। তারা তার প্রশংসা করেছিল এবং এজন্য তার ১৫ বৎসর জেল হয়েছিল। গান করুন কিন্তু কে এটি লিখেছে তার নাম উচ্চারণ করেন না।

সেই মুহূর্তে আপনি চুপ করে থাকতে পারেন না যখন দেশ জয় করা হয়। আপনাকে চুপ করে থাকা শিখতে হবে, আপনার কথোপকথনের মুহূর্ত থেকে। একজন খ্রীষ্টিয়ান কম কথা বলে এবং অনেক ওজন নিয়ে। তিনি চিন্তা করেন, যদি তিনি একটা কথা বলেন, এটি ক্ষতি করবে কি না। গুপ্ত মণ্ডলীতে অনর্থক (অযথা) কথা ক্ষতি করতে পারে। সোলজহোনটসিন, নোবেল প্রাইজ বিজয়ী, এক সাক্ষাৎকারে বলেছিল, সেইজন, যে তার সবচেয়ে বড় নিপীড়ক, একজন যে তাকে জনসমক্ষে অভিযোগ করেছিল, সে তার পূর্বের স্ত্রী। উপদেশক পুস্তকে লেখা আছে, তোমার অন্তরের গোপনীয়তা, এমন কি তোমার স্ত্রীকেও বলবে না। এটি ঈশ্বরের বাক্য। ঈশ্বর জানতেন যে, আমাদের গোপন মণ্ডলী হবে এবং জানতেন কোন মুহূর্তে একজন স্ত্রী তোমার উপরে কোন প্রশ্নের জন্য রাগ করতে পারে। সোলজহেনিটিসিনের সেক্রেটারীকে কমিউনিষ্টরা চাপ দিয়েছিল এবং সে (সেক্রেটারী) সোলজহেনিটসিন এর স্ত্রী দ্বারা প্রকাশ্যে অভিযুক্ত হয়েছিল এবং সে ফাঁসিতে লটকে নিজেকে শেষ করেছিল (আত্মহত্যা করেছিল)। যদি সোলজহেনিটসিন চুপ থাকতেন তবে এটি ঘটত না।

আরও একটি বিষয় যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে, আমি অনেক বৎসর একাকী কারারুদ্ধ ছিলাম। আমি তিন

বৎসর ৩০ ফুট মাটির নিচে ছিলাম। আমি কখনও একটা কথাও শুনিনি। আমি কখনও একটা কথাও বলিনি। সেখানে কোন বই ছিলনা। বাইরের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ (বন্ধ) হয়েছিল। গার্ডদের জুতায় ফেল্টের সোল ছিল; তুমি তাদের আসার শব্দ শুনবে না। তখন, সময়ের প্রেক্ষিতে ভিতরের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়েছিল। আমাদের টেনে হেঁচড়ে নেওয়া হতো। আমাদের মারা হতো। আমার সব ধর্মীয় তত্ত্ব আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আমি সমস্ত বাইবেল ভুলে গিয়েছিলাম। একদিন আমি লক্ষ্য করলাম, আমি "প্রভুর প্রার্থনা" ভুলে গিয়েছি। আমি এটা আর বলতে পারতাম না। আমি জানতাম এটা, "আমাদের পিতা" বলে আরম্ভ হয়েছে কিন্তু তার পরে কি জানতাম না। আমি নিজেকে আনন্দিত রাখতাম এবং শুধু বলতাম, "আমাদের পিতা"। "আমি প্রভুর প্রার্থনাটি ভুলে গিয়েছিলাম, কিন্তু নিশ্চয় এটা তোমার মুখস্থ। এটা তুমি দিনের মধ্যে হাজার হাজার বার শুন, সুতরাং তুমি একজন স্বর্গদূতকে নিয়োগ কর, এটি আমাকে বলতে, এবং আমি চুপ থাকব।"

কিছু সময়ের জন্য আমার প্রার্থনা ছিল, "যীশু আমি তোমাকে ভালবাসি"। এবং অল্প সময়ের পর আবার, "যীশু তোমাকে ভালবাসি, যীশু তোমাকে ভালবাসি"। এমনকি এটা বলতেও আমার খুব অসুবিধা হয়েছিল কারণ আমাদের নেশাগ্রস্ত করা হয়েছিল যেন আমাদের মন (স্মরণ শক্তি) ধ্বংস হয়ে যায়। আমরা খুব ক্ষুধার্ত ছিলাম। আমাদের সারা সপ্তাহে এক স্লাইস রুটি দেওয়া হতো; সেখানে মার (প্রহার) ছিল, অত্যাচার ছিল এবং আলোর অভাব এবং অন্যান্য জিনিসের অভাব ছিল। মনোযোগ দেওয়া আমার জন্য অসম্ভব ছিল এমনকি এটা বলতে, "যীশু, আমি তোমাকে ভালবাসি"। আমি এটা পরিত্যাগ করেছিলাম কারণ আমি জেনেছিলাম এটার প্রয়োজন আছে। আমি জানি, সবচেয়ে উচ্চ প্রার্থনার ধরণ, একটা শান্ত (ভাবে) একটি অন্তরকে আঘাত করা, (যে তাঁকে ভালবাসে) যীশু শুধুমাত্র শুনেন, "টিক-এ-টক, টিক-এ-টক," এবং তিনি জানবেন, যে প্রত্যেক হৃৎ স্পন্দন তার জন্য।

যখন আমি নির্জন অন্তরীন (বন্দী-দশা) থেকে বের হয়ে আসলাম এবং অন্যান্য কয়েদীদের সঙ্গে আসলাম এবং তাদের কথা শুনলাম, আমি আশ্চর্য হয়েছিলাম, কেন তারা কথা বলেছিল।

আমাদের এত কথা নিষ্ফল। আজকে মানুষ পরস্পর পরিচিত হয় এবং একজন বলে, "আপনি কেমন আছেন" অন্যজন উত্তর দিবেন, আপনি কেমন আছেন"? এর কি প্রয়োজন আছে? তারপর একজন বলবে, "আপনি কি মনে করেন না যে আবহাওয়া চমৎকার"? অন্যজন চিন্তা করবে এবং বলবে, "হ্যাঁ, আমি মনে করি এটা চমৎকার"। কেন আমাদের আবহাওয়ার কথা বলতে হবে- আবহাওয়া চমৎকার? আমরা একান্তভাবে যীশুর বাক্য নিই না, যিনি বলেন মানুষ তার খারাপ কথার দ্বারা বিচারিত হবেনা, কিন্তু প্রত্যেক অনর্থক (অযাচিত) কথার দ্বারা। এটা বাইবেলে লেখা আছে। অযথা (অনর্থক) কথাবার্তা কোন কোন দেশে মানে আপনার ভাইয়ের জেল এবং মৃত্যু।

আপনার ভাইয়ের সম্বন্ধে প্রশংসা বাক্য, যদি এর প্রয়োজন না থাকে, মানে আকস্মিক বিপদ (বিপত্তি)। উদাহরণস্বরূপ, কেউ আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসল এবং আপনি বলেন, "ও! আমি দুঃখিত যে আপনি পূর্বে এখানে ছিলেন না, ব্রাঃ ডাব্লু, এই মাত্র চলে গেলেন"। সাক্ষাৎকারী হয়ত গোপন পুলিশের একজন সংবাদ পাচারকারী। এখন সে জানবে যে ব্রাঃ ডব্লু এখন শহরে আছেন! আপনার মুখ বন্ধ রাখুন। এখন এটা করতে শিখুন।

অনুমতি যোগ্য (ঠকাবার) কৌশল

কৌশল ব্যবহার না করে আপনি গোপন কাজ করতে পারেন না। আমি একটা ঘটনা জানি যা রাশিয়াতে হয়েছিল। কমিউনিষ্টরা সন্দেহ করেছিল যে খ্রীষ্টিয়ানেরা কোন ঘরে মিলিত হচ্ছে এবং তারা একটা রাস্তা জরিপ করেছিল। তারা জানত যে সভা নিশ্চয় সেখানে কোন

জায়গায় হয়। তারা দেখেছিল একজন ছেলে সেই ঘরের দিকে যাচ্ছে, যেখানে তারা মনে করেছিল মিটিংটি হয়। পুলিশ বালকটিকে থামিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, "তুমি কোথায় যাচ্ছ"? দুঃখিত মনে সে বলেছিল, "আমার সবচেয়ে বড়ভাই মারা গিয়েছে, আমাদের পরিবারের সকলে মিলিত হয়েছি তার উইল পড়ার জন্য"। পুলিশ অফিসার এত প্রভাবিত হয়েছিল যে বালকটির গা চাপরে বলেছিল, "যাও"। বালকটি মিথ্যা বলেনি।

একজন ভাইকে পুলিশের কাছে নেওয়া হয়েছিল এবং তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "তুমি কি এখনও সভায় জড়ো হও?" সে উত্তর দিয়েছিল, "কমরেড ক্যাপ্টেন, প্রার্থনা সভা এখন নিষিদ্ধ হয়েছে"। এতে ক্যাপ্টেন উত্তর দিয়েছিল, "এটা ভাল যে তুমি এটা মেনে চলছো", ঠিক আছে, যাও। ভাইটি বলেনি সে মেনে চলছিল। সে বলে নি সে সভায় যাচ্ছিল না।

ভয়েস অব মারটারের একজন দূত (প্রতিনিধি) একটি কমিউনিষ্ট দেশে গিয়েছিল। তাকে সীমান্তে থামান হয়েছিল এবং জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, "তোমার সঙ্গে কোন্ কোন্ বই আছে"? সে বলেছিল, "তার সঙ্গে সেক্সপীয়ারের কথা আছে, যিহোবার কথা আছে"। পুলিশ অফিসার দেখতে চায় নি, সে অজ্ঞ। যিহোবার হয় বড় কোন বৃটিশ কবি এবং সে যদি বলে যে যিহোবার কথা শুনেনি সেটা হবে লজ্জার বিষয়। সে বলেছিল, "ঠিক আছে যাও"। এই সব অনুমতি যোগ্য (ঠকাবার) কৌশল।

স্বর্গদূতের অস্তিত্ব আছে, যেমন রূপকথার গল্পে ছেলে-মেয়েদের বলা হয়, আমার তাতে প্রয়োজন নাই। স্বর্গদূতেরা বাস্তব সত্য; আমাদের প্রত্যেকের একজন অভিভাবক স্বর্গদূত আছে। যখন খ্রীষ্টিয়ানেরা জড়ো হয়- সেখানে শয়তানও আমাদের স্বর্গদূতের ও পবিত্র

আত্মায় বিশ্বাস করতে হয়। আমরা একজন অত্যাচারী নাস্তিককে সত্য বলার জন্য বাধিত নই। আমরা কি করছি তা তাকে বলতে বাধ্য নই।

তার দিক থেকে আমাকে প্রশ্ন করা ভাল দেখায় না, এটা ধৃষ্টতা (অবিনয়ী)।

আমি যদি সাধারণভাবে আপনাকে এই প্রশ্ন করি, "আপনার ব্যাংকে কত টাকা আছে"? অথবা "আপনি মাসে কত উপার্জ্জন করেন"? এটা কি বেয়াদবী হবে না? এই সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা উচিত না। আপনি একটা মেয়েকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন না, "তোমার কি একজন ছেলে বন্ধু আছে অথবা নাই? তুমি কি ইতিমধ্যে কাউকে ভালবাস?" সে আপনাকে এই রকম বলতে ইচ্ছুক হবে না। সুতরাং আমি যদি তার কাছে এটি বলতে রাজী না থাকি, একজন মানুষ আমার ধর্মীয় কার্যকলাপ সম্বন্ধে চাপ সৃষ্টি করতে পারে না। এটি আমার নিজস্ব ব্যাপার। নাস্তিক দেশে এই রকম প্রশ্ন করার কোন এক্তিয়ার নাই, এবং আমরা তাদের প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য নই।

জেরা করার সময় তারা আপনাকে সব প্রকার প্রশ্ন করে। কমিউনিষ্টরা আমাকে বলেছিল, "তুমি একজন খ্রীষ্টিয়ান এবং তুমি একজন পালক। তোমার সত্য বলা উচিত। এখন বল, গোপন মণ্ডলীর নেতা কে? তোমরা কোথায় সমবেত (জড়ো) হও? বিভিন্ন শহরের কে কে নেতা?" আমি যদি সত্য প্রকাশ করি, অসংখ্য লোক গ্রেফতার হবে, এবং তাদের পালায়, সত্য ঘোষনা করবে, ইত্যাদি। এটি নিশ্চয় প্রতিরোধ করতে হবে। প্রতিরোধ করার ফল যদি মার (প্রহার) ও অত্যাচার হয়, সেসব আপনার উপর নিতে হবে, যদি আপনাকে তার জন্য মরতেও হয়।

আমি একজন পালককে জানি যার আজকে ব্যথা আছে (রাগবী-ফুটবল খেলার জন্য) সেটা এত বেশী যা আমাকে মারার সময় হয়েছিল। তার পায়ে কিছু হয়েছিল এবং এটা তাকে তীব্র যন্ত্রণা দিত। রাগবী খেলার জন্য আমার নিজের উপর আমি ব্যথা নিতে পারি, এবং যখন ব্যথা চলে যায়, আবার রাগবী খেলব, এটা জেনে যে অন্য একটা দূর্ঘটনা ঘটতে পারে। সুতরাং রাগবীর জন্য আমরা শারিরীক ব্যথা আমাদের উপর গ্রহণ করি (নিই), যেটা খেলা না, একটা আনন্দ এবং শরীরের জন্য স্বাস্থ্যকর। সুতরাং ঠিক সেইভাবে আপনি আপনার শরীরে অত্যাচারের শারিরীক ব্যথা নেন, আপনার ভাইদের গ্রেফতারের থেকে রক্ষা করতে। সবচেয়ে খারাপ কিছু ঘটতে পারে যদি আপনি অত্যাচারের ফলে মারা যান। কিন্তু পৃথিবীতে মরা সবচেযে স্বাভাবিক বিষয়।

একজন ভিখারী একজন ধনী লোকের বাড়ীর সামনে থেমে জিজ্ঞাসা করেছিল, "আমি কি এখানে এক রাত ঘুমাতে পারব? আমার ঘুমাবার কোন জায়গা নাই"। ধনী লোকটি বলেছিল, "ভিখারী এখান থেকে চলে যাও। এটা হোটেল না।" গবীর লোকটি বলল, "আমি ক্ষমা চাইছি; আমি আরও এগিয়ে যাব"। তারপর সে বলল, "আপনি কি দয়া করে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিবেন? এই বাড়ীর দিকে তাকায়। এটা খুব সুন্দর। কে এই বাড়ী বানিয়েছে"। এতে ধনী লোকটি চাটুবাদে গর্বিত হয়ে বললেন, "আমার ঠাকুরদাদা এই বাড়ীটি বানিয়েছিলেন"। এবং আপনার ঠাকুরদাদা এখন কোথায়? "তিনি অনেক আগে মারা গিয়েছেন"। "আপনার ঠাকুরদাদার পরে কে এই বাড়ীতে বাস করেছে"? "আমার বাবা"। "এখনও কি তিনি জীবিত আছে"? "না সেও মারা গিয়েছে"। এখন কে এই ঘরে বাস করেছে? "আমি" "এবং আপনিও মারা যাবেন"? "হ্যাঁ" এবং আপনি মরার পর কে এই ঘরে বাস করবে? ভাল, "আমি আশা করি আমার ছেলেরা"। তখন ভিখারী বলল, তাহলে আমার প্রতি কেন চিৎকার করছ? তুমি

বলেছ, এটা হোটেল না। এটা হোটেলের কামরা। তুমি তোমার জিনিস পত্র গোছাও, অন্য কেউ আসবে।" তোমার মরণশীলতা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান; সাধারণভাবে এটা তোমার জীবনে গ্রহণ কর। যদি ঈশ্বর ইচ্ছা করেন আমি আজকে মারা যাব (মরব) তার অত্যাচারের প্রয়োজন হবে না। অত্যাচার ছাড়া আমি "হার্ট এটাক"এ মরতে পারি, এমন কি অত্যাচার, আমার মৃত্যুকে এক দিনের জন্য কমাতে পারে না। সবচেয়ে ভাল জাকজমকপূর্ণ "রেষ্টুরেন্ট" আমার জীবনকে এক দিনের জন্য বাড়াতে পারে না। ঈশ্বর যখন আমাকে ডাকবেন আমি মারা যাব।

বিশ্বাসঘাতক (প্রতারক) ঝগড়া

গোপন মণ্ডলীতে অতি ক্ষুদ্র ঝগড়াও গ্রহণযোগ্য (অনুমতি যোগ্য) না। গোপন মণ্ডলীর প্রতিটি ঝগড়ার (কলহের) মানে গ্রেফতার, প্রহার এবং মৃত্যু। আমাদের বিপক্ষ নজর রাখে এবং শুনে। তাদের তথ্য সরবরাহকারী গোপন মণ্ডলীর মধ্যে আছে। যখন কোন ঝগড়া (কলহ) হয়, পরস্পর বিরোধী দোষারোপ করা হয়। একজন অন্যজনকে বলে, "যখন আপনি ব্রাঃ স্মিথের সঙ্গে ছিলেন, আপনি এরকম করেছেন, ইত্যাদি। সুতরাং পুলিশ স্মিথকে পায় (ধরে)।

ঝগড়া সব সময় নাম ও বাস্তব ঘটনা প্রকাশ করে (আনে)। এজন্য বাইবেলে এই কথা লেখা আছে, "প্রভুর দাসের ঝগড়া করা উপযুক্ত নয়, কিন্তু সকলের প্রতি সহনশীল হওয়া"। (২য় তীমথিয় ২ঃ২৪ পদ) আমি রুমানিয়ার একটি শহরের কথা জানি যেখানে, দুইটি মণ্ডলীর লোকদের মধ্যে তীব্র বিরোধ ছিল। একদল ব্যাপ্টিষ্ট, এবং অন্য দল এক্সক্লুসিভ বিদ্রেন। এটা এত তীব্র বিরোধ ছিল যে এর ফলে দুই দলের নেতাদের গ্রেফতার করা হয়েছিল।

আজকে হতে সাধু হতে শুরু করা অনেক ভাল। এটা খুবই দেরী হয়ে যাবে পবিত্র হওয়া আরম্ভ করা যখন আপনি স্বর্গে যাবেন! আপনি

জানবেন না কিভাবে এটা আরম্ভ করবেন। আপনাকে এখন আরম্ভ করতে হবে। তারপর যদি এটা মালিকানা বদল করতে হয় (অধিগ্রহণ করতে হয়)- এটা ভাল ঝগড়া না করা, সব চেয়ে ভাল ঝগড়া না করা।

এটা খুব দুঃখের বিষয়, প্রতিষ্ঠানগুলির, যারা খুব বিপজ্জনক অবস্থায় কাজ করে, তাদের মধ্যে ঝগড়া আছে। যতটা সম্ভব এটা এড়িয়ে চলতে হবে। এমনকি একটা পারিবারিক ঝগড়া মৃত্যুর কারণ হয়। এটা হয়েছিল একই জেলখানার "সেলে" একটা মানুষের ক্ষেত্রে যার মেয়ে বান্ধবী (বন্ধু) ছিল। যুব অবস্থায় যা সচরাচর ঘটে, সে অন্য একটা মেয়েকে দেখেছিল যাকে সে প্রথম মেয়ের চেয়ে বেশী পছন্দ করেছিল। কিন্তু সেই মেয়েকে সে ভিন্ন গোপন কথা বলেছিল, এবং মেয়েটি গোপন পুলিশকে জানিয়েছিল। তার (ছেলেটির) যাবজ্জীবন জেল হয়েছিল। জেলের মধ্যে সে পাগল হয়েছিল।

গোপনভাবে কাজ করার জন্য প্রস্তুত হওয়া মূলতঃ, সাধারণ খ্রীষ্টিয়ানের মত তৈরী হওয়ার মত, কেবল এটা আরও গভীর এবং এটা আরও বেশী বাস্তব- জীবনের অংশ। আমি বিভিন্ন দেশের সম্বন্ধে জানি যেখানে অনেক মণ্ডলী ধ্বংস হয়েছে, মণ্ডলীতে দুজন পালকের বা দুজন প্রাচীনের (এলডার) ঝগড়ার ফলে। এটা সব জায়গায় ঘটে, কিন্তু একটি নির্যাতিত দেশে, এর মানে কারাবন্দী এবং সম্ভবতঃ মৃত্যু।

মগজ ধোলাই (ক্রমাগত চাপের মুখে পরিবর্তন) প্রতিরোধ করা

শুধুমাত্র শারীরিক অত্যাচার না, এক বড় উপায় মগজ ধোলাই। আমাদের জানতে হবে কিভাবে মগজ ধোলাই প্রতিরোধ করা যায়। মগজ ধোলাই মুক্ত পৃথিবীতে আছে। প্রেস, রেডিও এবং টেলিভিশন আমাদের মগজ ধোলাই করে। পৃথিবীতে কোকা-কোলা পান করার কোন প্রবৃত্তি নাই। তুমি এটা পান কর, কারণ তোমার মগজ ধোলাই

হয়েছে। সাধারণ জল নিশ্চয় কোকা-কোলার থেকে ভাল। কিন্তু কেউ বিজ্ঞাপন দেয় না- "জল পান কর, জল পান কর"। যদি জলের বিজ্ঞাপন দেওয়া হতো, আমরা জল পান করতাম।

কেউ কেউ চরমভাবে মগজ ধোলাই এর প্রযুক্তি (কৌশল) অবলম্বন (প্রয়োগ) করে। উপায়ের (প্রতিক্রিয়ার) হেরফের (পরিবর্তন) হয়। কিন্তু আমাদের রুমানিয়ার জেলখানায় মগজ ধোলাই মূলত এই ভাবে হয়ঃ আমাদের ১৭ ঘন্টা একভাবে বসে থাকতে হবে যাতে ঝুকে পড়ার কোন (বাঁকা হওয়ার) সম্ভবনা নাই। এবং আমার চোখ বন্ধ করার অনুমতি দেওয়া হয় নি (হয় না)। দিনে ১৭ ঘন্টা আমাদের শুনতে হত কম্যুনিজম ভাল, কম্যুনিজম ভাল, কম্যুনিজম ভাল .....; খ্রীষ্ট ধর্ম মৃত, খ্রীষ্ট ধর্ম মৃত, খ্রীষ্ট ধর্ম মৃত .....; পরিত্যাগ কর, পরিত্যাগ কর ....., এক মিনিট পর তোমার বিরক্ত ধরবে কিন্তু সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস এমনকি বৎসরের পর বৎসর কোন প্রকার না থেমে সমস্ত ১৭ ঘন্টা ধরে শুনতে হবে। আমি আপনাকে লিখিতভাবে বলতে পারি, এটা সহজ না। এটি একটি খুবই খারাপ অত্যাচার, শারিরীক অত্যাচারের চেয়ে অনেক খারাপ। কিন্তু খ্রীষ্ট পূর্বে সব দেখেছেন কারণ তাঁর কাছে কোন সময় সময় না। ভবিষ্যৎ, অতীত এবং বর্তমান সব একটি এবং এক। তিনি সব কিছু শুরু থেকে জানেন। কমিউনিষ্ট মগজ ধোলাই আবিস্কার করেছে অনেক দেরীতে। খ্রীষ্ট ইতিমধ্যে মগজ ধোলাই এর উল্টা- অন্তঃকরণ ধোওয়া আবিষ্কার করেছেন। তিনি বলেছেন, "ধন্য যাহারা নির্ম্মলান্তঃকরণ, কারণ তাহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবে" (মথি ৫ঃ৮ পদ)।।

ষ্টিফেন, খ্রীষ্টের জন্য প্রথম সাক্ষ্যমর, তার চারিদিকে শত শত জন, তাদের হাতে বড় বড় পাথর তার দিকে ছুড়ার জন্য। তিনি বললেন, "আমি দেখছি ....." এবং ষ্টিফেনের স্ত্রী হয়ত' মনে করেছিল সম্ভবতঃ সে (ষ্টিফেন) দেখেছে সে বিপদের মধ্যে আছে এবং পালিয়ে

যাবে। কিন্তু সে বলেছিল, "আমি দেখছি যীশু ঈশ্বরের ডান দিকে দাঁড়িয়ে আছেন"। সম্ভবতঃ তার স্ত্রী বলেছিল (এটা লেখা হয়নি), "তুমি কি দেখতে পারছ' না উশৃঙ্খল জনতা তোমার চর্তুদিকে এবং তারা তোমার প্রতি পাথর ছুড়তে উদ্যত হয়েছে"? "ও হ্যাঁ আমি ওগুলি ছোট ছোট পিপঁড়া নীচে দেখেছি, সেগুলি উল্লেখযোগ্য না। আমি যীশুর দিকে দৃষ্টিপাত করি।" ষ্টিফেন তাদের দিকে দেখছেন না যারা তাকে মেরে ফেলতে ইচ্ছা করছে। ধন্য যারা নির্ম্মলান্তকরণঃ আমি দুই বৎসর ধরে মগজের ধোলাই এর মধ্যে দিয়ে গিয়েছি। কমিউনিষ্টরা বলবে যে আমার মস্তিষ্ক (মগজ) এখনও নোংরা। একই ধরণের ছন্দের মধ্যে বলছে, "খ্রীষ্ট ধর্ম মৃত"। আমি এবং অন্যেরা নিজেদের পুনরায় বলি, খ্রীষ্টও মারা গিয়েছেন"।

কিন্তু আমরা জানি তিনি মৃত থেকে আবার উঠেছেন। আমরা মনে করি আমরা সাধুদের সহভাগিতায় বাস করি। আমরা সাধারণতঃ বিশ্বাস করি সাধুগণ যারা মারা গিয়েছেন তারা আকাশের তারা মধ্যে কোথাও আছেন। বাইবেল বলে তারা কোথায় আছেন। যেহেতু আমরা একটা বড় সাক্ষ্য-মেঘ দ্বারা বেষ্টিত ..... (ইব্রীয় ১২ঃ১ পদ)। তারা কেন তারার মধ্যে বসে থাকবেন? তারা এখানে আছে যেখানে সত্যিকারের যোদ্ধা এবং দুঃখ ভোগকারীগণ আত্মার জগতে আছে, যেখানে কোন এখান এবং সেখান নাই। আত্মার জগতে মহাশূন্য ও সময়ের ধারণার অস্তিত্ব নাই। আমরা জেলখানায় বিচ্ছিন্ন ছিলাম কিন্তু তারা আমাদের চারিদিকে ছিল। আমরা সাধুদের উপস্থিতি সব সময়ের জন্য অনুভব করেছিলাম। আমি ব্যক্তিগতভাবে মগ্দিলিনী মরিয়েমের উপস্থিতি বিশেষভাবে অনুভব করেছিলাম। আমি মগজ ধোলাইয়ের সময়ে চিন্তা করেছিলাম তারা আমাকে কি বলছে, খ্রীষ্ট ধর্ম মৃত? মনে করেন তারা ঠিক, তাতে কি পার্থক্য হবে? মনে করেন আমি ছাড়া জগতে আর কোন খ্রীষ্টিয়ান নাই, তাতে কি পার্থক্য হবে? মগ্দিলীয়নী মরিয়ম যীশুকে ভালবাসতেন। যদি যীশু মারা যেতেন সে মৃত যীশুকে ভালবাসতেন।

সে মৃত যীশুর কবরের কাছে থাকত যিনি তার জন্য কিছু করতে পারতেন না। তিনি তার জন্য আঙ্গুল তুলতে পারতেন না। তিনি তার জন্য কোন আশ্চর্য কাজ করতে পারতেন না তিনি তার কাছে কোন সান্ত্বনার কথা বলতে পারতেন না। তিনি অশ্রু জল মুছিয়ে দিতে পারতেন না- কিছুই না। তিনি ত্রাণকর্তা ছিলেন। তাহলে কি হবে আপনি যদি বলেন তিনি মৃত? তিনি জীবিত থাকলে যতটা ভালবাসতাম, মৃত হলে ঠিক ততটা ভালবাসি। যদি সমস্ত মণ্ডলী মরে যায় অথবা হারিয়ে যায়- এটা আমার কোন ইচ্ছা না যে আমি বিশ্বাস হারাই।

আমাদের বিশ্বাসের নিশ্চয়তায় পৌঁছিতে হবে। আমি আপনাকে বলেছি হিব্রুভাষায় "সন্দেহ করা" শব্দ নাই। এই বাক্য সমষ্টি পুরাতন নিয়মে নাই। আমি কি আরেক শব্দ বলতে পারি যা হিব্রুতে নাই? ওর্য়াল্ড কাউন্সিল অব চার্চের নেতারা প্রায় আমাকে দোষারোপ করে। তাহারা আমার বিরুদ্ধে লিখেছে, "ওয়ার্মব্রাণ্ড লৌহযবনিকার অন্তরালের অবস্থাকে সাদা কালোয় রঞ্জিত করে"।

এটা তা নয়। ধূসর রং আছে। আমি উত্তর দিই আমি এটা গ্রহণ করতে পারি যদি তারা সমস্ত নতুন নিয়ম থেকে শব্দ "ধূসর" দেখাতে পারে। নতুন নিয়মে অনেক রং আছে- "ধূসর" একটা মিশ্রণ, নাই। একটি বস্তু (জিনিস) সত্য বা অসত্য; এটা ঠিক অথবা ভুল। এটা সাদা অথবা কাল। আপনারা পৃথিবীর সঙ্গে চলবেন অথবা খ্রীষ্টের সঙ্গে চলবেন। সুতরাং পুরাতন নিয়ম, হিব্রু শব্দ "সন্দেহ করা" নাই। বিশ্বাসের সমস্যায় আমাদের নিশ্চিত হতে হবে যেমন আমরা যোগের বা গুণের নামতা, নামতায় নিশ্চিন্ত হয়। দুই এবং দুই এ চার হয়। এটা সত্য। যদি আমার পরিবার জীবিত অথবা হত, যদি আমার যথেষ্ট থাকে অথবা আমি উপোস করি, যদি আমি মুক্ত থাকি বা জেলখানায় থাকি, যদি আমাকে মারা হয়, অথবা আদর করে, অঙ্কে সত্য কখনও পরিবর্তন

হয় না। দুইটা আদর করা আর দুইটা আদর করা, চারটা আদর করা। দুটি মারা ও দুটি মারা চারটা মারা হয়।

সত্যের নিশ্চয়তা এবং মগ্দিলনী মরিয়মের ভালবাসা। আপনাকে মগজ ধোলাই থেকে বাঁধা দিতে পারে। চুড়ান্তভাবে প্রতিরোধ করুন।

আমি একটি বীরের মত ভঙ্গী করতে চাই না। আমার খুঁত ও দুর্বলতা আছে। এই জন্য আমরা মণ্ডলীগতভাবে যেন দুর্বলতার সময় পরস্পর পরস্পরকে উৎসাহ দিতে পারি। এরূপ তীব্র চাপের মুখে, কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে আমার নিকটের কোন ভাইয়ের কানে কানে, চুপি চুপি বলি- যিনি একজন প্রেসব্রিটেরিয়ান পালক ও খুব ভাল খ্রীষ্টিয়ান- "ভাই আমি বিশ্বাস করি যে আমি বিশ্বাস হারিয়েছি। আমি মনে করি না আমি আর একজন বিশ্বাসী আছি।" তিনি হেসে (যা কখনও তার কাছ থেকে চাইনি, আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনি কি কখনও বিশ্বাসী ছিলেন? আমি বলেছিলাম নিশ্চয় আমি বিশ্বাস করেছি। তাহলে' বাইবেলের একটি পদ মনে করুন যখন কুমারী মরিয়ম এলিজাবেথের কাছে এসেছিলেন, এলিজাবেথ তাকে বলেছিলেন, "সেই ধন্য যে বিশ্বাস করেছিল এটি অতীত কাল। আপনি যদি অতীতে বিশ্বাস করে থাকেন, আপনি ধন্য (আর্শীবাদ প্রাপ্ত)। এই আর্শীবাদের মধ্যে থাকুন"। সেই সমস্ত অবস্থার মধ্যে এই শব্দগুলি আমার কাছে কি মানে আমি আপনাকে বলতে পারব না। আমি জানি না ধর্মতত্ত্বের কি রকম শব্দ হয় (বুঝায়) কিন্তু সেই সময় আমরা ধর্মতত্ত্বের উপর বাস করিনি। আমরা অতীতের স্মৃতির উপর বেঁচে থাকি। এই জন্য বাইবেল শিক্ষা দেয় আমরা প্রভুকে ধন্যবাদ করব এবং তাঁর অতীত আর্শীবাদের কথা ভুলব না। অতীতের আর্শীবাদ স্মরণ করেন, এমনকি যদি আপনি হৃদয়ের অন্ধকার রাতের মধ্য দিয়ে যান।

নির্জনতা (নিঃসঙ্গতা) পরাভূত (দমন) করা

গোপন মণ্ডলীর যোদ্ধাদের একটা বড় সমস্যা কি করে নিঃসঙ্গতা (নির্জনতা) পূর্ণকরা (দূর করা)। আমাদের প্রকৃত পক্ষে কোন বই নাই (ছিল না)। বাইবেল কেন, কোন বই, এমনকি একটুকরা কাগজ বা পেন্সিল- কিছুই না। আমরা কখনও কোন শব্দ শুনিনি এবং সত্যিকারে আমাদের মনোযোগ ভিন্নমুখী করার কোন কিছুই ছিল না। আমরা দেওয়ালের দিকে তাকাতাম- সেটাই সব ছিল। সাধারণঃ একটি মন এরূপ অবস্থায় পাগল হয়ে যায়। জেলখানার জীবনের সম্বন্ধে বড় বই পড়েন (Papillon) এবং অন্যান্য এই রকম বই যা ভবিষ্যতের গুপ্ত কার্যকারীদের জন্য পড়ার জন্য খুবই মূল্যবান। কেবল মাত্র জেলখানার আবহাওয়া ধরা (বুঝতে পারা), একটা মুক্ত মানুষ হিসাবে যতটা ধরতে পারে। আপনি দেখতে পাবেন পাগল হবার প্রভাব, বছরের পর বছর একাকী থাকার জন্য যখন মনকে ভিন্নমুখী করার কিছুই থাকে না। আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, আমি কিভাবে পাগল হওয়া এড়িয়েছিলাম; কিন্তু এটা আবার প্রস্তুত হতে হবে পূর্ব থেকে একা আধ্যাত্মিক অনুশীলনের জীবন থেকে। বাইবেল ছাড়া আপনি কতটা একাকী হতে পারেন (থাকতে পারেন)? রেডিও অথবা রেকর্ড প্লেয়ারের ইত্যাদির স্যুইচ অন না করে একাকী সহ্য করতে পারেন?

আমি এবং অন্যান্য অনেক জেলবন্দী, এইভাবে এটি করেছিলাম। আমরা কখনও রাতে ঘুমাতাম না। আমরা দিনে ঘুমাতাম। সমস্ত রাত আমরা জেগে থাকতাম। আপনি জানেন বাইবেলের গীতসংহিতা বলে, "দেখ, হে সদাপ্রভুর দাস সকল, তোমরা সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর, তোমরা, যাহারা রাত্রিকালে সদাপ্রভুর গৃহে দাঁড়াইয়া থাক" (গীতসংহিতা ১৩৪ঃ১ পদ)। রাত্রিবেলা একবার প্রার্থনা দিনের বেলায় দশবার প্রার্থনার সমান। সমস্ত বড় বড় পাপ এবং অপরাধ রাত্রিবেলা করা হয়। বড় ধরণের ডাকাতি, মাতলামি, আনন্দ উৎসব, ব্যভিচার-

এই জীবনের সব পাপ- একটা রাতের জীবন। দিনের বেলায় সকলকে কাজ করতে হয়- কারখানায়, কলেজে অথবা অন্য কোথাও।

মন্দ আত্মার শক্তি, রাতের শক্তি এবং এ জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এদের রাতেই বাঁধা দিতে হবে। প্রার্থনার জন্য রাত্রি জাগরণ খুবই গুরত্বপূর্ণ। মুক্ত পৃথিবীতে রাত জেগে প্রার্থনা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে অজানা। আমার দেশে, এমনকি কমিউনিষ্টরা অধিকারের আগে, আমাদের রাত জেগে প্রার্থনা করা হত। আমার ছেলে মিহাই, যখন তার বয়স তিন বৎসর, রাত জেগে প্রার্থনা করছিল। সমস্ত রাত্রি আমরা প্রার্থনায় কাটাতাম। ছোট ছেলেরা তিন বা চার বৎসর বয়স, যখন আমরা প্রার্থনা করতাম, তারাও অল্প সময় প্রার্থনা করত, তারপর তারা একে অন্যকে লাথি মারত। আমরা তাদের কিছু বকতাম, তারপর তারা আবার অল্পক্ষণ প্রার্থনা করত, তারপর তারা কোন টেবিলের নিচে ঘুমিয়ে পড়ত। এইভাবে তারা রাত্রি জেগে প্রার্থনার মধ্যে বেড়ে উঠত।

একাকী বন্দীদশার মধ্যে আমরা জাগতাম, যখন অন্য কয়েদীরা বিছানায় যেত। আমাদের সময়কে আমরা একটা প্রোগ্রাম দিয়ে পূর্ণ করতাম যেটা এত ভারী (বিশদ) ছিল যে, আমরা সেটা পূর্ণ (শেষ) করতে পারতাম না। আমরা একটা প্রার্থনা দিয়ে শুরু করতাম- একটা প্রার্থনা যার মধ্যদিয়ে আমরা সমস্ত জগত ভ্রমণ করতাম। আমরা প্রত্যেক দেশের জন্য প্রার্থনা করতাম যেখানকার শহরের ও মানুষের নাম জানতাম, এবং আমরা বড় প্রচারকদের জন্য প্রার্থনা করতাম। এটি এক ঘন্টা বা দুই ঘন্টা নিত, তারপরে আমরা ফিরে আসতাম। আমরা পাইলটদের জন্য এবং যারা সমুদ্রে আছে তাদের জন্য প্রার্থনা করতাম, এবং তাদের জন্য যারা জেলখানায় আছে। বাইবেল, একটা বড় আনন্দের কথা বলে, যা আমরা লাভ করতে পারি, এমনকি জেলখানার সেলে থাকার সময়ে, "যাহারা আনন্দ করে তাহাদের সঙ্গে আনন্দ কর" (রোমীয় ১২ঃ১৫ পদ)। আমি আনন্দ করি কারণ কোন জায়গায়

পরিবারগণ আছেন যারা তাদের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে জড়ো হয়ে একসঙ্গে বাইবেল পড়ছে, তামাশা করছে, এবং প্রত্যেকে পরস্পর আনন্দ করছে। কোথাও একটা ছেলে আছে যে একটা মেয়েকে ভালবাসে এবং তার সঙ্গে "ডেট" করছে; আমি তাদের সম্বন্ধে আনন্দ করতে পারতাম। সেখানে তাদের একটা প্রার্থনা সভা ছিল; এবং সেখানে কেউ ছিল, যে পড়াশুনা করছিল; এবং সেখানে কেউ ছিল যে ভাল খাবার খেতে খেতে আনন্দ করছিল, ইত্যাদি। আমরা তাদের সঙ্গে আনন্দ করতে পারতাম যারা আনন্দ করছে।

সমস্ত পৃথিবী ভ্রমন করার পর আমি মন থেকে বাইবেল পড়তাম। গোপন মণ্ডলীর কার্যকারী হিসাবে বাইবেল মুখস্থ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আমাদের অল্প বিস্তর হাসাবার জন্য, একদিন কি ঘটেছিল আমি আপনাকে বলব। এক সময় যখন আমি কয়েকটি তক্তার উপর শুয়েছিলাম যা আমার বিছানা ছিল। আমি মন থেকে পর্বতের উপর যীশুর শিক্ষা (লূক অনুসারে) পড়ছিলাম। আমি সেই অংশে এসেছিলাম, যেখানে এটা বলা হয়েছে, "যখন লোকে মনুষ্যপুত্রের নিমিত্ত, তোমাদিগকে দ্বেষ করে..... সেই দিন আনন্দ করিও ও নৃত্য করিও" (লূক ৬ঃ২২,২৩ পদ)। আমি মনে করেছিলাম, এটা এইভাবে লিখা আছে। আমি বলি, "আমি কিভাবে এই রকম অবহেলায় পাপ করতে পারি? খ্রীষ্ট বলেছেন আমাদের দুইটি বিভিন্ন কাজ করতে হবে। একটা আনন্দ করা, আমি করেছি। দ্বিতীয়তঃ, আনন্দে লাফান, আমি করিনি।" সুতরাং আমি লাফিয়েছিলাম। আমি আমার বিছানা থেকে নেমে এসেছিলাম এবং চারিদিকে লাফিয়েছি। জেলখানায়, একটা সেলের দরজায় একটা উকিমারার ফুটা থাকে যার মধ্যে দিয়ে ওর্য়াডেন সেলের মধ্যে দেখে। আমি যখন চারিদিকে লাফাচ্ছিলাম সে দেখেছিল। সুতরাং সে বিশ্বাস করেছিল, আমি পাগল হয়ে গিয়েছি। তাদের উপর হুকুম

আছে একজন পাগলের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করা যেন তাদের চিৎকার ও দেয়ালে বাড়ীমারা, জেলের শান্তি ভঙ্গ না হয়। গার্ড সঙ্গে সঙ্গে (ঘরে) ঢুকেছিল, আমাকে শান্ত করে বললেন, "তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে; তুমি দেখবে সব ঠিক হয়ে গিয়েছে। শান্ত থাক। আমি তোমার জন্য কিছু আনছি।" সে আমার জন্য একটি বড় রুটি এনেছিল। আমাদের ভাগে ছিল প্রতি সপ্তাহে এক স্লাইস রুটি। এখন আমার সম্পূর্ণ একটা রুটি ও সেই সঙ্গে পনির। রুটিটি ছিল সাদা। কেবল পনীর খাইনি; প্রথমে আমি এর সাদার প্রশংসা করেছিলাম; এটি দেখতে সুন্দর। সে আমার জন্য চিনিও এনেছিল। সে আবার কতগুলি ভাল কথা বলেছিল, দরজা বন্ধ করে চলে গিয়েছিল।

আমি বলেছিলাম, "আমি এই সব জিনিস খাব, লূকের অধ্যায় শেষ করার পর"। আমি আবার শুয়ে মনে করার চেষ্টা করেছিলাম কোথায় আমি থেমেছিলাম (ছেড়ে দিলাম)। হ্যাঁ, "যখন আমার নামের নিমিত্ত অত্যাচারিত হও, আনন্দ করিও এবং আনন্দে লাফ দিও কারণ তোমার পুরস্কার প্রচুর"। আমি রুটি ও পনিরের দিকে তাকিয়েছিলাম। বাস্তবিক খুব বড় পুরস্কার।

সুতরাং পরবর্তী কাজ বাইবেলের সম্বন্ধে চিন্তা করা এবং এর উপর ধ্যান করা। প্রত্যেক রাতে আমি একটা সারমন (প্রচার) তৈরী করতাম যার আরম্ভ, "প্রিয় ভাই ও বোনেরা" এবং শেষ করতাম "আমেন" বলে। আমি এটি তৈরী করার পর আমি প্রচার করতাম। তারপর আমি সেগুলিকে খুব ছোট ছড়ার মধ্যে নিতাম যেন আমি সেগুলি মনে রাখতে পারি। আমার বই With Good in solitary cofinement (একাকী বন্দী দশা, ঈশ্বরের সঙ্গে) এবং "If prison walls speak mark" (যদি জেলখানার দেওয়াল কথা বলতে পারত) এ কতগুলি প্রচার আছে। আমি তাদের ৩৫০টি মুখস্থ করেছিলাম। যখন আমি জেলখানা থেকে বাইরে এসেছিলাম, আমি তার কিছু লিখেছিলাম।

তাদের মধ্যে প্রায় ৫০টি ঐ দুটি বই এ প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলি সারমন ছিল। আমি ঈশ্বরের কাছে ও স্বর্গদূতদের কাছে উচ্চারণ করেছিলাম। স্বর্গদূতদের পাখা আছে এবং তারা সে সব চিন্তা কারও কাছে নিয়ে গিয়েছিল, (এখন এই সব সারমন অনেক ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে এবং ব্যবহৃত হ'চ্ছে)। আমরা এইভাবে আমাদের সময় পূর্ণ করেছিলাম। আমি বই ও কবিতা লিখেছি। আমি আমার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের জন্য চিন্তা করেছিলাম। প্রতি রাতে আমি নিজেকে নিজে কৌতুক বলেছিলাম, কিন্তু সব সময় নতুন কৌতুক যা আমি আগে জানতাম না। এবং সবগুলি আশাবাদী ছিল। সেগুলি দেখায়, আমি তখন কিভাবে অনুভব করতাম। একটা কৌতুক এরূপ ছিল ঃ একজন স্ত্রীলোক তার স্বামীকে বলেছিল, "পিটার, আমি কি করব? আমি আমার কৃত্রিম দাঁতের উপর বসেছিলাম এবং সেগুলি ভেঙ্গে ফেলেছি"। স্বামী বলেছিল, "আনন্দ কর, কল্পনা কর, কি অবস্থা হ'ত যদি তুমি তোমার আসল দাঁতের উপর বসতে"। সুতরাং আমি জিনিসের ভাল দিকটা দেখতাম।

রুটি দিয়ে আমি দাবার মানুষ (গুটি) বানাতাম, তার কতগুলি চক খড়ি দিয়ে সাদা করতাম এবং অন্যগুলি ধূসর রং এর। আমি নিজে এগুলি দিয়ে দাবা খেলা করতাম। কখনও বিশ্বাস করবেন না বব ফিসার পৃথিবীতে সব চেয়ে বড় দাবা খেলোয়ার। উনি শেষ ম্যাচ স্পাস্কির সঙ্গে জিতেছিল। সে ৮টা খেলায় জিতেছিল এবং ২টিতে হেরেছিল। আমি, ৩ বৎসর, কোন খেলায় হারেনি; আমি সাদা অথবা ধূসর দিয়ে সব সময় জিতেছি!

আমি এই সব আপনাদের বলেছি কারণ তারা গোপন মণ্ডলীর কার্যকারীর গোপন বিষয়ে আছে, যখন সে কষ্ট পেয়েছে। আপনার মনকে হতাশায় ফেলবেন না কারণ তাহলে কমিউনিষ্টরা সম্পূর্ণ ভাবে আপনাকে নিজেদের হাতে নিবে। আপনার মন, যে সর্বদা অনুশীলন

করে, এটি (মন) যেন সচেতন থাকে, এটি চিন্তা করে। এটি নিশ্চয়, প্রত্যেকের ক্ষমতা অনুসারে, বিভিন্ন বিষয় লিখে, ইত্যাদি।

সত্যিকারের শনাক্তকরণ (পরিচয় জ্ঞাপন)

গোপন মণ্ডলী নতুন কিছু না। গোপন মণ্ডলীতে কাজ করার পর আমি নতুন দৃষ্টিতে নতুন নিয়ম পড়েছি। আমি প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে পড়েছি উদাহরণ সমূহ যেখানে প্রেরিত ও শিষ্যগণ আগের চেয়ে অন্য নাম নিয়েছেন, এবং সমস্ত নতুন নিয়ম জুড়ে এর অনেক উদাহরণ আছে (প্রকাশিতবাক্য ২ঃ১৭ পদ এই উদাহরণের উচ্চতম)।

- "যোষেফ-যাহাকে বার্শব্বা বলিয়া ডাকে, যাবার উপাধি যুষ্ট"(প্রেরিত ১ঃ২৩ পদ)।
- "যোষেফ যাহাকে প্রেরিতেরা বার্ণবা নাম দিয়াছিল" (প্রেরিত ৪ঃ৩৬ পদ)।
- "শিমোন যাহাকে নীগের বলে" (প্রেরিত ১৩ঃ১ পদ)।
- "যিহুদা- বার্শব্বা নামে আখ্যাত" (প্রেরিত ১৫ঃ২২)।
- "যীশু- যুষ্ট নামে আখ্যাত" (কলসীয় ৪ঃ১১ পদ)।

কেন যাকোব ও যোহনকে "বজ্রের সন্তান" এবং শিমোনকে "পিতর" বলা হবে? আমি কখনও এর ব্যাখ্যা জানিনা। আমরা নতুন নিয়মে দেখি অনেক নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। গুপ্ত মণ্ডলীতে ঠিক এই রকম ঘটেছে। আমার অনেক নাম। যখন আমি শহরে বা গ্রামে গিয়েছিলাম তারা কখনও বলেনি ব্রাদার ওর্য়ামব্রাণ্ড এসেছে। একটি শহরে এটা ছিল ভাসাইন, অন্য একটিতে জার্জেসস্ক, অন্য একটি রূবেন, ইত্যাদি।

যখন আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল আমি ছিলাম রিচার্ড ওয়ার্মব্রাণ্ড , এবং আরও (ইত্যাদি)।

আমি বাইবেলের আক্ষরিক অনুপ্রেরণায়ও বিশ্বাস করি, কেবলমাত্র মৌলিক অনুপ্রেরণা না। তাহলে কেন এতে মনে হয়, অহেতুক (খামখা) শব্দ আছে? লুকে লেখা আছে, "যীশু একটি স্থানে প্রার্থনা করেছিলেন"। আপনি যখন প্রার্থনা করেন আপনি কোথায় থাকেন। তাহ'লে কেন এই শব্দগুলি (বাক্য) একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে? এটা লিখা আছে, "তিনি একটি শহরে আসলেন"। প্রত্যেক শহর একটি শহর, কিন্তু এটা গুপ্ত মণ্ডলীর ঠিক একই ভাষা যখন আমি একটি ভ্রমণ থেকে ফিরে এসেছি, আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, আমি একটি শহরের একটি জায়গায় ছিলাম যেখানে আমি এক ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করেছি আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এক সময়ে আমরা একটি ঘরে দেখা করব।

যীশু তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে ভোজ খেতে ইচ্ছা করেছিলেন (লূক ২২ঃ৭-১৩ পদ)। এখন তাঁর জন্য এটা সাধারণ বিষয় হ'ত, বলতে, "সেই রাস্তায় যাও এবং এই নম্বর, মিঃ অমুক জনকে বল, এবং সেখানে ভোজ প্রস্তুত কর"। "এর পরিবর্তে তিনি বলেন, "যখন তোমরা শহরে প্রবেশ করবে, তোমরা একটা লোকের দেখা পাবে, একটি জলের কলসী বহন করছে; তাকে অনুসরণ কর যে পর্যন্ত না সে একটি ঘরে ঢুকছে"। সেই সময়ে এটা খুব বিরল (না ঘটা) বিষয় ছিল, একজন মানুষ "জলের কলসী" বহন করছে; স্ত্রীলোকেরা কুয়ার কাছে যেত।

ঠিক এইভাবে আমরা এটি করি; যখন আমাদের কোন প্রার্থনা সভা হয়, আমরা ঠিকানা দিই না কারণ আমরা জানিনা কে তথ্য সরবরাহকারী। আমরা বলি, "ঐ রাস্তার কোনায় দাঁড়িয়ে থাক"। অথবা একটি জনসাধারণের পার্কে, সেখানে বসে থাক এবং তুমি দেখবে একজন মানুষ একটা নীল নেকটাই অথবা অন্য কোন চিহ্ন। তার পিছনে পিছনে যাও। "যদি একজন অন্য ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করে, তোমার নাম কি?" তাহলে আমরা জানব সে একজন সোভিয়েত পুলিশের তথ্য সরবরাহকারী।

গোপন মণ্ডলী নতুন নিয়ম লেখার সময়ে (ইতিমধ্যে) ছিল। আমাদের সমালোচক আছে, যে বলে, যা আমরা করি তা ঈশ্বরের কাছে বেআইনী কারণ একটা মণ্ডলীতে গোপনভাবে (গুপ্তভাবে) কাজ করা উচিত নয়। আমাদের কর্তৃপক্ষের বাধ্য হওয়া উচিত। পৃথিবীর চার্চ কাউন্সিল আমাদের অভিযুক্ত করে, কিন্তু তারা গেরিলাদের টাকা দেয় যারা কর্তৃপক্ষদের (শাসন কর্তাদের) অবাধ্য। বাইবেলে লেখা আছে, যাদের কর্তৃত্ব আছে তারা শাসনকর্তা যিনি দুষ্টদের শাস্তি দেন এবং ভাল লোকদের পুরস্কার দেন। একজন কর্তৃপক্ষ যে ঈশ্বরের বাক্যের বিরোধিতা করে, নিজেকে মানুষের বাইরে নিক্ষেপ করে। কোন বাইবেলের পদ এটা প্রয়োগ করে না। প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তার আইন আছে এবং অবিচার (অন্যায়) এবং অন্যায় সুবিধা (গালি-গালাজ) আছে, কারণ কোন সরকার সাধুদের সমষ্টি না। এটা পাপীদের দিয়ে গঠিত। প্রত্যেক শাসনকর্তা ঠিক ও ভুল কাজ করে থাকে। প্রধান জিনিস হল প্রজাপতি হওয়া থেকে শুককীটদের বাধা দেওয়া উচিত নয়। তাদের একটি কুঁড়িকে ফুলে পরিনত হতে বাঁধা দেওয়া উচিত না। তাদের একটি পাপীকে সাধুতে পরিণত হতে বাঁধা দেওয়া উচিত নয়। যতদিন তারা এটা আমাকে করতে অনুমতি দেয়, আমি তাদের কাছে স্বর্গ থেকে পতিত সাধু হতে চাই না। আমি তাদের কাছে আশা করি তারা কিছু ভাল কাজ করুক এবং সময় সময় ভুল আইন করুক যা তারা দুই বা তিন বৎসর পরে পরিবর্তন করতে পারে। শাসনকর্তা (কর্তৃপক্ষ) হিসাবে আমি তাদের সম্মান করব। কিন্তু যখন তারা আমার জীবন থেকে মানসিক সুস্থতা (জ্ঞানেন্দ্রিয়) নেয়, যা আমাকে স্বর্গে আমার জীবনকে আরও সুন্দর ভাবে অবস্থান করার প্রস্তুতিতে সাহায্য করে, আমি এই কর্তৃপক্ষের প্রতি আমাদের কোন কর্তব্য অনুভব করি না।

আমাদের মিশন গোপন মণ্ডলীকে সাহায্য করতে আমাদের গোপন কাজ কমিউনিষ্ট এবং মুসলিম দেশে কাজ চালিয়ে যাবে।

আমি আপনাদের সমস্যাগুলির এক নজরে দেখার জন্য দিয়েছি যা গোপন মণ্ডলীতে আছে। এর ভাব মূর্তিটা মোটামুটি ভাবে এরকম। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।

রিচার্ড ওয়ার্মব্রাণ্ড লেখা কয়েকটি বই

Tortured For Christ
খ্রীষ্টের জন্য অত্যাচারিত হওয়া।

From Sufteing to Triumph
কষ্ট থেকে বিজয়ী হওয়া।

In the face of Surrender
সমর্পনের মুখে।

In God's Undergrond
ঈশ্বরের গোপন (মণ্ডলী)।

It Prison Walls Could Speak
যদি জেলখানার দেওয়াল কথা বলতে পারত।

With God in Solitary Confinemen
ঈশ্বরের সঙ্গে একাকী বন্দীদশায়।

Christ on Jewioh Road
যিহুদীদের পথে যীশু।

The Answer to the Atheist's Handbook
নাস্তিকের জবাবের হ্যান্ড বুক।

Marx & Satan
মার্কস এবং শয়তান।

Alone With God
ঈশ্বরের সঙ্গে একা।

Reaching Toward the Heishts
শিখরে পৌছান।

দুঃখ-কষ্টভোগঃ খ্রীষ্টিয়ান উৎসর্গের শ্রেষ্ঠ আনন্দ

-জন পাইপার

একজন দুঃখভোগী সাধুর পদতলে বসে

রিচার্ড ওর্য়ামব্রাণ্ডের পদতলে বসে আমি সব সময় এক রকম ছিলাম না। আক্ষরিক ভাবে তার পদতলে। তিনি তাঁর জুতা খুলেছিলেন এবং দক্ষিণ মিনিয়াপোলিশের গ্রেস ব্যাপ্টিষ্ট মণ্ডলীতে একটু সামান্য উচু পাটাতনে চেয়ারে বসেছিলেন। আমি পরে জেনেছিলাম এটা তার নষ্ট (আঘাত প্রাপ্ত) পায়ের পাতার জন্য যা তিনি একটি রুমানিয়া জেলখানায় তার উপর অত্যাচারের সময় পেয়েছিলেন। তাঁর সামনে-এবং তার নিচে প্রায় এক ডজন পালক বসেছিলেন। তিনি দুঃখ ভোগের কথা বলেছিলেন। বারবার তিনি বলছিলেন, যীশু দুঃখ ভোগকে "বেছে" নিয়েছেন। তিনি এটা "বেছে" নিয়েছেন। এটা তার জন্য সাধারণ ভাবে ঘটেনি। তিনি এটা "বেছে" নিয়েছিলেন। "কেহ আমা হইতে তাহা হরণ করে না, বরং আমি আপনা হইতেই তাহা সমর্পন করি।" (যোহন ১০ঃ১৮ পদ)। তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করেন আমরা খ্রীষ্টের জন্য দুঃখ ভোগ বেছে নিব কিনা।

ওয়ার্মব্রাণ্ড ভক্তিমূলক বই, Reaching Toward the Heights, তাকে এইভাবে পরিচয় করিয়েছিলঃ রিচার্ড ওয়ার্মব্রাণ্ড একজন প্রচারমুখী লুথারেন পালক, তার উৎপত্তি যিহুদী থেকে, যিনি রুমানিয়ায় ১৯০৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। যখন ১৯৪৫ সালে কমিউনিষ্টগণ তার পিতৃভুমি অবরোধ করে, তিনি গোপন মণ্ডলীর একজন নেতা হয়েছিলেন। ১৯৪৮ সালে তিনি ও তার স্ত্রী সাবিনা গ্রেফতার হন এবং তিনি ১৪ বৎসর রেড প্রিজনে জেল খাটেন, এর মধ্যে ৩ বৎসর একটি ভুগর্ভস্থ সেলে একক বন্দীদশায় কাটান; কখনও সূর্য্য, তারা বা ফুল দেখেন নি। তিনি গার্ড এবং নিপীড়ক ছাড়া আর কাউকে দেখেননি। নরওয়ে দেশে তার খ্রীষ্টিয়ান বন্ধুরা ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ১০ হাজার ডলার তার মুক্তিপণ দিয়ে কিনেছিল।

উৎসর্গ কেমন সুন্দর ?

তিনি একজন সিস্টার সিয়ান সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে একটা গল্প বলেছিলেন, ইতালীয়ান টেলিভিশনে তার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। সাক্ষাৎকারকারী বিশেষভাবে উৎসুক ছিলেন সিস্টার সিয়ানদের নিঃস্তব্দ ভাবে নির্জনে বাস করার উপরে। সুতরাং সে সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করল, "এবং কি হবে আপনি যদি আপনার জীবনের শেষে বুঝেন যে নাস্তিকতা সত্য, এবং ঈশ্বর নাই? আমাকে বলুন এটা যদি সত্য হয়?"

সন্ন্যাসী উত্তর দিয়েছিলেন, "পবিত্রতা, নিঃস্তব্দতা এবং উৎসর্গ তাদের নিজেদের মধ্যে সুন্দর, এমন কি পুরস্কারের প্রতিজ্ঞা ছাড়াও। আমি তবু আমার জীবনকে সুন্দরভাবে ব্যবহার করব।"

অল্প মানুষই জীবনের অর্থকে এক নজরে দেখে- আমার চিন্তার উপর একটা বড় সংঘাত (প্রভাব)- দুখ কষ্ট ভোগ করা সর্ম্পকে। সন্ন্যাসীর সাড়া দেওয়ার উপর প্রথম সংঘাত ছিল, উপর উপর, গৌরবের কল্পনা প্রবণ উচ্ছাস। কিন্তু তারপর কিছু আঘাত করেছিল। এটা ভালভাবে বসেনি। কিছু ভুল ছিল। প্রথমে এটা কি, আমি ধরতে পারি নি। তারপরে আমি বড় খ্রীষ্টিয়ান দুঃখ ভোগী প্রেরিত পৌলের দিকে দৃষ্টিপাত করি, হতভম্ভ হয়েছিলেন পৌল এবং সন্ন্যাসীর মধ্যে অনেক পার্থক্য।

পৌলের উত্তর, সাক্ষাৎকারীর প্রশ্নের, সন্ন্যাসীর উত্তর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সাক্ষাৎকারী জিজ্ঞাসা করেছিল, "কি হবে, আপনার জীবন যদি দেখা যায়, মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যদি ঈশ্বর না থাকেন?" সন্ন্যাসীর উত্তরের মূল বিষয় ছিল, "যেভাবে হোক এটি ভাল ও মহান জীবন"। পৌল তার উত্তর ১ম করিন্থীয় ১৫ঃ১৯ পদে দিয়েছেন, "শুধু এই জীবনে যদি খ্রীষ্টে প্রত্যাশা করে থাকি, তবে আমরা সকল মনুষ্যে মধ্যে অধিক দুর্ভাগা"। এটি সন্ন্যাসীর উত্তরের ঠিক উল্টা।

পৌল কেন সন্ন্যাসীর সঙ্গে একমত হতে পারেনি? পৌল কেন বলতে পারেনি, "এমনকি যদি খ্রীষ্ট মৃত্যু থেকে উঠে না থাকেন, এবং যদি ঈশ্বর না থাকেন, একটা ভালবাসা এবং পরিশ্রম এবং উৎসর্গ এবং দুঃখ ভোগের জীবন একটা ভাল জীবন?" কেন তিনি বলতে পারেন নি, "পুনরুত্থানের পুরষ্কার ছাড়া, আমরা দুর্ভাগা না?" এর পরিবর্তে কেন তিনি বলেছিলেন, "যদি খ্রীষ্টে আমাদের প্রত্যাশা শেষে মিথ্যা হয়, আমরা, যে কারও চেয়ে, বেশী দুর্ভাগা?"

খ্রীষ্টের সঙ্গে কি জীবন আরও ভাল চলে?

এটি সম্পূর্ণ খ্রীষ্টিয়ান মণ্ডলীর জন্য, বিশেষভাবে সমৃদ্ধিশালী আরাম-দায়ক দেশ যেমন আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপ একটি সম্পূর্ণভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কতবার আমরা খ্রীষ্টিয় সাক্ষ্যগুলি শুনেছি যে, খ্রীষ্টিয়ান হলে তার ফলে জীবন সহজ হয়? সম্প্রতি একটি পেশাদারী ফুটবল টিমের কোয়ার্টারব্যাককে বলতে শুনেছি, তিনি খ্রীষ্টকে পাবার জন্য প্রার্থনা করার পর খেলার সম্বন্ধে সে আবার ভালভাবে অনুভব করেছিল এবং সে গর্বিত ছিল তাদের ৮ এবং ৮ রেকর্ড- কারণ প্রত্যেক রবিবারে বাইরে যেতে পারত এবং এটাকে (ফুটবল খেলা) তার সবচেয়ে ভাল দিতে পারত (ভাল খেলতে পারত)।

এটা মনে হয় যে সমৃদ্ধিশালী, পশ্চিমে প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ান খ্রীষ্ট ধর্মের সুবিধা বর্ণনা করে, একটা ভাল জীবনের পরিপেক্ষিতে, এমন কি যদি কোন ঈশ্বর ও পূনরুত্থান নাও থাকে। সমস্ত মনস্তাত্বিক সুবিধা ও সম্পর্কগত সুবিধার কথা চিন্তা করেন। অবশ্য, এগুলি সত্য ও বাইবেলের অনুরূপ পবিত্র আত্মার ফল, প্রেম, আনন্দ এবং শান্তি। সুতরাং এই সমস্ত জিনিস বিশ্বাস করে যদি আমরা প্রেম, আনন্দ এবং বিশ্বাস পাই, তবে এটা বাস করার জন্য ভাল জীবন না, এমন কি যদি এটা দেখা যায় মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত? আমরা কেন করুণার পাত্র হব?

তাহ'লে পৌলের সম্বন্ধে ভুল কোথায়? তিনি কি জীবনের উপচয় লাভ করেন নি? কেন তিনি বলেন, যদি পুনরুত্থান না থাকে, আমরা সব মানুষের মধ্যে সবচেয়ে দুর্ভাগা? এটা দুর্ভাগ্য মনে হয় না। তিন স্কোর ১০ আনন্দে এবং অলীকতাকে তৃপ্ত করে বাস করা, যদি অলীক ভবিষ্যতে কি আছে তার কোন পার্থক্য করে না থাকে। যদি অলীক শুণ্যতাও অর্থহীনকে আনন্দে পরিনত করতে পারে তাহলে কেন প্রতারিত (প্রবঞ্চিত) হন না?

এর উত্তর এটি মনে হয় পৌলের খ্রীষ্টিয় জীবন তথা কথিত সমৃদ্ধশালী ভাল এবং সহজ জীবন না। এর পরিবর্তে এই জীবন ছিল স্বেচ্ছাকৃতভাবে বেছে নেওয়া দুঃখ ভোগের জীবন। এটা আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞাতার চেয়েও বেশী। পৌলের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, পুনরুত্থানে তাঁর নিশ্চয়তা, অনন্তজীবন খ্রীষ্টের সহভাগিতার প্রত্যাশা, এসব একটা আরাম-দায়ক সহজ জীবন উৎপন্ন করে না। এমন কি পূনরুত্থান ছাড়া। না, তার প্রত্যাশা যা উৎপন্ন করেছিল- সেটা স্বেচ্ছাকৃত দুঃখ ভোগের জীবন। হ্যাঁ, তিনি অবর্ণনীয় আনন্দ জানতেন। কিন্তু এটা ছিল, প্রত্যাশায় আনন্দ। (রোমীয় ১২ঃ১২ পদ)। এবং এই আশা, দুঃখকে আলিঙ্গন করতে তাকে মুক্ত করেছিল যা তিনি কখনও প্রত্যাশা ছাড়া বেছে নিতেন না তার নিজের ও অন্যদের পুনরুত্থানের জন্য, যার জন্য তিনি দুঃখ ভোগ করেছিলেন। যদি পুনরুত্থান না থাকত, পৌলের উৎসর্গকৃত পছন্দ, তার নিজের সাক্ষ্য অনুসারে, দূর্ভাগ্যজনক (করুণার বিষয়) হত।

হ্যাঁ! তার (পৌলের) দুঃখভোগের মধ্যে আনন্দ বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। এটা রোমীয় ৫ঃ৩,৪ পদে দেখান হয়েছে, "নানাবিধ ক্লেশেও শ্লাঘা করেতেছি, কারণ আমরা জানি ক্লেশ ধৈর্যকে, ধৈর্য পরীক্ষা সিদ্ধতাকে এবং পরীক্ষা সিদ্ধতা প্রত্যাশাকে উৎপন্ন করে;" সুতরাং ক্লেশের মধ্যে আনন্দ আছে। কিন্তু আনন্দ আসে কারণ প্রত্যাশা যা

নিজেই ক্লেশে সাহায্য করে নিশ্চিত হতে এবং বৃদ্ধি পেতে। সুতরাং প্রত্যাশা যদি না থাকত, পৌল একজন নির্বোধ ছিল এই ক্লেশকে আলিঙ্গন করতে, এবং আরও বেশী নির্বোধ, এর মধ্যে আনন্দ করতে। কিন্তু প্রত্যাশা আছে। সুতরাং পৌল জীবনের একটা পথ বেছে নিয়েছিলেন যা বোকামী এবং দূর্ভাগ্যজনক হ'ত কবরের (মৃত্যুর) পরে প্রত্যাশা এবং আনন্দ ছাড়া। তিনি রিচার্ড ওয়ার্মব্রাণ্ডের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন, হ্যাঁ। তিনি ক্লেশকে বেছে নিয়েছিলেন।

সংঘাত ও ক্যান্সারের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি?

আসুন এক মুহূর্তের জন্য সংক্ষিপ্ত বিকল্প পথ গ্রহণ করি। এই পর্যায়ে কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে, "যদি আমি ক্লেশভোগ পছন্দ না করি ত' কি হবে? ক্যান্সারের মত। অথবা আমার ছোট শিশুর মোটর এক্সিডেন্টে-এ মৃত্যু? অথবা একটি তীব্র হতাশা? এই অধ্যায় কি কোন একটির মত? আমার উত্তর এই অধ্যায়ের বেশীর ভাগ অংশ খ্রীষ্টিয়ান ক্লেশ ভোগের, খোলাখুলিভাবে খ্রীষ্টিয়ানের পছন্দ, ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায়। সমস্ত অবস্থা ঝুঁকিপূর্ণ, একভাবে হোক বা অন্যভাবে হোক। অসুস্থতা এবং অত্যাচার এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হল অত্যাচার কারও কাছে থেকে একটি আর্ন্তজাতিক শত্রুতা কারণ আমরা খ্রীষ্টিয়ান বলে পরিচিত, কিন্তু অসুস্থতা তা না।

এজন্য, কিছু অবস্থায়, প্রকাশ্যে খ্রীষ্টিয়ান হওয়া একটা জীবনের পথ পছন্দ করা, যা ক্লেশ ভোগ গ্রহণ করা, যদি ঈশ্বর চান (১ম পিতর ৪ঃ১৯ পদ)। কিন্তু অবিশ্বাসীদের কাছে থেকে খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে জীবন ধারণ করলে ক্লেশ এবং আঘাত পাবে, এমনকি আর্ন্তজাতিক শত্রুতা যদি নাও থাকে।

উদাহরণ স্বরূপ, একজন খ্রীষ্টিয়ান রোগ সংক্রামিত গ্রামে প্রচার করতে যেতে পারে এবং রোগাক্রান্ত হতে পারে এটা খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে

ক্লেশ ভোগ হতে পারে- কিন্তু এটি "নির্যাতন" না। এটি (নির্যাতন) ক্লেশ ভোগ করতে পছন্দ করা, যদি ঈশ্বর ইচ্ছা করেন, কিন্তু অন্যদের শত্রুতা থেকে না।

কিন্তু তারপর যখন আপনি থামেন এবং এই সম্বন্ধে চিন্তা করেন, সমস্ত জীবন, যদি এটি আন্তরিকভাবে বিশ্বাসে এবং ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশে (অনুসরণ করে) এবং অন্যদের পরিত্রাণের জন্য যদি বাস করা যায় তবে, এটি সেই খ্রীষ্টিয়ানদের মত যারা রোগ সংক্রামিত গ্রামে যায়। ঈশ্বরের আহবানের বাধ্যতায় যেখানে আপনি থাকেন, তার মূল্যের অংশ হিসাবে দুঃখভোগ আসে। খ্রীষ্ট যে পথে পরিচালনা করেন সেই পথে খ্রীষ্টকে অনুসরণ করার পথ বেছে নেওয়া, এবং এই পথে আমরা বেছে নিই সব কিছু যা তাঁর সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত। এইভাবে সব দুঃখ-কষ্ট যা বাধ্যতার পথে আসে সেটা খ্রীষ্টের সঙ্গে এবং খ্রীষ্টের জন্য ক্লেশ ভোগ- এটা ক্যান্সার হোক বা সংঘাত হোক। এবং এটাতো "মনোনীত"- তার অর্থ আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে বাধ্যতার পথ বেছে নিয়েছি যেখানে ক্লেশ ভোগ সংঘটিত হয় এবং আমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বচসা করি না। আমরা প্রার্থনা করতে পারি যেমন পৌল করতেন- যাতে ক্লেশ ভোগও দুর করা হয় (২য় করিন্থীয় ১২ঃ৮ পদ); কিন্তু যদি ঈশ্বর ইচ্ছা করেন, আমরা শেষে এটা (কষ্ট) আলিঙ্গন করি, শিষ্যত্বের মূল্য হিসাবে- বাধ্যতার পথে- স্বর্গের পথে যাবার জন্য।

খ্রীষ্টিয়ান আহবানে সকল ক্লেশ ভোগ খ্রীষ্টের সঙ্গে এবং খ্রীষ্টের জন্য

খ্রীষ্টিয়ান বাধ্যতার পথে ক্লেশ ভোগের সব অভিজ্ঞতা, এটা নির্যাতন, অসুস্থতা অথবা এক্সিডেন্ট যাই হোকনা কেন, এইগুলি এক রকমঃ তারা সকলে ঈশ্বরের ধার্মিকতায় আমাদের বিশ্বাসকে ভয় দেখায় এবং আমাদের বাধ্যতার পথ ছেড়ে দিবার জন্য প্রলোভন দেখায়। সুতরাং বিশ্বাসের সকল বিজয় এবং বাধ্যতার অধ্যাবসায় ঈশ্বরের

সাধুতার বিষয়ে সাক্ষ্যে-দান এবং খ্রীষ্টের মহামূল্যতা- কি শত্রু অসুস্থ, শয়তান, পাপ অথবা ক্ষতি সাধন (অন্তর্ঘাত)।

অতএব সর্বপ্রকার ক্লেশভোগ, প্রত্যেক প্রকারের, যা আমরা খ্রীষ্টিয়ান আহবানের পথে সহ্য করি- তা একটি ক্লেশ ভোগ "খ্রীষ্টের সঙ্গে" এবং "খ্রীষ্টের জন্য"। "তাঁর সঙ্গে", এর অর্থ দুঃখ কষ্ট আমাদের কাছে আসে যখন আমরা তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসে চলি এবং এই অর্থে, এটা সহ্য করা হয় শক্তিতে যা তিনি দান করেন তাঁর সমবেদনার মহাযাজকের মিনিষ্ট্রির মধ্যে দিয়ে (ইব্রীয় ৪ঃ১৫ পদ)। "তাঁর জন্য", এর অর্থ ক্লেশের পরীক্ষা এবং আমাদের বিশ্বস্ততার প্রমাণ তাঁর সাধুতা এবং শক্তির প্রতি, এবং সেই অর্থে যা তাঁর সব-পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ ও পুরস্কার প্রকাশ করে।

একই দুঃখ ভোগ শয়তান ও ঈশ্বরের নক্শা (রূপরেখা)

কেবলমাত্র অসুস্থার দুঃখভোগ এবং নির্যাতনের দুঃখ ভোগ একটা জিনিস সাধারণ যে উভয়ই আমাদের বিশ্বাস ধ্বংস করার জন্য শয়তানের অভিপ্রায় (ইচ্ছা) এবং ঈশ্বর আমাদের বিশ্বাস পরিশুদ্ধ করতে ঈশ্বর শাসন করেন।

প্রথমে নির্যাতনের বিষয় গ্রহণ করা যাক। ১ম থিষনলকীয় ৩ঃ৪,৫ পদে পৌল নির্যাতনের মুখে থিষলনীয়দের প্রতি তার উদ্ধিগ্নতার বর্ণনা করেছেন ঃ

"আর বাস্তবিক আমাদের ক্লেশ যে ঘটিবে, ইহা আমরা অগ্রে, যখন তোমাদের নিকটে ছিলাম, তখন তোমাদের বলিয়াছিলাম, আর তাহাই ঘটিয়াছে, এবং তোমরা তাহা জান। এজন্য আমি আর ধৈর্য ধরিতে না পারাতে তোমাদের বিশ্বাসের তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত উহাকে

পাঠাইয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম, পাছে পরীক্ষক কোন প্রকারে তোমাদের পরীক্ষা করিয়াছে বলিয়া আমাদের পরিশ্রম বৃথা হইয়া পড়ে।"

এখানে কি স্পষ্ট যে "পরীক্ষকের" পরিকল্পনা বিশ্বাস ধ্বংস করা।

এই বিষয়ে কেবলমাত্র শয়তান রূপকার (নক্সা কারক) না। ঈশ্বর শয়তানের উপর প্রভুত্ব করেন এবং তাকে আর ইজারা দিতে চাননি যেন সে তার শেষ অভিপ্রায় পূর্ণ করতে পারে। এই সব উদ্দেশ্য শয়তানের উদ্দেশ্যর উল্টো, এমনকি- ক্লেশের একই প্রকার অভিজ্ঞতার মধ্যেও। উদাহরণ স্বরূপ ইব্রীয় ১২ অধ্যায়ের লেখক তার পাঠকদের দেখান, কিভাবে নির্যাতনের মধ্যে ভগ্নোৎসাহ হবে না। কারণ ঈশ্বরের ভালবাসার উদ্দেশ্য এর মধ্যে আছে।

খ্রীষ্টের বিষয় বিবেচনা করেন, তিনি আপনার বিরুদ্ধে পাপীদের এমন প্রতিবাদ সহ্য করেছিলেন, যাতে প্রাণের ক্লান্তিতে অবসন্ন না হও। তোমরা পাপের সাথে যুদ্ধ করতে করতে এখনও রক্তপাত পর্যন্ত প্রতিরোধ করা নাইঃ এবং তুমি সেই আশ্বাস বাক্য ভুলে গিয়েছ'- যা তোমাকে বৎস বলে সম্বোধন করে বলিতেছে, "বৎস, সদাপ্রভুর শাসন তুচ্ছ করিও না, তার অনুযোগে ক্লান্ত হইও না; কেননা সদাপ্রভু যাহাকে-প্রেম করেন, তাহাকেই শাস্তি প্রদান করেন, যেমন পিতা প্রিয় পুত্রের প্রতি করেন" (হিতোপদেশ ৩ঃ১১,১২ পদ)। শাসনের জন্য তুমি সহ্য কর ..... সেই মুহূর্তে সব শাসন আনন্দের মনে হয় না, কিন্তু দুঃখের; তবু তারা, যারা এর দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত, পরে এটি ধার্মিকতার শান্তিযুক্ত ফল দান করে।

"পাপীদের প্রতিবাদ" থেকে এই দুঃখ ভোগ আসছে। এর অর্থ শয়তানের এতে হাত আছে, যেমন করে যীশুর দুঃখ ভোগের সময় সে করেছিল। (লুক-২২ঃ৩ পদ) তা স্বত্ত্বেও এই ক্লেশভোগকে ঈশ্বরের দ্বারা শাসিত হয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে, এমনভাবে যে এতে আছে

প্রেমপূর্ণ এবং পিতৃতুল্য পরিকল্পনা ও পরিশুদ্ধের শাসন। সুতরাং শয়তান, আমাদের নির্যাতনের সময় ক্লেশ ভোগের একটি পরিকল্পনা আছে এবং একই অভিজ্ঞতায় ঈশ্বরের একটি ভিন্ন পরিকল্পনা আছে।

কিন্তু এর মধ্যে নির্যাতন অদ্বিতীয় (অনন্য) না। অসুস্থতার জন্য একই রকম সত্য। উভয়ই শয়তানের ও ঈশ্বরের পরিকল্পনা। এটি ২য় করিন্থীয় ১২ঃ৭-১০ পদে লক্ষ্য করা যায়। "আর ঐ প্রত্যাদেশের অতি মহত্ব হেতু আমি যেন অতিমাত্র দর্প না করি, এই কারণে আমার মাংসে একটা কন্টক, শয়তানের একদূত আমাকে দত্ত হইল, যেন সে আমাকে মুষ্ঠাঘাত করে, যেন আমি অতিমাত্র দর্প না করি এই বিষয় লইয়া আমি প্রভুর কাছে তিনবার নিবেদন করিয়া ছিলাম, যেন উহা আমাকে ছাড়িয়া যায়। আর তিনি আমাকে বলিয়াছেন। আমার অনুগ্রহ তোমার পক্ষে যথেষ্ট; কেননা আমার শক্তি দুর্বলতায় সিদ্ধি পায়। অতএব আমি বরং অতিশয় আনন্দের সহিত নানা দুর্বলতায় শ্লাঘা করিব, যেন খ্রীষ্টের শক্তি আমার উপর অবস্থিতি করে। এই হেতু খ্রীষ্টের নিমিত্ত নানা, দুর্বলতা, অপমান, অনাটন, তাড়না, সঙ্কট ঘটিলে আমি প্রীত হই, কেননা যখন আমি দুর্বল, তখনই বলবান"।

এখনে পৌলের শারীরিক কষ্ট ভোগ- মাংসে কন্টক- বলা হয়েছে "শয়তানের দূত"। কিন্তু এই কষ্ট ভোগের পরিকল্পনা পৌলকে তার "নিজের গর্ব থেকে নিবৃত্ত রাখতে"- যা কখনও শয়তানের পরিকল্পনা হতে পারে না। সুতরাং লক্ষ্যনীয় বিষয় খ্রীষ্ট সর্বোচ্চভাবে সু-সম্পন্ন করেছিলেন তার ভালবাসার পরিশুদ্ধতার উদ্দেশ্য, শয়তানের ধ্বংসাত্বক প্রচেষ্টা বাতিল করে। শয়তান সব সময় আমাদের বিশ্বাসকে ধ্বংস করতে নিশানা করে আছে; কিন্তু দুর্বলতায় খ্রীষ্ট তাঁর শক্তি বৃদ্ধি করেন।

নির্যাতন এবং অসুস্থতা থেকে ক্লেশভোগকে কি পৃথক করা যায়?

স্পষ্টভাবে নির্যাতন ও অসুস্থতা পৃথক করা হয় না, তার একটি কারণ নির্যাতনের কষ্ট (ব্যথা) এবং অসুস্থতার কষ্ট সব সময় ভিন্ন করা যায় না। রুমানিয়া জেলখানায় তার অত্যাচারের বহু দশক পরে। রিচার্ড ওর্ম্যব্রাণ্ড শারিরীকভাবে এখনও পর্যন্ত কষ্টভোগ করেছেন।

অত্যাচারিত হয়েছিলেন বলে কি ৩০ বৎসর পর তার পায়ের পাতায় ব্যাথা তিনি সহ্য করছেন? অথবা প্রেরিত পৌলের কথা ধরা যাক। খ্রীষ্টের দাস হিসাবে তার দুঃখ ভোগের যে তালিকা তিনি দিয়েছেন, তার মধ্যে তিন বার জাহাজডুবি হয়েছিল এবং একদিন ও একরাত তিনি জলের মধ্যে কাটিয়ে ছিলেন। তিনি আবার বলেছেন খ্রীষ্টের জন্য তার কষ্ট ভোগের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত তার "পরিশ্রম এবং দূর্ভোগ", অনেক বার নিদ্রার অভাবে, ক্ষুধায় এবং তৃষ্ণায়, অনাহারে শীতে এবং উলঙ্গতায় (২য় করিন্থীয় ১১ঃ২৫,২৭ পদ)।

মনে করেন এই কাজ ও উলঙ্গতার জন্য তার নিউমোনিয়া হয়েছিল। এই নিউমোনিয়া কি নির্যাতন? পৌল কোন পার্থক্য করেনি রডের দ্বারা আঘাত পাওয়া অথবা একটা জাহাজডুবি অথবা শহরের মধ্যে ভ্রমনের সময় শীতে আক্রান্ত হওয়া। তার জন্য যে কোন কষ্ট সহ্য করা, যার সম্মুখীন হয়েছিলেন, খ্রীষ্টকে সেবা করার জন্য সেটা তার শিষ্যত্বের "মূল্য স্বরূপ" ছিল। যখন একজন মিশনারীর শিশু সন্তানের ডায়রিয়া হয়, আমরা মনে করি এটা তার বিশ্বস্ততার মূল্য স্বরূপের অংশ। কিন্তু যদি কোন বাবা-মা ঈশ্বরের আহবানে বাধ্যতার পথে চলে, এটা সেই একই মূল্য। কি কষ্টকে কষ্টে পরিনত করে খ্রীষ্টের "সঙ্গে" এবং "জন্য" এটা আমাদের শত্রু কতটা আন্তর্জাতিক না কিন্তু আমরা কতটা বিশ্বস্ত। আমরা যদি খ্রীষ্টের হই, তাহলে আমাদের যা কিছু ঘটুক না কেন, তাঁর মহিমার জন্য এবং আমাদের মঙ্গলের জন্য, এটা অসুস্থতা অথবা শত্রু, যে কোন কারণে হোক।

অতি ভোজন কি পূণরুত্থানের বিকল্প?

এখন আমরা সংক্ষিপ্ত ঘোরা পথ (বিকল্প পথ) থেকে ১ম করিন্থীয় ১৫ঃ১৯ পদে পৌলের আশ্চর্য বাক্যের দিকে দৃষ্টিপাত করি, পূনরুত্থান না থাকলে যে জীবন তিনি বেঁছে নিয়েছেন- তা শুর্ভাগা। অন্যভাবে বলতে গেলে, খ্রীষ্ট ধর্ম, পৌল যে ভাবে বুঝেছিলেন, সবোর্চ্চ আনন্দ লাভের সব চেয়ে ভাল পথ না, যদি এই জীবন যা তা সব কিছু। পৌল আমাদের বলেন আমাদের এই জীবনে সর্বোচ্চ আনন্দের উত্তম পথ। "মৃতেরা যদি উত্থাপিত না হয়, তবে আইস আমরা ভোজন পান করি, কেননা কল্য মরিব" (১ম করিন্থীয় ১৫ঃ৩২ পদ)। তিনি এমন কিছু মনে করেন যা ছলাকলা বিহীন এবং নিছক ইন্দ্রিয় বিলাসী এবং ইন্দ্রিয় পরায়ণ (অসংযম)। সেটা সবচেয়ে ভাল উপায় না আপনার চরম আনন্দ লাভের। যে পানাসক্ত ও অতি ভোজনের পথ গ্রহণ করে সেও তা জানে। যদি কোন পূনরুত্থান না থাকে, খ্রীষ্টিয়ানদের মত মাতাল ও পেটুকরা দুর্ভাগা হবে।

কিন্তু এই পদগুলির তার কাছে কি অর্থ হবে। "আস খাই ও পান করি, এটা সেই, পূনরুত্থানের আশা ছাড়া, সাধারণ আনন্দের অনুসন্ধান করবে এবং অসাধারণ কষ্টভোগ এড়িয়ে যাবে। পৌল খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে এই জীবন প্রত্যাখান করেন। এইভাবে মৃতেরা যদি উত্থাপিত না হয় এবং যদি ঈশ্বর নাই, স্বর্গ নাই, তিনি তার দেহকে উপুর্যপরি ঘুষি মারতেন না, যেমন তিনি করতেন। তিনি তার তাম্বু নির্মাণের মজুরী কমিয়ে দিতেন না যেমন তিনি করেছিলেন। তিনি এগিয়ে যেতেন না পাঁচ বার ঊনচল্লিশ চাবুকের আঘাত নিতে। তিনি তিন বার লাঠি দিয়ে আঘাত (বেত্রঘাত) সহ্য করতেন না। তিনি দস্যু সঙ্কটে এবং নদী সঙ্কটে, সমুদ্র সঙ্কটে এবং ক্রুদ্ধ জনতা সঙ্কটে যেতেন না। তিনি নিদ্রার অভাব, ঠান্ডা ও উলঙ্গতা গ্রহণ করতেন না। তিনি দীর্ঘ দিনের জন্য স্খলিত ও ভন্ড খ্রীষ্টিয়ানদের সহ্য করতেন না (২য় করিন্থীয় ১১ঃ২৩-২৯ পদ)। এর পরিবর্তে তিনি শুধুমাত্র একজন সম্মানী যিহুদীর মত ভাল,

আরাম ও আয়েসের জীবন যাপন করতেন সেই সঙ্গে রোমীয় নাগরিকের বিশেষ সুবিধা ভোগ করতেন।

যখন পৌল বলেন, "যদি মৃতেরা উত্থাপিত না হয়, আসুন আমরা খাই ও পান করি, তিনি এই অর্থ করেন নি, আসুন আমরা সকলে লম্পট (কামুক) হই"। তিনি এর মানে করেছেন, একটা সাধারণ সহজ আরামদায়ক জীবন- মানুষের আনন্দপূর্ণ জীবন যা আমরা উপভোগ করতে পারি। স্বর্গ অথবা নরক- অথবা পাপ অথবা পবিত্রতা অথবা ঈশ্বরের চিন্তা ছাড়া- যদি মৃতদের পূনরুত্থান না থাকে। এই ধরণের চিন্তা যা আমাকে হতভম্ব করে, তা হচ্ছে অনেক নামধারী খ্রীষ্টিয়ানদের মনে হয় মাত্র এই লক্ষ্য থাকে, এবং একে- তারা খ্রীষ্ট ধর্ম বলে।

এই জীবনে পৌল, খ্রীষ্টের সাথে তার সম্পর্ককে তার শারীরিক আরাম ও সবোর্চ্চ আনন্দ লাভের মাপকাঠি হিসাবে দেখেননি। না, খ্রীষ্টের সঙ্গে পৌলের সম্পর্ক কষ্ট করার আহবান- একটা ক্লেশ ভোগের উর্দ্ধে যা নাস্তিকবাদকে অর্থযুক্ত অথবা সুন্দর অথবা বীরোচিত করবে। যদি কোন পুনরুত্থান না থাকে- খ্রীষ্টের আনন্দপূর্ণ উপস্থিতি না থাকে, তবে এটি এমন একটি দুঃখভোগ যা যা বেছে নেওয়া চরমভাবে নির্বুদ্ধিতা এবং দুর্ভাগা হওয়া।

পশ্চিমের খ্রীষ্ট ধর্মের একটা প্রায় অবিশ্বাস্য অভিযোগ

এটি খুবই আশ্চর্য জিনিস যে আমি পরিশেষে ওয়ার্মব্রাণ্ড এর সিস্টার সিয়ান সন্ন্যাসীর গল্পের বিষয়টি ভেবে দেখছিলাম। পৌলের আমূল সংস্কারকামী ভিন্ন মতবাদের দৃষ্টিকোন থেকে আমি পশ্চিমের খ্রীষ্ট ধর্মের মধ্যে অবিশ্বাস্য অভিযোগ দেখেছিলাম। আমি কি এটি অতিরঞ্জিত করছি? আপনি নিজেই বিচার করুন। কতজন খ্রীষ্টিয়ানকে আপনি জানেন যারা বলতে পারে, "যদি পূনরুত্থান না থাকে, কতজন খ্রীষ্টিয়ান আছে যারা বলতে পারে খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে যে জীবন ধারা বেছে

নিয়েছে তা সম্পূর্ণভাবে নির্বুদ্ধতা ও দূর্ভাগ্যজনক। কতজন খ্রীষ্টিয়ান আছেন যারা বলতে পারবেন, "দুঃখ কষ্ট যা আমি খ্রীষ্টের কারণে স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছি আলিঙ্গন করার জন্য একটা দুর্ভাগা জীবন হবে, যদি পুনরুত্থান না থাকে? আমি এটি যেমন দেখি, এগুলি মনে আঘাত দেওয়া প্রশ্ন?

খ্রীষ্ট ধর্মঃ ক্লেশ ভোগ বেছে নেওয়ার জীবন

"শুধু এই জীবনে যদি খ্রীষ্টে প্রত্যাশা করিয়া থাকি তবে আমরা সকল মনুষ্যের মধ্যে অধিক দুর্ভাগা" (১ম করিন্থীয় ১৫ঃ১৯ পদ)। পৌলের খ্রীষ্টিয় জীবন পৃথিবীতে বেছে নেওয়া উৎসর্গকৃত জীবন, যার দ্বারা আমরা খ্রীষ্টের সহভাগিতার আনন্দ উপভোগ করতে পারি, যে যুগ (সময়) আসবে। তিনি (পৌল) কিভাবে এটি বর্ননা করেছেনঃ "কিন্তু যাহা যাহা আমার লাভ ছিল, সে সমস্ত খ্রীষ্টের নিমিত্ত ক্ষতি বলিয়া গণ্য করিলাম। আর বাস্তবিক আমার প্রভু খ্রীষ্ট যীশুর জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা প্রযুক্ত আমি সকলই ক্ষতি বলিয়া গণ্য করিতেছি; তাহার নিমিত্ত সমস্তেরই ক্ষতি সহ্য করিতেছি; এবং তাহা মলবৎ গণ্য করিতেছি, যেন খ্রীষ্টকে লাভ করি, এবং তাঁহাতেই যেন আমাকে দেখিতে পাওয়া যায়; আমার নিজের ধার্মিকতা, যাহা ব্যবস্থা হইতে প্রাপ্য, তাহা যেন আমার না হয়, কিন্তু যে ধার্মিকতা খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা হয়, বিশ্বাস মূলক ধার্মিকতা ঈশ্বর হইতে পাওয়া যায়, তাহাই যেন আমার হয়; যেন আমি তাঁহাকে, তাঁহার পুনরুত্থানের পরাক্রম ও তাঁহার দুঃখভোগের সহভাগিতা জানতে পারি, এইরূপে তাঁহার মৃত্যুর সমরূপ হই; কোন মতে যদি মৃতগণের মধ্য হইতে পুনরুত্থানের ভাগী হইতে পারি" (ফিলিপীয় ৩ঃ৭-১১ পদ)।

আমি এটি আবার বলিঃ খ্রীষ্টের আহবানে, একটা জীবন যাপনের আহবানে যা উৎসর্গ এবং ক্ষতি এবং দুঃখ ভোগ যা বাস করা নির্বুদ্ধিতা, যদি মৃতগণের পুনরুত্থান না থাকে এতে পৌলের জন্য একটি সচেতন পছন্দ। তার প্রতিবাদের বিষয় শুনুন, "মৃতেরা যদি একেবারেই

উত্থাপিত না হয়, ...। আর আমারাই বা কেন ঘন্টায় ঘন্টায় বিপদের মধ্যে পড়ি? ভ্রাতৃগণ, আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে তোমাদের বিষয়ে আমার যে শ্লাঘা, তাহার দোহাই দিয়া বলিতেছি, আমি প্রতিদিন মরিতেছি" (১ম করিন্থীয় ১৫ঃ২৯-৩১ পদ)। এটি পৌল বেছে নিয়েছেন (পছন্দ করেছেন)। তিনি "বিরোধিত করেছেন" কারণ তাকে এইভাবে জীবন যাপন করতে হবে না। তিনি এটি পছন্দ করেছেন "প্রত্যেক ঘন্টায় বিপদের মধ্যে!" "প্রতিদিন মরিতেছি"। এজন্য তিনি বলেছেন, তিনি দুর্ভাগা যদি মৃতদের পুনরুত্থান না থাকে। তিনি একটা পথ বেছে নিয়েছেন যা বিপদের ও ব্যথার, প্রকৃতপক্ষে তার জীবনের প্রতিদিন। "আমি প্রতিদিন মরি"।

কেন? কেন তিনি এটি করেন?

এটি সাধারণ না। মানুষ দুঃখ কষ্ট থেকে পালিয়ে যায়। আমরা নিরাপদ পরিবেশে চলে যাই। আমরা মৃদু আবহাওয়া পছন্দ করি। আমরা এয়ারকন্ডিশন কিনি। আমরা এ্যাসপিরিন খাই। আমরা বৃষ্টি থেকে ভিতরে আসি। আমরা অন্ধকার রাস্তা এড়িয়ে যাই। আমরা জল পরিশোধিত করি। আমরা সাধারণতঃ জীবনের সেই পথ পছন্দ করি না, যে পথে প্রতি ঘন্টায় বিপদ আছে। সাধারণ মানুষের পছন্দের মত পৌলের জীবন এক ধরণের ছিল না। বাস্তবিক পক্ষে, কোন বিজ্ঞাপনের শ্লোগান প্রতিদিনের মৃত্যুতে প্রলুব্ধ করে না।

সুতরাং প্রেরিত পৌলকে চালনা করছে, "খ্রীষ্টের দুঃখ ভোগ উপচিয়া পড়া" (২য় করিন্থীয় ১ঃ৫ পদ)। এবং "খ্রীষ্টের নিমিত্ত মূর্খ" হওয়া? (১ম করিন্থীয় ৪ঃ১০ পদ)। কেন তিনি পছন্দ করেছিলেন যা তাকে হতে হয়েছে, ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত..... বস্ত্রহীন অস্থির বা তাড়িত হইতে..... অপবাদিত..... জগতের আর্বজনা সকল বস্তুর জঞ্জাল (পৌলকে এই সব হতে হয়েছে) (১ম করিন্থীয় ৪ঃ১১-১৩ পদ)।

"আমি তাকে দেখাব কতটা কষ্ট তাকে সহ্য করতে হয়"

সম্ভবতঃ খ্রীষ্টের আজ্ঞার সাধারণ বাধ্যতা প্রেরিত ৯ অধ্যায় ১৫,১৬ পদে প্রকাশ করা হয়েছে। যখন যীশু অননিয়কে পৌলের চোখ খুলে দেবার জন্য পাঠিয়েছিল- পৌল দম্মেশকের পথে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল; তিনি (যীশু) বলেছিলেন যাও কারণ (পৌল) আমার পছন্দের যন্ত্র (কাজে লাগাবার) আমার নাম বহন করবে পরজাতীয়তদের কাছে, রাজাদের কাছে এবং ইহুদী সন্তানদের নিকট কারণ আমি তাকে দেখিয়ে দেব, আমার নামের জন্য কতটা কষ্ট তাকে সহ্য করতে হয়। অন্যভাবে পৌলের প্রৈরিতিক আহ্বানের জন্য কষ্ট সহ্য একটা সাধারণ অংশ ছিল। আহবানের প্রতি বিশ্বস্ততার জন্য, খ্রীষ্ট তাকে কি দিয়েছেন- অনেক কষ্ট, তাকে (পৌলকে) আলিঙ্গন করতে হয়েছে। "দিয়েছেন" ঠিক শব্দ। কারণ যখন ফিলিপীয়দের নিকট লিখেছিলেন, পৌল অবিশ্বাস্যভাবে ক্লেশ ভোগ, একটি দান বলেছেন, যেমন বিশ্বাস একটা দান। আপনাকে একটা দেওয়া হয়েছে (echaristhe=বিনা মূল্যে দেওয়া) খ্রীষ্টের জন্য (ফিলিপীয় ১ঃ২৯ পদ)। তাকে দেওয়া হয়েছে এর অর্থ, তার (পৌল) প্রেরিতত্বের অংশ হিসাবে যে দান তাকে দেওয়া হয়েছে (তিনি পেয়েছেন), কিন্তু পৌল এটি প্রেরিতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ এইভাবে তিনি দেখেননি। এটি ফিলিপীয় বিশ্বাসী, সম্পূর্ণ মণ্ডলীকে দেওয়া হয়েছে।

অন্যান্যরা একই আশ্চর্য আবিষ্কার করেছে, যে ক্লেশভোগ একটি দান যা আলিঙ্গন করতে হবে। আলেকজান্ডার সোলজেৎসেন জেলখানায় তার সমস্ত দুঃখ-কষ্ট, একটা দান হিসাবে বলেছিলেন। "কেবলমাত্র তখনই, যখন আমি পচা জেলখানার খড়ের (বিচালির) উপর শুয়ে থাকতাম, আমি আমার মধ্যে অনুভব করতাম প্রথম ভালোর (সৎ) আলোড়ন। ক্রমে ক্রমে আমার কাছে প্রকাশিত হয়েছিল সেই লাইন যা ভাল এবং মন্দকে পৃথক করে, অবস্থার মধ্যে দিয়ে নয়, শ্রেণীর মধ্যে নয় এবং রাজনৈতিক দলের মধ্যেও নয়, কিন্তু প্রত্যেক

মানুষের ঠিক অন্তরের মধ্যে দিয়ে- এবং সমস্ত মানুষের অন্তরের মধ্যে দিয়ে.....। জেলখানা, তোমাকে আর্শিবাদ করি আমার জীবনে আসার জন্য সোলজ হেনিটসন পৌলের সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন যে, দুঃখ ভোগ হচ্ছে- অথবা হতে পারে- একটি দান, কেবল মাত্র প্রেরিতদের জন্য নয়, কিন্তু প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ানের জন্য।

দেখাতে যে তিনি একজন সাধারণ খ্রীষ্টিয়ান

এটি একটি প্রশ্ন তুলছে (কি প্রশ্ন করছে) ঃ পৌল কি তার দুঃখভোগকে আলিঙ্গন করেছেন যে, এটা প্রতিপন্ন করবে (দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করবে) যে তিনি কেবলমাত্র যীশুর একজন বিশ্বস্ত শিষ্য ছিলেন? যীশু বলেছেন, "কেহ যদি আমার পশ্চাৎ আসিতে ইচ্ছা করে তবে সে আপনাকে অস্বীকার করুক, প্রতিদিন আপন ক্রুশ তুলিয়া লউক, এবং আমার পশ্চাৎগামী হউক। কেননা যে কেহ আপন প্রাণ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, সে তাহা হারাইবে, কিন্তু যে কেহ আমার নিমিত্ত আপন প্রাণ হারায়, সেই তাহা রক্ষা করিবে।" (লূক ৯ঃ২৩-২৪ পদ)। সুতরাং ক্রুশ বহন ছাড়া এবং প্রতিদিন মরা ছাড়া সত্য খ্রীষ্ট ধর্ম নাই। -পৌল ঠিক সে ভাবেই বলেছেন, "আমি প্রতিদিন মরিতেছি"। (১ম করিন্থীয় ১৫ঃ৩১ পদ)। অধিকন্তু, যীশু তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন, "দাস আপন প্রভু হইতে বড় নয়; লোকে যখন আমাকে তাড়না করিয়াছে, তখন তোমাদিগকেও তাড়না করিবে" (যোহন ১৫ঃ২০ পদ)। যদি পৌল যীশুর দুঃখভোগের অংশী না হতেন তবে এগুলোর কিছু বাদ পরে যেত।

যীশু তাঁর শিষ্যদের তাদের প্রচারের একটি অশুভ প্রতিমুর্তি দিয়েছিলেন ঃ "দেখ, কেন্দুয়াদের মধ্যে যেমন মেষশাবক, তদ্রূপ তোমাদিগকে প্রেরণ করিতেছি" (লুক ১০ঃ৩ পদ)। সুতরাং তাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, "আর তোমরা পিতা-মাতা, ভ্রাতৃগণ, জ্ঞাতি ও বন্ধুগণ কর্তৃক সর্মপিত হইবে, এবং তোমাদের কাহাকেও কাহাকেও

তাহারা বধ করাইবে। ..... আর আমার নাম প্রযুক্ত সমুদয় জাতি তোমাদিগকে দ্বেষ করিবে" (লুক ২১ঃ১৬, মথি ২৪ঃ৯ পদ)।

স্পষ্টতঃই এই সব দুঃখ ভোগের প্রতিজ্ঞা আদি ১২ জন শিষ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। কারণ তিনি (পৌল) তার মণ্ডলীর মধ্যে যে সব পাঠিয়েছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ তিনি, খ্রীষ্টকে গ্রহণকারীদের এই বলে শক্তি যুগিয়েছিলেন, অনেক ক্লেশের মধ্যে দিয়ে আমাদের ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে হবে (প্রেরিত ১৪ঃ২২ পদ)। এবং তিনি থিষলনীয় বিশ্বাসীদের কষ্ট ভোগ করতে অনুপ্রাণিত (উৎসাহিত) করেছিলেন। তাদের, সর্নিবদ্ধ অনুরোধ জানিয়ে, "যেন এই সকল ক্লেশে কেহ চঞ্চল না হয়; কারণ তোমরা আপনারাই জান, আমরা ইহারই জন্য নিযুক্ত" (১ম থিষনলনীকীয় ৩ঃ৩ পদ)। যখন তিনি তিমথীয়কে লিখেছিলেন, তিনি এটি একটি সাধারণ মূল নীতি করেছিলেন, "আর যত লোক ভক্তিভাবে যীশু খ্রীষ্টতে জীবন ধারণ করতে ইচ্ছা করে; সেই সকলের প্রতি তাড়না ঘটিবে" (২য় তিমথীয় ৩ঃ১২ পদ)। যখন তিনি (পৌল) তার দুঃখ ভোগের কথা বলেছেন তিনি তাদের এককভাবে বিবেচনা করেন নি, কিন্তু মণ্ডলীদের প্রতি বলেছিলেন, "আমার অনুসারী হও" (১ম করিন্থীয় ৪ঃ১৬ পদ)। সুতরাং এটি বুঝা যায়, যদি পৌল দুঃখভোগের জীবনকে আলিঙ্গন করে থাকেন, কারণ এটি দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করতে যে তিনি একজন খ্রীষ্টিয়ান। "যদি তারা আমাকে তাড়না করে, তারা তোমাদেরও তাড়না করিবেন"।

বুকের দুধ ছাড়ান (শিশু) খ্রীষ্টিয়ানদের স্ব-নির্ভরতা

যেহেতু তিনি বিশ্বাস করতেন দুঃখভোগ বিশ্বাসী খ্রীষ্টিয় জীবন যাপনের একটি অংশ, তিনি গভীরভাবে অনুসন্ধান করেছিলেন কেন এটি এ রকম হয়। তার নিজের দুঃখভোগের অভিজ্ঞতা তাকে ঈশ্বরের ভালবাসা, তার সন্তানের জন্য, এই পথে তাকে (পৌলকে) গভীরভাবে পরিচালিত করেছিল। উদাহরণ স্বরূপ, তিনি শিখিয়ে ছিলেন যে ঈশ্বর

আমাদের দুঃখ ভোগকে ব্যবহার করেন আমাদের দুধ ছাড়িয়ে (শিশু অবস্থায়) আমাদের স্ব-নির্ভর হতে এবং আমাদের একাকীত্ব তাহাদের নিজের উপর ফেলতে। এশিয়ায় দুঃখভোগের পর তিনি বলেছিলেন, "কারণ হে ভ্রাতৃগণ, এশিয়ায় আমাদের যে ক্লেশ ঘটিয়াছিল, তোমরা যে সে বিষয় অজ্ঞাত থাক, ইহা আমাদের ইচ্ছা নয়; ফলতঃ আত্যন্তিক দুঃখভারে আমরা শক্তির অতিরিক্তরূপে ভারগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম; এমন কি জীবনের আশাও ছাড়িয়া দিয়াছিলাম; বরং আমরা আপনাদের অন্তরে এই উত্তর পাইয়া ছিলাম যে, মৃত্যু আসিতেছে, যেন আপনাদের উপর নির্ভর না দিয়া মৃতগণের উত্থাপনকারী ঈশ্বরের উপরে নির্ভর দিই" (২য় করিন্থীয় ১ঃ৮-৯ পদ)। ঈশ্বরের সার্বজনীন (বিশ্বজনীন) উদ্দেশ্য, কষ্টভোগ করছে বেশী এটি ঈশ্বরের সন্তুষ্টির জন্য এবং নিজের ও পৃথিবীর কম সন্তুষ্টির জন্য।

আমি কখনও শুনিনি কেউ বলে, "সত্যিকারের জীবনের গভীর শিক্ষা আসে আরাম আয়েশের মাধ্যমে, কিন্তু আমি শুনেছি পরাক্রমশালী (শক্তিশালী) সাধু বলে, "প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রসরে আমি সবসময় ঈশ্বরের ভালবাসার গভীরতা অবশ্যই ধরতে এবং গভীরভাবে তাঁর সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে পেরেছি যা দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে আসে। স্যামুয়েল রুথার কোর্ড বলেছেন যে, যখন তাকে ভূগর্ভস্থ্য ঘরের যন্ত্রণার মধ্যে ফেলা হয়, তিনি মনে করেছিলেন বড় রাজা (ঈশ্বর) যেখানে সর্বদা দ্রাক্ষারস রেখেছেন। চার্লস স্পরজন বলেছেন, যারা কষ্টের সমুদ্রে ডুব দেয় তার বিরল প্রজাতির মুক্তা আনে।

খ্রীষ্টকে শ্রেষ্ঠ সন্তোষটি (সন্তোষ) হিসাবে মহিমান্বিত করা

সবচেয়ে মূল্যবান মুক্তা খ্রীষ্টের গৌরব। পৌল গুরুত্ব দিয়েছেন যে, আমাদের দুঃখভোগের মধ্যে, খ্রীষ্টের সব-পর্যাপ্ত অনুগ্রহ বৃদ্ধি (মহিমান্বিত) হয়। যদি বিপদের মধ্যে আমরা তাঁর উপর নির্ভর করি, তিনি আমাদের প্রত্যাশিত আনন্দ বজায় রাখেন। তখন তিনি ঈশ্বরের

সর্ব পরিতৃপ্তকারী অনুগ্রহ এবং শক্তি দেখান যা তিনি নিজে। যদি আমরা শক্ত করে তাঁকে ধরি, যখন আমাদের আত্মার চারিদিকের সবকিছু পিছু হঠে, তখন আমরা দেখাই যে তিনি আমাদের বেশী আকাঙ্খিত যার জন্য আমরা হারিয়েছি। কষ্টভোগী শিষ্যদের (প্রেরিতদের) খ্রীষ্ট বলেছেন, "আর তিনি আমাকে বলিয়াছেন, আমার অনুগ্রহ তোমার পক্ষে যথেষ্ট; কেননা আমার শক্তি দুর্বলতায় সিদ্ধ পায়"।

পৌল এতে সারা দিয়েছিলেন, অতএব আমি বরং অতিশয় আনন্দের সহিত নানা দুর্বলতায় শ্লাঘা করিব, যেন খ্রীষ্টের শক্তি আমার উপরে অবস্থিতি করে; এই হেতু খ্রীষ্টের নিমিত্ত নানা দূর্বলতা, অপমান, অনটন, তাড়না, সঙ্কট ঘটিলে আমি প্রীত হই, কেননা যখন আমি দুর্বল তখনই বলবান (২য় করিন্থীয় ১২ঃ৯-১০ পদ)। সুতরাং দুঃখভোগ স্পষ্টতঃ ঈশ্বরের পরিকল্পনা কেবল মাত্র খ্রীষ্টিয়ানদের নিজেদের থেকে ছাড়াবার ও অনুগ্রহের পথ না, কিন্তু সেই অনুগ্রহকে আলো দিয়ে চিহ্নিত করার পথ এবং দিপ্তীময় করা। এটি সূক্ষ্মভাবে যা বিশ্বাস করে; এটি খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে অনুগ্রহ বৃদ্ধি করে।

ঈশ্বরীয় জীবনের গভীরতা দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে আবিষ্কৃত হয়। সুতরাং এটি যীশুর নিজের সঙ্গেও ছিল। "যদিও তিনি পুত্র ছিলেন, তথাপি যে সকল দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন, তদ্বারা আজ্ঞাবহতা শিক্ষা করিলেন"। (ইব্রীয় ৫ঃ৮ পদ)। একই বই (ইব্রীয়) যেখানে আমরা এটি পড়েছি যে, যীশু কখনও পাপ করেননি (ইব্রীয় ৪ঃ ১৫ পদ)। সুতরাং বাধ্যতা শিক্ষা করা মানে এটা নয় অবাধ্যতা থেকে বাধ্যতায় পর্যবসিত করা। এর মানে, বাধ্যতার অভিজ্ঞতায় ঈশ্বরের সঙ্গে গভীরতায় বৃদ্ধি পাওয়া। এর মানে ঈশ্বরের কাছে আত্ম সর্মপনের গভীরতার অভিজ্ঞতা যা অন্যভাবে দাবী করা যায় না।

খ্রীষ্টিয়ান দুঃখ ভোগের অবর্ননীয় কথা

পৌল চিন্তা (ধ্যান) করেছিলেন তার প্রভুর পথ অনুসরণ করে অগ্রসর হওয়া। কিন্তু ঠিক এই অবস্থায় আমি পৌলের কথায় আশ্চর্য হই। তিনি খ্রীষ্টের দুঃখ ভোগ এবং নিজের দুঃখভোগের সম্পর্ক তুলনা বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যা অবর্ণনীয় মনে হয়। তিনি কলসীয় মণ্ডলীকে বলেন, "এখন তোমাদের নিমিত্ত আমার যে সকল দুঃখভোগ হইয়া থাকে, তাহাতে আনন্দ করিতেছি, এবং খ্রীষ্টের ক্লেশভোগের যে অংশ অপূর্ণ রহিয়াছে তাহা আমার মাংসে তাঁহার দেহের নিমিত্ত পূর্ণ করিতেছি; সেই দেহ মণ্ডলী" (কলসীয় ১ঃ২৪ পদ)। এটি হতে পারে পৌলর দুঃখ ভোগের জীবন বেছে নেয়ার সবচেয়ে বড় প্রেরণা (অভিপ্রায়)। এই কথাগুলি আমাকে পূর্ণ করছে যীশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীর জন্য আকাঙ্খা। পৃথিবীতে খ্রীষ্টের রাজত্ব বৃদ্ধির জন্য নিয়োজিত থাকতে প্রয়োজনীয় দুঃখভোগকে আলিঙ্গন করা।

কেমনভাবে আমরা খ্রীষ্টের দুঃখভোগ সম্পূর্ণ করব?

পৌল কি অর্থ করেছেন যে তিনি খ্রীষ্টের দুঃখভোগের কি অভাব (ঘাটতি) পূর্ণ করছেন? "এটি কি যীশুর মৃত্যুর যথোচিতভাবে প্রায়শ্চিত্যের মূল্যের অবর্ণনীয় মর্যাদাহানী না? যীশু যখন মারা যান তখন কি নিজেই বলেননি, "সমাপ্ত হইল" (যোহন ১৯ঃ৩০ পদ)? এটা কি সত্য না যে, "একই নৈবেদ্য দ্বারা (খ্রীষ্ট), যাহারা পবিত্রীকৃত হয়, তাহাদিগকে চিরকালের জন্য সিদ্ধ করিয়াছেন" (ইব্রীয় ১০ঃ১৪ পদ)। এবং "নিজ রক্তের গুণে- একবারে পবিত্রস্থানে প্রবেশ করিয়াছেন, ও অনন্তকালীন মুক্তি উপার্জ্জন করিয়াছেন" (ইব্রীয় ৯ঃ১২ পদ)? পৌল জানতেন এবং শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, খ্রীষ্টের দুঃখভোগ আমাদের সত্যের প্রতিপাদক এর একটি সম্পূর্ণ এবং যথোচিতভাবে কারণ আমরা তাঁর "রক্তের দ্বারা ধার্মিক গণিত হইয়াছি" (রোমীয় ৫ঃ৯ পদ)। পৌল শিক্ষা দিয়েছিলেন, খ্রীষ্ট দুঃখভোগকে বেছে নিয়েছিলেন, "এবং মৃত্যু পর্যন্ত আজ্ঞাবহ হইলেন" (ফিলিপীয় ২ঃ৮ পদ)। দুঃখভোগের বাধ্যতা,

আমাদের ঈশ্বরের সম্মুখে ধার্মিকতার সর্বযথোচিত কারণ। "কারণ যেমন সেই এক মনুষ্যের (আদম) অনাজ্ঞাবহতা দ্বারা অনেককে পাপী বলিয়া ধরা হইল, তেমনি সেই আর এক ব্যক্তির (খ্রীষ্টের) আজ্ঞাবহতা দ্বারা অনেককে ধার্মিক বলিয়া ধরা হইবে" (রোমীয় ৫ঃ১৯ পদ)। সুতরাং পৌল এই অর্থ করেননি যে, তার দুঃখভোগ খ্রীষ্টের দুঃখভোগের প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ করেছি।

একটা ভাল ব্যাখ্যা আছে। পৌলের দুঃখভোগ খ্রীষ্টের দুঃখভোগ সম্পূর্ণ করেছে, সেগুলোর (খ্রীষ্টের দুঃখ ভোগ) মূল্যে কোন কিছু যোগ না করে, কিন্তু লোকদের সেগুলি বাড়িয়ে দিয়ে যাতে তাদের পরিত্রাণ হয়। খ্রীষ্টের দুঃখভোগ কিসের অভাব, যে সেগুলোর মুল্য কম, যেন যারা বিশ্বাস করবে তাদের পাপ আবৃত করার জন্য যথেষ্ট না। যা অভাব যে খ্রীষ্টের দুঃখ ভোগের, খ্রীষ্টের কষ্ট ভোগের অপরিসীম মূল্যের অভাব এটা পৃথিবীতে জানা নাই এবং বিশ্বাস করা হয় না। বেশীর ভাগ লোকের নিকট এই সমস্ত দুঃখভোগের অর্থ এখনও লুকান আছে। এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা (অভিপ্রায়) এই রহস্য সমস্ত জাতিগণের নিকট প্রকাশিত হউক। সুতরাং খ্রীষ্টের দুঃখভোগ সমূহের "অভাব" এই অর্থে যে সেসব জাতিগণের মধ্যে যাদের দেখা যায়নি, জানা যায়নি এবং ভালবাসা যায়নি। সেগুলি পৃথিবীর সুসমাচার প্রচারকদের দ্বারা নিশ্চয় বহন করা হবে। এবং এই সব পালকগণ যারা "সমাপ্ত" শব্দ যা খ্রীষ্টের দুঃখ ভোগের মধ্যে অভাব আছে, তা অন্যদের কাছে পরিবর্দ্ধিত করে।

ইফাফ্রদীত চাবিকাঠি

এই ব্যাখ্যার একটি বলিষ্ট স্বীকৃতি আছে- এই একই ধরণের বাক্য যা ফিলিপীয় ২ঃ৩০ পদে আছে। ফিলিপীয় মণ্ডলীতে একজন লোক ছিলেন যার নাম ইপাফ্রদীত। যখন সেখানকার মণ্ডলী পৌলের জন্য সাহায্য জমা করেছিল (সম্ভবত টাকা পয়সা অথবা জিনিস-পত্র অথবা

বই-পত্র), তারা ঠিক করেছিল সেগুলি ইপাফ্রদীতের হাতে রোমে পৌলকে পাঠাতে।

এই সমস্ত জিনিস-পত্র নিয়ে ভ্রমণ করার সময় ইপাফ্রদীত প্রায় তার প্রাণ হারাচ্ছিল। সে মৃত্যু মুখে অসুস্থ ছিল, কিন্তু ঈশ্বর তাকে রক্ষা করেন (ফিলিপীয় ২ঃ২৭ পদ)।

সুতরাং পৌল ফিলিপীয় মণ্ডলীকে বলেছেন, যখন ইফাফ্রদীত ফিরে আসবে তাকে সম্মান জানাতে (পদ ২৯), এবং তিনি কারণ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে কথাগুলি কলসীয় ১ঃ২৪ পদের মত। তিনি বলেন, "খ্রীষ্টের কাজের জন্য, মৃত্যুর কাছাকাছি এসেছিল, তার জীবনকে ঝুঁকি নিয়ে পূর্ণ করতে (কলসীয় ১ঃ২৪ পদের একই ধরণের কথা) বা অংশ অপূর্ণ রয়েছে (কলসীয় ১ঃ২৪ পদের একই কথা) আমার জন্য তোমাদের কাজের জন্য"। গ্রীক ভাষায় মূল কথা "আমার (পৌলের) কাজের জন্য যাহা অপূর্ণ রয়েছে তাহা পূর্ণ করতে" এটা প্রায় একই কথা "খ্রীষ্টের ক্লেশভোগের যে অংশ অপূর্ণ রহিয়াছে- তাঁহার (খ্রীষ্টের) দেহের নিমিত্ত পূর্ণ করতে"।

তাহলে কি অর্থে পৌলের জন্য ফিলিপীয়দের কাজ "অপূর্ণ" এবং কি অর্থে ইফাফ্রদীত "পূর্ণ" করেছে যা তাদের (ফিলিপীয়দের) কাজে অপূর্ণ ছিল? একশ বৎসর পূর্বে মারভিন ভিনসেন্ট, একজন ভাষ্যকার এই ভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন ঃ

পৌলের জন্য দান মণ্ডলীর দেহ (খ্রীষ্টের) হিসাবে দান। এটা ভালবাসার উৎসর্গকৃত দান! কি অপূর্ণ ছিল এবং পৌলের জন্য ও মণ্ডলীর জন্য কৃতজ্ঞতা একই ধরণের এবং ব্যক্তিগত ভাবে এই উৎসর্গে মণ্ডলীর দান। এটি অসম্ভব, এবং পৌল ইপাফ্রদীতকে ঘোষনা করেছেন এই অপূর্ণতাকে সরবরাহ করে তার (পৌলের) স্নেহপুর্ণ ও উদ্দীপনাময় পরিচর্যায়।

আমি মনে করি, কলসীয় ১ঃ২৪ পদের কথাগুলির মত হুবহু একই কথা। খ্রীষ্ট, পাপীদের জন্য দুঃখভোগ ও মৃত্যুবরণ করে পৃথিবীর জন্য ভালবাসার উৎসর্গ প্রস্তুত করেছেন। এটি পরিপূর্ণ এবং কিছুই অপূর্ণ নয়- একটি জিনিস ছাড়া, পৃথিবীর জাতিগণের কাছে খ্রীষ্টের ব্যক্তিগত উপস্থিতি। এই অপূর্ণতায় ঈশ্বরের- উত্তর, খ্রীষ্টের মানুষদের আহবান করা (পৌলের মত লোকদের), জগতের জন্য খ্রীষ্টের দুঃখভোগের ব্যক্তিগত উপহার হিসাবে।

এটি করতে আমরা- খ্রীষ্টের দুঃখভোগে যে অপূর্ণতা আছে তা পূর্ণ করি। যার জন্য পরিকল্পিত হয়েছে আমরা তা শেষ করি, যেমন (যথা), সেই সব লোকদের কাছে ব্যক্তিগত উপহার, যারা সেগুলোর (দুঃখভোগ সমূহের) অপরিসীম মূল্যের কথা জানেনা।

কষ্ট দিয়ে কষ্ট পূরণ করা

কলসীয় ১ঃ২৪ পদে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয়, খ্রীষ্টের দুঃখভোগের যা অপূর্ণ ছিল পৌল সেসব কিভাবে শেষ করেছেন। তিনি বলেন এটা তার নিজের দুঃখ কষ্টের মধ্যে খ্রীষ্টের দুঃখভোগ পূর্ণ (শেষ) হয়েছে। আমার দুঃখভোগে আমি আনন্দ করি কারণ তোমরা ও আমি আমার দেহে পূর্ণ (শেষ) করি যা খ্রীষ্টের দুঃখভোগে অপূর্ণ আছে। এর অর্থ, তাহলে পৌল খ্রীষ্টের দুঃখভোগ দেখান নিজে দুঃখভোগ করে, তাদের জন্য, যাদের তিনি জয় করতে চেষ্টা করেন। তার কষ্টের মধ্যে তারা খ্রীষ্টের দুঃখভোগ দেখতে পান। এখানে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হওয়ার পরিনাম ঃ ঈশ্বর ইচ্ছা করেন খ্রীষ্টের দুঃখভোগ জগতে উৎসর্গীকৃত হোক, তাঁর লোকদের দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে। ঈশ্বর বাস্তবিক মনে করেন, খ্রীষ্টের দেহ, মণ্ডলী, খ্রীষ্ট যা ভোগ করেছেন তার কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করবে, যেন যখন আমরা ঘোষনা করি ক্রুশ জীবনের পথ, লোকে আমাদের উপর ক্রুশের চিহ্ন দেখবে এবং আমাদের থেকে ক্রুশের প্রতি ভালবাসা অনুভব করবে। আমাদের আহবান লোকদের কাছে খ্রীষ্টের

দুঃখভোগ বাস্তবে দেখান- আমাদের দুঃখ ভোগের অভিজ্ঞতা তাদের কাছে পরিত্রাণের বার্তা এনে দেবে।

যেহেতু খ্রীষ্ট আর জগতে নাই, তিনি চান, তার দেহ, মণ্ডলী, তাঁর (খ্রীষ্টের) দুঃখভোগ প্রকাশ করুক তার (মণ্ডলীর) নিজের দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে। যেহেতু আমরা তাঁর দেহ, আমাদের দুঃখভোগ তাঁরই দুঃখভোগ। রুমানিয়ার পালক যোষেফ টন এইভাবে বলেছেন, "আমি যীশু খ্রীষ্টের বিস্তার (সম্প্রসারণ)। যখন আমি রুমানিয়ায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলাম, তিনি (খ্রীষ্ট) আমার শরীরে দুঃখভোগ করেছেন, এটি আমার কষ্ট ভোগ না ঃ "তাঁর দুঃখভোগে অংশ গ্রহণ করতে কেবলমাত্র আমার সম্মান"। সুতরাং আমাদের দুঃখভোগ, পৃথিবীর জন্য খ্রীষ্টের দয়ার (করুণার) ভালবাসার সাক্ষ্য দেয়।

আমার দেহে আমি খ্রীষ্টের চিহ্ন বহন করি

এজন্য পৌল বলেছেন, তার দাহ, "খ্রীষ্টের দাহ" তার ক্ষতের মধ্যে লোকে খ্রীষ্টের ক্ষত দেখতে পায়। "আমি যীশুর দাহ চিহ্ন সকল আপন দেহে বহন করিতেছি" (গালাতীয় ৬ঃ১৭ পদ)। যীশুর চিহ্ন বহন করা যেন যীশুকে দেখান যায়, এবং তাঁর ভালবাসা বলিষ্ঠভাবে কাজ করে যারা তা দেখে। "আমরা সর্বদা এই দেহে যীশুর মৃত্যু বহন করিয়া বেড়াইতেছি, যেন যীশুর জীবনও আমাদের দেহে প্রকাশ পায়। কেননা আমরা জীবিত হইয়াও যীশুর জন্য সর্বদাই মৃত্যু মুখে সমর্পিত হইতেছি, যেন আমাদের মর্ত্ত্য মাংসে যীশুর জীবনও প্রকাশ পায়। এইরূপে আমাদিগেতে মৃত্যু, কিন্তু তোমাদিগেতে জীবন কার্য সাধন করিতেছে" (২য় করিন্থীয় ৪ঃ১০-১২ পদ)।

সাক্ষ্যমরদের (শহীদদের) রক্ত হচ্ছে বীজ

খ্রীষ্ট ধর্মের প্রসারের ইতিহাস প্রমান করেছে "সাক্ষ্যমরদের রক্ত বীজের মত"- খ্রীষ্ট নতুন জীবনের বীজ সমস্ত জগতে প্রসার লাভ

করেছে। প্রায় তিনশত বৎসর খ্রীষ্ট ধর্ম সাক্ষ্যমরদের রক্তে সিক্ত (ভেজান) ভুমিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। "History of Christian Mission" পুস্তকে ষ্টিফেন নেল উল্লেখ করেছেন আদি খ্রীষ্টিয়ানদের দুঃখভোগ ৬টি প্রধান কারণের মধ্যে একটি মণ্ডলীর খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি।

বিপদজনক অবস্থার জন্য, আইনের মুখোমুখি, খ্রীষ্টিয়ানগণকে গোপনে মিলতে বাধ্য হয়েছিল- প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ান জানতেন আগে বা পরে তাঁর মৃত্যুর বিনিময়ে বিশ্বাসের সাক্ষ্য দিতে হবে- যখন নির্যাতন (নিপীড়ন) শুরু হয়েছিল, শহীদ হওয়া, অতিমাত্রায় প্রকাশ্যে দেখান হ'ত।

রোমীয় সাধারণ লোক খুব শক্ত ও নিষ্ঠুর ছিল, কিন্তু সকলে করুণা শূন্য (দয়ামায়াহীন) ছিলনা; এবং এর কোন সন্দেহ নাই, শহীদের আচরণ, বিশেষ করে যুবতী মহিলাদের, যারা পুরুষদের সঙ্গে কষ্ট ভোগ করতেন, (মনে) খুব গভীরভাবে দাগ কাটত..... আগেকালের রেকর্ড, যা আমরা দেখি শান্ত, সম্মান জনক, নম্র ব্যবহার; অত্যাচারের মুহূর্তে, শান্ত সহজ, শত্রুদের প্রতি শিষ্টাচার, এবং আনন্দিতভাবে কষ্টকে গ্রহণ, যেমনভাবে প্রভু (খ্রীষ্ট) মনোনীত করেছেন তাঁর স্বর্গীয় রাজ্যে পরিচালিত করার জন্য। পরজাতীয়দের খ্রীষ্টকে গ্রহণ করার অনেক ভালভাবে প্রমানিত ঘটনা আছে যখন খ্রীষ্টিয়ানদের দোষারোপ এবং মৃত্যু দেখার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে (তারা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছিল); যাদের মনে (ঘটনা সমূহ) গভীরভাবে দাগ কেটেছিল- সময়ের ব্যবধানে তারা জীবন্ত বিশ্বাসে পরিনত হবে (তারা বিশ্বাসী হবে)।

"কেমন করে আমি আমার রাজার নিন্দা করব যিনি আমাকে পরিত্রাণ দিয়েছেন?"

দুঃখভোগের মধ্যদিয়ে এরূপ বলিষ্ট সাক্ষ্য দিবার একটি উদাহরণ পলিকার্পের সাক্ষ্যমর (শহীদ) হওয়া, যিনি স্মূর্ণার বিশপ ছিলেন এবং ১৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান। তার ছাত্র ইরিনিয়াস বলেছেন যে পলিকার্প শিষ্য যোহনের ছাত্র ছিলেন।

আমরা জানি তিনি (পলিকার্প) অনেক বৃদ্ধ ছিলেন, যখন তিনি মারা যান, কারণ যখন প্রোকাউন্সিন তাকে আদেশ করেছিল তার বিশ্বাস মিথ্যা বলে প্রত্যাহার করা এবং খ্রীষ্টের নিন্দা করা, (অভিশাপ দেওয়া) তিনি বলেছিলেন, "ছিয়াশী বৎসর আমি তাঁর সেবা করেছি এবং তিনি আমার কোন অনিষ্ট করেননি; তাহলে আমি কেমন করে আমার রাজাকে নিন্দা করবো যিনি আমাকে পরিত্রাণ দিয়েছেন?"

এক মৌসুম নির্যাতনের পর, স্মূর্ণার একদল ক্ষিপ্ত লোক চিৎকার করেছিল পলিকার্পকে খুঁজে বার করার জন্য। তিনি শহরের ঠিক বাইরে একটি শহরে চলে গিয়েছিলেন এবং তার মৃত্যুর তিন দিন পূর্বে একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন যার থেকে তিনি উপসংহারে (শেষে) বলেছিলেন "আমাকে নিশ্চয় পুড়ে মরতে হবে"।

সুতরাং যখন পরিশেষে অনুসন্ধান করা হয়েছিল, পালিয়ে যাবার পরিবর্তে তিনি বলেছিলেন, "ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হোক"। সাক্ষ্যমর (শহীদ) হওয়ার প্রাচীন ঘটনার নিম্নলিখিত বর্ণনা দিয়েছে।

সুতরাং তাদের পৌঁছানোর খবর শুনে নেমে এসে তাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন, সুতরাং যারা উপস্থিত ছিল, সকলে তার বয়স এবং দৃঢ় চিত্ততার জন্য আশ্চর্য হয়েছিল- এবং একজন বৃদ্ধ মানুষের গ্রেফতার সম্বন্ধে এত অকারণ হৈ চৈ এ। তারপর তিনি (পলিকার্প) হুকুম

দিয়েছিলেন তাদের কিছু খেতে দিতে ও পান করতে দিতে, সেই শেষের মুহূর্তে এবং যতটা (খাদ্য ও পানীয়) তারা চেয়েছিল। তারপর তিনি (পলিকার্প) অনুরোধ করেছিলেন তাকে যেন এক ঘন্টা সময় দেওয়া হয় যাতে তিনি স্বাধীনভাবে প্রার্থনা করতে পারেন। তারা তাকে ছুটি দিয়েছিল, এবং তিনি দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করেছিলেন, তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহে এত পূর্ণ হয়েছিলেন যে দুই ঘন্টা তিনি তার শান্তি ধরে রাখতে পারেন নি, যারা শুনেছিল তারা আশ্চর্য হয়েছিল, এবং মানুষরা অনুশোচনা করেছিল তারা একজন সম্মানী বৃদ্ধ লোকের পিছনে এসেছে।

যখন তাকে আনা হয়েছিল এবং আগুনে পুড়ে মারার শাস্তি দেওয়া হয়েছিল, তারা খুঁটির সঙ্গে তার হাত পেরেক গেঁথে শক্ত করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তিনি এর বিরুদ্ধে অনুরোধ জানিয়েছিল এবং বলেছিলেন, "আমি যেমন আছি আমাকে সে রকম থাকতে দিন। যিনি আমাকে আগুন সহ্য করতে সাহায্য দেন তিনি পেরেক মারা ছাড়াও আমাকে নাড়াচড়া ছাড়া চিতায় (কাঠের স্তুপ) থাকতে (সাহায্য) করবেন"। "যখন আগুন তার দেহকে ভস্মীভুত করেনি, একজন জল্লাদ তার শরীরের ভিতর ছোড়া চালিয়েছিল। প্রাচীন বিবরণ এইভাবে সমাপ্ত করেছিল, সমগ্র জনতা, অবিশ্বাসী ও মনোনীততের মধ্যে এতবড় পার্থক্যে আশ্চর্য হয়েছিল"।

বড় ধরণের মাপকাঠিতে, প্রথম শতাব্দীগুলিতে এটি খ্রীষ্ট ধর্মের বিজয় বলে ব্যাখ্যা দেয়। তাদের দুঃখভোগের মধ্যদিয়ে তারা বিজয়ী হয়েছিল। এটি কেবলমাত্র তাদের সাক্ষ্যতে সহগামী হওয়া না, তাদের সাক্ষ্য বিজয় মুকুট লাভ করা পর্যন্ত। "আর মেষশাবকের রক্ত প্রযুক্ত, এবং আপন আপন সাক্ষ্যের বাক্য প্রযুক্ত, তাহারা তাহাকে জয় করিয়াছে; আর তাহারা মৃত্যু পর্যন্ত আপন আপন প্রাণও প্রিয় জ্ঞান করে নাই" (প্রকাশিত বাক্য ১২ঃ১১ পদ)।

না, যে পর্যন্ত না সাক্ষ্যমরদের (শহীদদের) সংখ্যাপূর্ণ হয়

এটি ইতিহাসের কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, এবং মণ্ডলী বিস্তার লাভ করেছে এবং শক্তিশালী হয়েছে দুঃখভোগ এবং শহীদ হওয়ার মধ্য দিয়ে। ঈশ্বর এইভাবে রাস্তা স্থির করেছেন। একটি সবচেয়ে শক্তিশালী সাক্ষ্য প্রমাণ যে ঈশ্বর তার দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে মানুষের জন্য পরিত্রাণের উদ্দেশ্য দুঃখভোগ দ্বারা সিদ্ধ করেন যা প্রকাশিত বাক্যে পাওয়া যায়। স্বর্গের একটা দর্শন দ্বারা যেখানে শহীদের আত্মা কাঁদে (কাঁদছে) "কত দেরী হে প্রভু কত দেরী"? অন্যভাবে বলতে গেলে কখন ইতিহাস পূর্ণ হবে এবং আপনার পরিত্রাণের ও বিচারের উদ্দেশ্য সু-সম্পন্ন হবে? উত্তর, "আমাদের সকলের জন্য পূর্ব পরিকল্পিত যারা (খ্রীষ্টের) মহান আজ্ঞা পূর্ণ করতে অংশ গ্রহণ করতে চান"। তাহাদিগকে বলা হইল যে, তাহাদের যে সহদাস ও ভ্রাতৃগণকে তাঁহাদের ন্যায় নিহত হইতে হইবে, যে পর্যন্ত তাদের সংখ্যা পূর্ণ না হয়; আর কিঞ্চিৎ কাল বিরাম করতে হইবে" (প্রকাশিত বাক্য ৬ঃ১১ পদ)।

এটার মানে এই ঈশ্বরের পরিকল্পনা আছে তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সাক্ষ্যমরের সংখ্যা পূর্ণ করতে। যখন সংখ্যা পূর্ণ হবে, তখন শেষ আসবে। ১৯৮৯ সালে ম্যানিলায় ওয়ার্ল্ড এভানজিলাইজেনের দ্বিতীয় লাউসানী কংগ্রেস এ জর্জ ওটিস, অনেককে আঘাত (মনে) দিয়েছিলেন যখন তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "মুসলিম দেশসমূহে আমাদের সাফল্য অর্জন (উন্নতি করার) না করার কারণ কি সাক্ষ্যমরদের অনুপস্থিতি? একটি লুকান (গুপ্ত) মণ্ডলী কি শক্তিতে বৃদ্ধি পেতে পারে? (শক্তিশালী হতে পারে?) একটি নতুন মণ্ডলীতে কি সাক্ষ্যমরদের প্রয়োজনীতা আছে?" সামঞ্জস্য রেখে তিনি তার বই, The last is its Giants, (শেষ দৈত্য দল) শেষ করেছিলেন একটা অধ্যায়, "ঝুঁকিপূর্ণ নিরাপত্তা" দিয়ে।

মণ্ডলী কি রাজনৈতিক বা সামাজিকভাবে অবস্থার চেষ্টা করছে লুকিয়ে থাকতে, যেন খ্রীষ্ট ধর্মের বিরুদ্ধে যে শত্রুভাবাপন্ন যে শক্তি ধ্বংস করতে পারে, তাকে এড়িয়ে যেতে? অথবা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ও বঞ্চনার সঙ্গে আরও বেশী খোলাখুলি সংঘর্ষ জয়লাভ করা- এমনকি যদি এটা খ্রীষ্টিয়ান সাক্ষ্যমর উৎপন্ন করে হয়ত বেশী করে প্রচার মুখী অবস্থার দিকে- পরিচালিত করবে বল-পূর্বক পথ করে নিতে?

মুসলমান মৌলবাদীরা দাবী করে তাদের আধ্যাত্মিক আন্দোলনে শহীদদের রক্ত ইন্ধন যুগিয়েছে। এটি কল্পনাসাধ্য (মনে করা যায়) যে খ্রীষ্ট ধর্মের বিফলতা মুসলিম জগতে সফলতা অর্জন করতে, কি উল্লেখযোগ্য খ্রীষ্টিয়ান সাক্ষ্যমরদের অনুপস্থিতি? এবং মুসলিম সম্প্রদায় বিশেষভাবে দাবী করতে পারে যে মণ্ডলী লুকান আছে? প্রশ্ন হচ্ছে কোন সময়ে এটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে, গোপনে কৌশলে উপাসনা করা ও সাক্ষ্য দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ, অথবা কতদিন এটা চলতে পারে যতদিন না আমরা আমাদের আলো দীপাধারের নিচে লুকিয়ে রাখার জন্য দোষী না হই।

এটা লিপিবদ্ধ আছে- যিরূশালেম থেকে, দামস্ক থেকে ইফিষীয় এবং রোম প্রেরিতগণ আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিল, প্রস্তরাঘাত হয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল এবং সাক্ষ্যের জন্য কারারুদ্ধ হয়েছিল। আমন্ত্রণ বিরল ছিল এবং কখনও তাদের প্রচারের (মিশন) ভিত্তি ছিল না।

কোন সন্দেহ নাই ওটিস মহান গ্রেগরীর সঙ্গে একমত হবে (পোপ ৫৯০ থেকে ৬০৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত), যখন তিনি বলেছিলেন, "বিশ্বাসীদের জন্য সাক্ষ্যমরদের মৃত্যু আর্শীবাদ"!

আমাদের ক্ষত থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়েছে একটি ঝরণার মত

আমাদের নিজের সময়ে অসংখ্য উদাহরণ আছে, কলসীয় ১ঃ২৪ পদে যেরূপ আছে সেই ভাবে দুঃখভোগ পছন্দ করা হয়েছে- খ্রীষ্টের দুঃখভোগে যা অপূর্ণ আছে তা পূরণ করা- তাদেরকে অন্যদের কাজে উপস্থিত করা (জানান), কষ্টের মধ্য দিয়ে। যখন আমি ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দে এই অধ্যায় লিখছি, একজন মিশনারীর চিঠিতে যাতে এরূপ দুঃখভোগ বর্ণনা করা হয়েছে, যা আমার মনোযোগে এসেছে। আমি তাড়াতাড়ি আফ্রিকাতে, ই-মেইল পাঠাই ঘটনার বাস্তবতা প্রতিপন্ন করতে। তিনি ব্যক্তিগতভাবে ডানসার সঙ্গে কথা বলেন, যে লোকটির সম্বন্ধে এই ঘটনা, এবং গল্পটি উদ্ধৃতি করতে, সেই চিঠির মধ্যে ডানসার কথা থেকেঃ

প্রায় ১৯৮০ সালের দিকে, আমার অঞ্চল ওলাটে, কমিউনিষ্ট সরকারের স্থানীয় কর্মচারীদের থেকে কঠোর (তীব্র) নির্যাতন হচ্ছিল। সেই সময় আমি একটি সরকারী অফিসে কাজ করছিলাম, কিন্তু আমি, আমার অঞ্চলের সমস্ত খ্রীষ্টিয়ান ইউথ এসোসিয়েশনের নেতা হিসাবে কাজ করছিলাম। কমিউনিষ্ট কর্মচারীগণ বার বার আমার কাছে এসেছিল এবং আমাকে বলেছিল আমি যেন যুবকদের বিপ্লবী মতবাদ শিক্ষা দিই। অনেক খ্রীষ্টিয়ান এটা দিচ্ছিল কারণ খুব বেশী চাপ ছিল, কিন্তু আমি কেবলমাত্র না বলেছিলাম।

প্রথমে তাদের প্রস্তাব (অনুরোধ) সন্দেহাতীত ছিল? তারা আমার পদোন্নতি দিয়েছিল এবং মাইনে বাড়িয়ে ছিল। কিন্তু তারপর বন্দীদশা এসেছিল। প্রথম ২টি (জেলখানা) অল্প সময়ের ছিল। তৃতীয় এক বৎসর স্থায়ী হয়েছিল। এই সময়ে কমিউনিষ্ট ক্যাডারগণ প্রতিদিন (নিয়মিত) আমাদের ৯ জন বিশ্বাসীর (৬ জন পুরুষ ও ৩ জন স্ত্রী লোক- তাদের মধ্যে ১ জন পরবর্তীতে আমার স্ত্রী হয়েছিল) মগজ ধোলাই করছিল, যাদের একসঙ্গে রাখা হয়েছিল। কিন্তু যখন একজন ক্যাডার খ্রীষ্ট ধর্ম

গ্রহণ করেছিল, আমাদের প্রহার করা হয়েছিল এবং দূর থেকে পানি টেনে আনা এবং ভারী পাথর বওয়া এবং কৃষিক্ষেত্র পরিষ্কার করার কাজ সমূহ জোর পূর্বক করানো হয়েছিল।

দুই সপ্তাহব্যাপী সবচেয়ে খারাপ সময় এসেছিল যখন জেলখানার কর্মচারীগণ আমাদের খুব ভোরে জাগিয়ে, যখন অন্ধকার ছিল এবং কিছু দেখা যেত না, আমাদের বাধ্য করেছিল শহরের ১.৫ কিঃ, মিঃ কাঁকড়ের রাস্তা খালি হাঁটুর উপর হাঁটতে। এতে আমাদের ৩ ঘন্টা লাগত। প্রথম দিনের পর, আমাদের ক্ষত (যা) থেকে ঝরণার মত রক্ত বেরুত, কিন্তু আমরা কোন কিছু অনুভব করতাম না। অন্য একটা সময়ে, বিশেষ করে একজন নিষ্ঠুর জেলখানার কর্মচারী কড়া রোদের মধ্যে আমাদের শুইয়ে দিত টানা ছয় ঘন্টা।

আমি জানিনা, কেননা আমি তাকে এটা বলেছিলাম, যখন আমরা শেষ করেছিলাম, আমি তাকে বলেছিলাম, "তুমি চাচ্ছ সূর্যরশ্মি আমাদের আঘাত করে, কিন্তু ঈশ্বর তোমাকে আঘাত করবেন"। এর অল্প সময় পরে লোকটির ডাইবেটিক রোগ হয়েছিল এবং সে মারা গিয়েছিল।

যখন কয়েক বৎসর কমিউনিষ্ট সরকারের পতন হয়েছিল, জেলখানার উচ্চ কর্মচারীগণ আমাদের জেলে প্রচার করতে নিমন্ত্রণ করেছিল। সেই সময় ১২ জন কয়েদী যারা মানুষ খুন করার অপরাধে জেলে ছিল, তারা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছিল। আমরা জেলে প্রচার চালিয়ে গিয়েছিলাম এবং এখন ১৭০ জন বিশ্বাসী আছেন। বেশীরভাগ জেলখানার কর্মচারী খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করেছিল।

কেবলমাত্র ঈশ্বর সমস্ত প্রভাব বাছতে পারেন, যা এই আশ্চর্যজনক ফসল কাটার সময়, জেলখানার অভ্যন্তরীন ও কর্মচারীদের পরিচালিত

করে। কিন্তু এটি নিশ্চয় সরলভাবে চিন্তা করা যায় যে ডানসার দুঃখভোগ, খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের জীবনে খ্রীষ্টের বাস্তবতার বাধ্যতার নিবেদনের অংশ না।

খ্রীষ্ট এবং পরিত্রাণের জন্য পদ মর্যাদা হীন (নিচু) করা (পদ অবনিত)

যোষেফ সন গভীরভাবে চিন্তা করেছেন খ্রীষ্টের দুঃখভোগের সম্বন্ধে যা খ্রীষ্টকে জগতে প্রকাশ করার একটা পথ। ১৯৮১ সাল পর্যন্ত তিনি রুমানিয়ার অরাডিয়ার দ্বিতীয় ব্যাপ্টিষ্ট মণ্ডলীর পালক ছিলেন, যখন সরকার তাকে নির্বাসন দিয়েছিলেন। আমি শুনেছি তাকে কলসীয় ১ঃ২৪ পদ ব্যাখ্যা করতে এই বলে, "খ্রীষ্টের দুঃখ ভোগ প্রায়শ্চিত্তের" জন্য এবং আমাদের কষ্টভোগ "বিস্তার" এর জন্য। তিনি দেখিয়েছেন কেবলমাত্র কলসীয় ১ঃ২৪ পদ নয়, কিন্তু ২য় তীমথিয় ২ঃ১০ পদও কষ্টভোগ সুসমাচার প্রচারের উপায়, "আমি মনোনীতদের নিমিত্ত সকলই সহ্য করি, যেন তাহারাও খ্রীষ্ট যীশুতে স্থিত পরিত্রাণ অনন্তকালীন প্রতাপের সহিত প্রাপ্ত হয়" ২য় তীমথিয় ২ঃ১০ পদ)। যোষেফ সনের মতে, পৌল বলছেন, আমি যদি এন্টিওকে না যেতাম , সেই সমৃদ্ধশালী ও শান্তিপূর্ণ শহর, সেই সুন্দর মণ্ডলীতে যাতে অনেক ভাববাদী ছিলেন এবং এত আর্শীবাদ, এশিয়া মাইনর অথবা ইউরোপের কেউ পরিত্রাণ পেত না। তাদের পরিত্রাণের জন্য, আমাকে গ্রহণ করতে হয়েছে, দন্ড দ্বারা আঘাত, বেত্রাঘাত, প্রস্তরাঘাত, জঞ্জাল, একটি হাঁটা মৃত্যু। কিন্তু আমি যখন এইভাবে হাঁটি, ক্ষত-বিক্ষত এবং রক্ত পড়ছে, লোকে ঈশ্বরের ভালবাসা দেখে, লোকে ক্রুশের খবর (বার্তা) শুনে এবং তারা পরিত্রাণ পায়। যদি আমরা নিরাপদে প্রাচুর্যের মণ্ডলীতে থাকি, এবং আমরা ক্রুশ গ্রহণ করি না, অন্যান্যরা পরিত্রাণ পাবেনা।

কতজন পরিত্রাণ পাবে না, যদি আমরা ক্রুশকে গ্রহণ না করি। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন কেমন করে খ্রীষ্টিয়ানদের দুঃখভোগ প্রায় ফলপ্রসূ

সুসমাচার প্রচারের উপায় হয়। একজন মানুষ ছিল, যিনি গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন এবং আমি তাকে বাপ্তিস্ম দিয়েছিলাম, আমাকে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "এখন আমি কি করব? তারা আমাকে প্রকাশ করার জন্য ৩/৪ হাজার লোক জড়ো করবে এবং আমাকে ঠাট্টা করবে। তারা আত্ম-রক্ষার জন্য আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিবেন। আমি এটা কিভাবে করব?"

ভাই, আমি তাকে বলেছিলাম, আত্মরক্ষা করাটা শুধু একমাত্র জিনিস যা আপনি করবেন না। এটাই আপনার একমাত্র সুযোগ তাদেরকে বলতে, আপনি পূর্বে কেমন ছিলেন, এবং যীশু আপনার কি করেছেন; যীশু কে এবং তিনি এখন আপনার জন্য কি। "তার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল" হয়েছিল এবং তিনি বলেছিলেন, "ভাই যোষেফ, আমি জানি আমি এখন কি করতে যাচ্ছি"। এবং তিনি এটা ভালভাবে করেছিলেন ....., এত ভাল যে সাংঘাতিকভাবে তার পদ অবনতি হয়েছিল। তিনি তার প্রায় অর্ধেক বেতন হারিয়েছিলেন (কমে গিয়েছিল) কিন্তু তার পরে তিনি আমার কাছে আসছিলেন আমাকে বলেছিলেন, "ভাই যোষেফ, আপনি জানেন, এখন আমি কারখানায় হাটতে পারি না- কেউ না কেউ আমার কাছে আসে। যেখানে আমি যাই, কেউ আমাকে একটা কোনে টেনে নিয়ে যায়, চারিদিকে তাকায় দেখতে যে সে আমার সঙ্গে কথা বলছে এটা যেন কেউ না দেখে এবং তারপর চুপি চুপি বলে, "আমাকে তোমার মণ্ডলীর ঠিকানা দেও", অথবা "আমাকে যীশুর সম্বন্ধে আরও কিছু বল অথবা আমাকে দিবার জন্য কি একটা বাইবেল হবে"? সব ধরণের দুঃখভোগ একটা মিনিষ্ট্রি হতে পারে অন্য মানুষদের পরিত্রাণের জন্য।

জাতিগণের জন্য কষ্টভোগ পছন্দ করা (বেছে নেওয়া)

আমি পরিশেষে জানাচ্ছি, যখন পৌল বলেছেন, "যদি এই জীবনের জন্য কেবলমাত্র খ্রীষ্টে প্রত্যাশা থাকে, সব মানুষের মধ্যে

আমরা দুর্ভাগা", তিনি অর্থ করেছেন খ্রীষ্ট ধর্ম মানে খ্রীষ্টের জন্য দুঃখ ভোগের জীবন বেছে নেওয়া ও আলিঙ্গন করা সেটি যদি খ্রীষ্টে দূর্ভাগা হয় তবে তা মিথ্যা প্রমানিত হয়েছে। খ্রীষ্ট ধর্ম সেই জীবন নয় পুনরুত্থানে খ্রীষ্টের সহিত প্রত্যাশা ও সহভাগিতা ছাড়া কিন্তু প্রাচুর্য ও সন্তোষকে আলিঙ্গন করা। এবং আমরা যা দেখেছি এই দুঃখভোগের মধ্যে কেবলমাত্র খ্রীষ্টের সাক্ষ্যের সহগামী হওয়া না, এটি তার চাক্ষুষ প্রকাশ। আমাদের কষ্টভোগের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের দুঃখভোগকে আমরা জানি (বুঝতে পারি), যেন লোকে দেখতে পারে খ্রীষ্ট কি ধরণের ভালবাসা দান করেছিলেন। আমরা খ্রীষ্টের কষ্টভোগ পূর্ণকরি সেগুলি দিয়ে যা তাতে নাই, অর্থাৎ একটি ব্যক্তিগত, স্পষ্ট নিবেদন (উপহার), তাদের কাছে যারা ব্যক্তিগতভাবে খ্রীষ্টের কষ্টভোগ দেখেনি।

এর চমকপ্রদ সংশ্লিষ্টিকরণ (জড়ান), জাতিগণের মধ্যে এবং আমাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে খ্রীষ্টকে সংরক্ষণ (বাঁচিয়ে রাখা) সু-সম্পন্ন হবে না যদি না খ্রীষ্টিয়ানগণ দুঃখভোগ বেছে নেন। এই দুঃখভোগের চরম পর্যায়েও, সাক্ষ্যমরদের সংখ্যা এখন পূর্ণ হয়নি (প্রকাশিতবাক্য ৬ঃ১১ পদ)। তাদের ছাড়া, পৃথিবীর শেষ সীমার সুসমাচার প্রচার কার্য অতিক্রম করবেনা। কম চরমভাবাপন্ন সাধারণ দুর্মূল্য, সময় এবং সুবিধা এবং অর্থ (টাকা) এবং চেষ্টা, প্রচুর এবং আসক্তিজনক অবকাশকে স্থলাভিষিক্ত করতে দাসের ভালবাসার কার্য দিয়ে ঃ "তোমাদের দীপ্তি মনুষ্যদের সাক্ষাতে উজ্জ্বল হউক, যেন তাহারা তোমাদের সৎ ক্রিয়া দেখিয়া তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরব করে" (মথি ৫ঃ১৬ পদ)।

কিন্তু এটি কি খ্রীষ্টিয়ানদের সুখ বা প্রীতির পরমার্থ (চরম সুখ)?

আমি এই অধ্যায়ের নাম দিয়েছি, "দুঃখ-কষ্টভোগ খ্রীষ্টিয়ান উৎসর্গের পরম আনন্দ (শ্রেষ্ঠ সুখ)", এমনকি যদি ও [অন্য জায়গায়] আমি ডেভিড লিভিংষ্টোনকে উল্লেখ করেছি যিনি বলছেন তার মিশনারী

কাজ কোন "উৎসর্গ" না। এটি লিভিং ষ্টোনের সঙ্গে মত বিরোধ বা অমিল না। বাক্যগুলি সেই রকম। প্রসঙ্গটি প্রায় সবকিছু। যখন তিনি বলছেন কষ্টভোগ উৎসর্গ না, তিনি অর্থ করছেন আর্শীবাদ ক্ষতির থেকে ওজনে ভারী। যখন আমি বলি দুঃখভোগ একটি উৎসর্গ, আমি মনে করি সেখানে ক্ষতি আছে-বড় ক্ষতি। যখন আপনি অনুভব করেন (বুঝেন) যে আমি লিভিংষ্টোনের সঙ্গে একমত, এটা সাধারণভাবে ইঙ্গিত করে, আমি দেখি যে আর্শীবাদ খুব ভারী। কিন্তু আমি উৎসর্গ কথাটি রাখতে চাচ্ছি।

কষ্ট খুব বেশী, ক্ষতি অতি বাস্তব, ভান করতে যাতে আমরা কেবলমাত্র কোন উৎসর্গ না এইভাবে বলতে পারি। আমরা নিশ্চয় আমাদের সংজ্ঞা স্পষ্ট রাখব।

আমার উত্তর হ্যাঁ, এটি খ্রীষ্টিয়ান সুখের পরমার্থ। সমস্ত নতুন নিয়ম দুঃখভোগকে বিবেচনা করা হয়েছে (বর্ণনা করা হয়েছে) খ্রীষ্টিয়ান সুখের পরমার্থ প্রসঙ্গে।

পৌল কি গভীর এবং স্থায়ী আনন্দ অনুসরণ করছিলেন যখন তিনি দুঃখভোগকে বেছে নিয়েছিলেন- এত দুঃখভোগ যে তার জীবন একটি মূর্খতা এবং দুর্ভাগা (দুঃখজনক) যদি কোন পুনরুত্থান না থাকত? প্রশ্নটি প্রকৃতভাবে নিজেই উত্তর দেয়। যদি এটি কেবলমাত্র (এককভাবে) পুনরুত্থান হয় যা পৌলের জীবনের পছন্দকে যাতনাগ্রস্থ করে, দূর্ভাগ্যজনক না, কিন্তু প্রশংসাজনক (এবং সম্ভবত), তাহলে এটি সূক্ষ্মভাবে তার প্রত্যাশা এবং অনুসন্ধান পুনরুত্থানের জন্য, তার কষ্টভোগকে তুলে ধরত (প্রতিপালন করা) ও শক্তিশালী করত। এটি বাস্তবে ঠিক একইভাবে বলেছেন; তিনি সমস্ত সাধারণ মানবিক সুবিধা ক্ষতি বলে গণ্য করেছেন, "যেন তাঁহার পুনরুত্থানের পরাক্রম ও তাঁহার দুঃখভোগের সহভাগিতা জানতে পারি, এইরূপে তাঁহার মৃত্যুর সমরূপ

হই, কোন মতে যদি মৃতগণের মধ্যে হইতে পুনরুত্থানের ভাগী হইতে পারি" (ফিলিপীয় ৩ঃ১০,১১ পদ)। তার লক্ষ্য এভাবে বাঁচা এবং দুঃখভোগ করা যা মৃত থেকে পুনরুত্থান নিশ্চিত করে।

খ্রীষ্টকে লাভ করতে সব কিছু দিয়ে দেওয়া

কেন? কারণ পুনরুত্থানের অর্থ সম্পূর্ণ, শারীরিকভাবে, অনন্তকাল খ্রীষ্টের সঙ্গে সহভাগিতা। এটি পৌলের প্রত্যাশার কেন্দ্রবিন্দু ছিলঃ "তাঁহার নিমিত্ত সমস্তেরই ক্ষতি সহ্য করিয়াছি, এবং তাহা মলবৎ গণ্য করিতেছি, যেন খ্রীষ্টকে লাভ করি" (ফিলিপীয় ৩ঃ৮ পদ)। পৌল যা কিছু করেছেন সব কিছুতেই খ্রীষ্টকে লাভ করার জন্য; তার তীব্র অনুরাগ (উৎসাহ) ও উদ্দেশ্য (লক্ষ্য) ছিল। "কেননা আমার পক্ষে জীবন খ্রীষ্ট, এবং মরণ লাভ" (ফিলিপীয় ১ঃ২১ পদ)। লাভ! লাভ! এটি তার জীবনের ও দুঃখভোগের লক্ষ্য ছিল।

পৌল "আমার বাসনা এই যে প্রস্থান করিয়া খ্রীষ্টের সঙ্গে থাকি, কেননা তাহা বহুগুণে অধিক শ্রেয়"। ফিলিপীয় ১ঃ২৩ পদ "আরও অনেক ভাল" পরহিতব্রতী (নিঃস্বার্থতা) প্রেরণা (প্রবৃত্তি) না। এটি খ্রীষ্টিয়ান পরমার্থ (চরম সুখ) এর প্রেরণা। পৌল চেয়েছিলেন, যা তার জীবনে গভীরতম এবং সবচেয়ে স্থায়ী সন্তোষ (আনন্দ) আনতে, যা খ্রীষ্টের সঙ্গে গৌরবে থাকা।

কিন্তু কেবলমাত্র একা খ্রীষ্টের সঙ্গে গৌরবে না! কেউ, যে খ্রীষ্টকে ভালবাসে, তাঁর কাছে একা আসতে সুখী হয় না। তাঁর গৌরবের (মহিমার) শীর্ষবিন্দু, "কেননা তুমি হত হইয়াছ, এবং আপনার রক্ত দ্বারা সমুদয় বংশ ও ভাষা ও জাতি ও লোকবৃন্দ হইতে ঈশ্বরের নিমিত্ত লোকদিগকে ক্রয় করিয়াছ;" (প্রকাশিতবাক্য ৫ঃ৯ পদ)। এটি যদি খ্রীষ্টের গৌরবময় অনুগ্রহের শীর্ষবিন্দু হয়। তাহলে তাহারা, যাহারা এটি অসীম লাভ গণ্য করে, নিজস্ব আনন্দে (সুখভোগ) বাস করতে পারে

না। খ্রীষ্টের দক্ষিণ হাতের সুখভোগ হচ্ছে প্রকাশ্য সুখভোগ, অংশীদারীত্ব সুখভোগ সাম্প্রদায়িক সুখভোগ। যখন পৌল বলেছেন যে, তিনি সবকিছু ক্ষতি বলে গণনা করেছেন, খ্রীষ্টকে লাভ করার জন্য, তার ক্ষতির সব কিছুই অন্যদের তার সঙ্গে খ্রীষ্টকে আনার জন্য। "কিন্তু তোমাদের বিশ্বাসের যজ্ঞে ও সেবায় যদি আমি পেয় নৈবেদ্যরূপে সেচিতও হই, তথাপি আনন্দ করিতেছি, আর তোমাদের সকলের সঙ্গে আনন্দ করিতেছি" (ফিলিপীয় ২ঃ১৭ পদ)। তার জীবনের দুঃখ-ভোগের মধ্যে ঢেলে দেওয়া (উৎসর্গ করা) যেন নিশ্চিত হওয়া যায়, "যা খ্রীষ্টকে লাভ করা যায়"। কিন্তু এটা আবার যা জাতিগণের বিশ্বাস লাভ করা যায়, যা খ্রীষ্টের গৌরবকে মহিমান্বিত করে।

আমার আনন্দ,আমার মুকুটের জয়োল্লাস (মহোল্লাস)

এইজন্য পৌল যেসব মানুষদের বিশ্বাস জয় করেছেন- "তার আনন্দ", "হে আমার ভ্রাতৃগণ, প্রিয়তমেরা ও আকাঙ্খার পাত্রেরা, আমার আনন্দ ও মুকুট স্বরূপেরা, প্রিয়তমেরা, তোমরা এই প্রকারে প্রভুতে স্থির থাক" (ফিলিফীয় ৪ঃ১ পদ)। "কেননা আমাদের প্রত্যাশা, বা আনন্দ, বা শ্লাঘার মুকুট কি? আমাদের প্রভূ যীশুর সাক্ষাতে তাঁহার আগমনকালে তোমরাই কি নও? বাস্তবিক তোমারাই গৌরব ও আনন্দ ভুমি" (১ম থিষলনীকীয় ২ঃ১৯,২০ পদ)। মণ্ডলী তার আনন্দ ছিল কারণ খ্রীষ্টে তাদের আনন্দে, খ্রীষ্টের আনন্দ আরও বেশী। খ্রীষ্টের অনুগ্রহ (দয়া) আরও বেশী মহিমান্বিত হয়, ক্রুশের গ্রহণকারীদের বৃদ্ধির মধ্যদিয়ে। সুতরাং পৌল পৃথিবীর প্রচারকার্য্যের মধ্যদিয়ে দুঃখভোগকে বেছে নিয়েছেন এবং বলেছেন তার উদ্দেশ্য হলো "খ্রীষ্টকে লাভ করা", তিনি তার অর্থ করেন, খ্রীষ্টের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সহভাগিতার আনন্দ, অনন্তকাল হিসাবে বেশী, কারণ পরিত্রাণ প্রাপ্ত অনেক বড় দল তার সঙ্গে খ্রীষ্টেতে আনন্দ করছে।

যদিও আমি পৌলের মণ্ডলীর জন্য অনুরাগের ভালবাসার মত যেতে পারিনি, আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই আমার জীবনের চাবিকাঠি আছে, যেখানে ঈশ্বর আমাকে নৈরাশ্যবাদ (হতাশাবাদ) এর গর্ত (গহব্বর) থেকে মুক্ত করেছেন। আমি সেইসব মনে করি, যখন আমি কলেজ শেষ করে সেমিনারী আরম্ভ করেছি। ষাটের দশকের শেষের দিকে স্থানীয় মণ্ডলীর মেজাজ মর্জি অতিথি পরায়ণ ছিলনা। আমি মনে করতে পারি, ১৯৬৮ সালে শরৎকালের রবিবার সকালে পার্সাডেনার রাস্তায় হেঁটে যাবার সময়, আশ্চর্য হয়ে, মণ্ডলীর কোন ভবিষ্যৎ আছে কিনা- মাছের মত জলের মূল্য (প্রয়োজনীয়তা) সন্দেহ করা অথবা একটি পাখী বাতাসের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এটি অনুগ্রহের একটি মূল্যবান কাজ যে ঈশ্বর আমাকে সেই বোকামি থেকে উদ্ধার করেছেন এবং ঈশ্বরের মানুষদের সঙ্গে একটা ঘর দিয়েছিলেন, লেক এ্যাভিনিউ মণ্ডলীস্থ, তিন বৎসরের জন্য এবং রে অরটল্যান্ডের (আমার পালক), হৃদয় (অন্তর) দেখতে দিয়েছিলেন, একজন মানুষ, যিনি পৌলের আত্মাকে ঝরিয়ে ছিলেন (ফোঁটা ফোঁটা করে চুইয়েছিলেন) যখন তিনি তার পালের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, "আমার আনন্দ, আমার মুকুট, জয়োল্লাসের"।

দশ বৎসর পর, ১৯৭৯ অক্টোবরের গভীর রাতে যখন আমি আমার টেবিলে দাঁড়িয়ে আমার জার্নালে লিখছিলাম, আরেকটি সংকটের মুহূর্ত এসেছিল। এই বিষয়টি হচ্ছে, আমি কি বেথেল কলেজে প্রফেসর থাকব, বাইবেলের বিষয় শিক্ষা দিয়ে অথবা আমি পদত্যাগ করে পালকীয় কাজ খুঁজব? একটি জিনিস যা ঈশ্বর সেই সব দিনে করছিলেন, আমাকে মণ্ডলীর প্রতি আরও গভীর ভালবাসা দিচ্ছিলেন। জড় করা, বৃদ্ধি পাওয়া, লোকদের মধ্যে প্রচার করা, যারা সপ্তাহের পর সপ্তাহ খ্রীষ্টের মূর্তিতে অগ্রসর হচ্ছিল (গড়ে উঠেছিল)। শিক্ষা দেওয়াটা আনন্দ দায়ক (জনক) এটি বড় আহ্বান। কিন্তু সেই রাত্রে আরেকটি

প্রবল অনুরাগ বিজয়ী হয়েছিল এবং ঈশ্বর আমাকে, পরবর্তী মাসে বেথলেহেম ব্যাপ্টিষ্ট মণ্ডলীতে পরিচালিত করেছিলেন। আমি যখন এটা লিখছি, ১৫ বৎসর গত হয়েছে। আমি যদি নিজেকে অনুমতি দিই (চাই), খুব সহজে চোখে জল আসে, যখন আমি চিন্তা করি এইভাবে মানুষগুলি আমার কাছে কি মানে আছে। তারা জানে, আমি আশাকরি, আমার প্রবল অনুরাগ, খ্রীষ্টকে "লাভ করা"। এবং আমি যদি ভুল না করি, তারা আরও জানে আমি থাকি, "বিশ্বাসে তোমাদের উন্নতি ও আনন্দের নিমিত্ত" (ফিলিপীয় ১ঃ২৫ পদ)। আমার লেখার ও প্রচারের উদ্দেশ্য যে এই দুটি (আনন্দ ও বিশ্বাস) উদ্দেশ্য একই। আমি খ্রীষ্টে আরও লাভ করি যদি একজন পরিত্রাণপ্রাপ্ত পাপী সাধুতায় বৃদ্ধি পাচ্ছে, ১০০ ঘরের টুকিটাকী কাজের চেয়ে। এটি বলতে যে খ্রীষ্ট আমার আনন্দ এবং বেথলেহেম চার্চ আমার আনন্দ, এ দু'টি অভিন্ন কথা নয়।

যদি দুঃখ ভোগের মধ্যে আনন্দ, প্রশংসার যোগ্য হয়, এটি অনুসরণ করুন

এতে আমাদের অবাক হওয়া উচিত নয়, এমনকি এটি সম্পূর্ণভাবে অস্বাভাবিক হয়, পৌল কলসীয় ১ঃ২৪ পদে বলা উচিত, "এখন তোমাদের নিমিত্ত আমার যে সকল দুঃখভোগ হইয়া থাকে, তাহাতে আনন্দ করিতেছি, এবং খ্রীষ্টের ক্লেশভোগের যে অংশ অপূর্ণ রহিয়াছে তাহা আমার মাংসে তাঁহার দেহের নিমিত্ত পূর্ণ করিতেছি", অন্যভাবে বলতে যখন আমি খ্রীষ্টের দুঃখভোগ পূর্ণকরি। ব্যক্তিগতভাবে পূর্ণ করি আমার দুঃখ ও কষ্ট দ্বারা সেগুলো তোমাদের কাছে উপস্থিত করি, আমি আনন্দ করি। আমি আনন্দ করি।

খ্রীষ্টিয়ান সুখের পরমার্থ বলে, পৌল যা করছেন তা ভাল ও প্রশংসার জিনিস এবং আমরা গিয়ে সেইভাবে করব। দুঃখভোগের এই সুন্দর আধ্যাত্মিক আনন্দের ঘটনাকে ক্ষুদ্র অথবা আবশ্যিক নয় অথবা অনুসরণ যোগ্য না, বিবেচনা করা ঈশ্বর নিন্দার কাছাকাছি। আমি এটি

খুব সাবধানে বলছি। যখন পবিত্র আত্মা এরূপ বড় (মহৎ) কাজ করেন, এবং এইভাবে দুঃখভোগের মধ্যে খ্রীষ্টের পর্যাপ্ততা মহিমান্বিত করে এটি ঈশ্বর নিন্দুকের কাছাকাছি বসত, "অন্যদের জন্য দুঃখভোগ করা অনুমতি যোগ্য, কিন্তু আনন্দকে অনুসরণ করে না"। খ্রীষ্টের উচ্চ প্রশংসিত আশ্চর্য কাজ কেবলমাত্র দুঃখভোগ না, কিন্তু দুঃখভোগের মধ্যে আনন্দ। এবং আমাদের কাছে এর অর্থ, এটি অনুসরণ করা। ১ম থিষলনীকীয় ১ঃ৬,৭ পদে পৌল বলেছেন, "আর তোমরা বহু ক্লেশের মধ্যে পবিত্র আত্মার আনন্দে বাক্যটি গ্রহণ করিয়া আমাদের আর প্রভূরও অনুকারী হইয়াছ; এই রূপে মাকিদনিয়া ও আখায়াস্ত সমস্ত বিশ্বাসী লোকের আদর্শ হইয়াছে"। দুইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য করুন ঃ প্রথমতঃ দুঃখ কষ্টের মধ্যে যে আনন্দ তা পবিত্র আত্মার দান; দ্বিতীয়তঃ এটি একটি উদাহরণ যা অন্যদের অনুসরণ করতে হবে। তাদের সম্বন্ধে সাবধান থাকুন যারা ঈশ্বরের আত্মার আশ্চর্য কাজ সকল খর্ব করেন (মূল্যায়ন হ্রাস করেন) এই বলে তারা ভাল দান, কিন্তু ভাল উদ্দেশ্য না।

অত্যাচারে আনন্দ করুন। আপনার পুরস্কার খুব বড়!

খ্রীষ্টিয়ান পরমার্থ বলে, খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে আনন্দ করার বিভিন্ন উপায় (পদ্ধতি) আছে। সবকিছু অনুসরণ করতে হবে ঈশ্বরের সর্ব-পর্যাপ্ততা এবং সর্ব- সন্তুষ্টির অনুগ্রহের প্রকাশের মত অনুসরণ করতে হবে। একটি উপায় যীশুর দ্বারা মথি ৫ঃ১১,১২ পদে প্রকাশিত হয়েছে, "ধন্য তোমরা, যখন লোকে আমার জন্য তোমাদিগকে নিন্দা ও তাড়না করে, এবং মিথ্যা করিয়া তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার মন্দ কথা বলে। আনন্দ করিও, উল্লাসিত হইও, কেননা স্বর্গে তোমাদের পুরস্কার প্রচুর"। (তুলনীয় লূক ৬ঃ২২,২৩ পদ) দুঃখভোগের মধ্যে আনন্দ করার একটি উপায় আমাদের মনকে দৃঢ়রূপে নিবিষ্ট করা পুরষ্কারের প্রাচুর্যের উপর যা পুনরুত্থানের মধ্যে আমাদের নিকট আসবে। এইভাবে দৃষ্টিপাতের ফল আমাদের বর্তমান কষ্ট ক্ষুদ্র মনে করা- যা আসছে তার সঙ্গে তুলনা করে। "কারণ আমার মীমাংসা এই, আমাদের প্রতি যে প্রতাপ প্রকাশিত

হবে, তাহার সঙ্গে এই বর্তমান কালের দুঃখভোগ তুলনার যোগ্য নয়"। রোমীয় ৮ঃ১৮ পদ তুলনীয় ২য় করিন্থীয় ৪ঃ১৬,১৮ পদ)। কষ্টভোগ সহনীয় করার জন্য আমাদের পুরষ্কারের আনন্দ করে এবং সম্ভাব্য ভালবেসে সহনীয় করার জন্য, যা আমরা ৪র্থ অধ্যায়ে দেখেছি। "আপন আপন শত্রুদিগকে প্রেম করিও তাহাদের ভাল করিও, এবং কখনও নিরাশ না হইয়া ধার দিও, তাহা করিলে তোমাদের মহাপুরষ্কার হইবে"। (লূক ৬ঃ৩৫ পদ) গরীবদের প্রতি দয়ালু হও, "তাহাতে ধন্য হইবে, কেননা তোমার প্রতিদান করিতে তাহাদের কিছুই নাই, তাই ধার্মিকগণের পূনরুত্থান সময়ে তুমি প্রতিদান পাইবে" (লূক ১৪ঃ১৪ পদ)।

দুঃখ ভোগে আনন্দ করুন, এটি নিশ্চয়তাকে গভীর করে

দুঃখভোগে আনন্দের আর একটি উপায়, দুঃখভোগের ফল আমাদের প্রত্যাশার নিশ্চায়তা দেয় (আনে)। দুঃখভোগের আনন্দ পুনরুত্থানের প্রত্যাশার বদ্ধমূলে আছে, কিন্তু আমাদের দুঃখভোগের অভিজ্ঞতা আমাদের প্রত্যাশার মূলকে গভীর করে। উদাহরণস্বরূপ পৌল বলেছেন, "কিন্তু নানাবিধ ক্লেশে ও শ্লাঘা করিতেছি, কারণ আমরা জানি, ক্লেশ ধৈর্যকে, ধৈর্য পরীক্ষা সিদ্ধতাকে এবং পরীক্ষা সিদ্ধতা প্রত্যাশাকে উৎপন্ন করে" (রোমীয় ৫ঃ৩,৪ পদ)। এখানে পৌলের আনন্দ, কেবলমাত্র তার বড় পুরষ্কারের ভিত্তিমূলে না, কিন্তু দুঃখ ভোগের ফল সেই পুরষ্কারের মধ্যে প্রত্যাশাকে দৃঢ় করে। দুঃখ ভোগ ধৈর্যকে উৎপন্ন করে এবং ধৈর্য একটি উপলব্ধি করে যে আমাদের বিশ্বাস সত্য ও বাস্তব যা আমাদের প্রত্যাশাকে শক্তিশালী করে এবং আমরা বাস্তবিকই খ্রীষ্টকে লাভ করি।

রিচার্ড ওয়ার্মব্রাণ্ড বর্ণনা করেছেন খ্রীষ্টের জন্য তীব্র যন্ত্রনাদায়ক কষ্টের মুহূর্তে একজন বেঁচে থাকতে পারে। তোমার উপর এত অত্যাচার হয়েছে, আর বেশী কিছু হতে পারে না, আর যদি বেশী হতে

না পারে, অবস্থান করা (বেঁচে থাকা) হিসাবের বাইরে। এই শেষ উপসংহারে টানুন, এই অবস্থায় আপনি পৌছেছেন এবং আপনি দেখবেন আপনি সঙ্কটের এই মুহূর্ত কাটিয়েছেন। আপনি যদি এই সঙ্কটের মুহূর্ত কাটিয়ে থাকেন, এটি আপনার অন্তরের একটা তীব্র (প্রচণ্ড) আনন্দ দিবে। আপনি অনুভব করেন এই চূড়ান্ত মুহূর্তে খ্রীষ্ট আপনার সঙ্গে ছিলেন।

"তীব্র আনন্দ" সেই বোধ থেকে আসে যে আপনি খ্রীষ্টের সাহায্য থেকে সহ্য করেছেন। আপনি আগুনের মধ্যে প্রমাণ করেছেন এবং আপনি খাঁটিভাবে বের হয়ে এসেছেন। আপনি বিশ্বাস পরিত্যাগ করেন নি। খ্রীষ্ট আপনার জীবনে বাস্তব। তিনি আপনার জন্য সর্ব সন্তুষ্টির ঈশ্বর যা তিনি হতে দাবী করেন। এটি প্রেরিত ৫:৪১ পদ মতে, যা প্রেরিতগণ মনে হয় অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, মারার পর, "তখন তাহারা মহাসভা হইতে চলিয়া গেলেন, আনন্দ করিতে করিতে গেলেন, কারণ তাহারা সেই নামের জন্য অপমানিত হইবার যোগ্যপাত্র গণিত হইয়া ছিলেন"। এই চিন্তা থেকে আনন্দ এসেছিল যে তাদের বিশ্বাস ঈশ্বরের দ্বারা ভক্তিমূলক হয়েছিল- সত্য এবং কষ্টের আগুনে প্রশমিত হয়েছিল।

খ্রীষ্টের সঙ্গে দুঃখ-ভোগে আনন্দ করুন, এটি গৌরবে (মহিমায়) পরিচালিত হয়!

দুঃখ-ভোগের মধ্যে আনন্দের উপায় সত্যের দ্বারা উদ্দীপ্ত হয় যে আনন্দ নিজেই প্রমানিত একটি মহিমার (গৌরবের) পথ। দুঃখ-ভোগে কেবলমাত্র আনন্দ আসে না। ১। আমাদের পুরষ্কারের প্রতি দৃষ্টিপাত করে এবং ২। দুঃখ-ভোগের দৃঢ়ফল আমাদের খাঁটি উপলব্দি থেকে কিন্তু আরও ৩। এই প্রতিজ্ঞাতে দুঃখ-ভোগে আনন্দ নিশ্চিত করবে ভবিষ্যতের অনন্তকালীন আনন্দের। প্রেরিত পিতর এটি এইভাবে প্রকাশ করেন ঃ "যে পরিমানে খ্রীষ্টের দুঃখ-ভোগের সহভাগী হইতেছ, সেই

পরিমানে আনন্দ কর, যেন তাহার প্রতাপের প্রকাশকালে উল্লাস সহকারে আনন্দ করিতে পার" (১ম পিতর ৪ঃ১৩ পদ)। এখন দুঃখ-ভোগের আনন্দ, খ্রীষ্টের প্রকাশের নিরূপিত পথের শেষ আনন্দ। পিতর আমাদের আহবান করছেন এখন দুঃখভোগের আনন্দ করতে (তিনি এটি আদেশ করছেন!) যেন তাদের মধ্যে আমাদের পাওয়া যায় যারা খ্রীষ্টের আগমণে প্রচুররূপে উল্লাসিত হয়।

অন্যদের জন্য দুঃখ-ভোগে আনন্দ করুন, তারা খ্রীষ্টকে দেখে!

চতুর্থ উপায় দুঃখ-ভোগে আনন্দ করা, আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি। এটি আমাদের বুঝতে পারা থেকে আসে যে আমাদের দুঃখ-ভোগ দেখে অন্যেরা খ্রীষ্টের মূল্য দেখে এবং দৃঢ়ভাবে দাঁড়ায়, কারণ আমাদের বিশ্বাস জ্বলন্ত। পৌল থিষলনীয়দের বলেছেন, "কেননা যদি তোমরা প্রভুতে স্থির থাক, তবে এখন আমরা বাঁচি। বাস্তবিক তোমাদের কারণ আমরা আপন ঈশ্বরের সাক্ষাতে যে সকল আনন্দে আনন্দ করি, তাহার প্রতিদান বলিয়া তোমাদের জন্য ঈশ্বরকে কি প্রকার ধন্যবাদ দিতে পারি"? (১ম থিষলনীকীয় ৩ঃ ৮,৯ পদ)। এটি কলসীয় ১ঃ২৪ পদ এর আনন্দ, "তোমাদের নিমিত্ত আমার যে সকল দুঃখ-ভোগ হইয়া থাকে, তাহাতে আনন্দ করিতেছি"। যখন আমার অন্যদের খ্রীষ্টের ভালবাসা ও মূল্য দেখাবার জন্য দুঃখ-ভোগ করি, এর কারণ প্রত্যেক নতুন বিশ্বাসী, যারা বিশ্বাসে শক্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে, একটি নতুন একক প্রিজমের মত, খ্রীষ্টের সর্ব সন্তুষ্টির মহিমা প্রতিসরণের জন্য। তাদের মধ্যে আমরা যে আনন্দ অনুভব করি আর খ্রীষ্টের মধ্যে আমরা যে অনুভব করি তাহা ভিন্ন নয়। খ্রীষ্টের মহিমা আমাদের "মস্ত বড় লাভ"। কারণ এই আমরা দুঃখ-ভোগ করব, যে কোন জিনিস বা সব জিনিস হারিয়ে। এবং প্রত্যেকে যারা আমাদের কষ্টের মধ্যে খ্রীষ্টের উচ্চ মূল্য দেখে এবং বিশ্বাস করে, এটি একটি অন্য প্রতিমূর্ত্তি এবং সাক্ষ্য প্রমান সেই মহামূল্যের- এবং অন্য একটা কারণ, আনন্দ করার।

পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী লোকে

যীশুর জন্য কালভেরী রাস্তা আনন্দবিহীন ছিল না। এটি কষ্টপূর্ণ ছিল, কিন্তু এটি প্রগাঢ় (গভীর) সুখের ছিল। মিশন ও প্রচারকার্য এবং পরিচর্যা ও ভালবাসা (এসব কাজ) উৎসর্গ ও দুঃখ-ভোগের মধ্যে আমরা ক্ষণিক আরাম, আয়েশ ও নিরাপত্তা বেছে নিই, আমরা আনন্দের বিপরীতে তা বেছে নিই। আমরা ঝরণাকে পরিত্যাগ করি যার জল কখনও বন্ধ হয়না। (যিশাইয় ৫৮ঃ১১ পদ) সবচেয়ে সুখী লোক এই পৃথিবীতে সেই সব লোক যারা "তাদের মধ্যে খ্রীষ্টের, প্রতাপের প্রত্যাশার রহস্যের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে" (কলসীয় ১ঃ২৭ পদ), তাদের গভীর আকাঙ্খাকে সন্তুষ্ট ক'রে, এবং তাদের মুক্ত করেছে, খ্রীষ্টের দুঃখভোগের পর্যন্ত বর্দ্ধিত করে, পৃথিবীতে তাদের দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে। ঈশ্বর আমাদের আহবান করেছেন খ্রীষ্টের জন্য বেঁচে থাকতে এবং সেটা দুঃখ-ভোগের মধ্য দিয়ে। খ্রীষ্ট দুঃখ-ভোগ বেছে নিয়েছিলেন- এটি কেবলমাত্র তার কাছে ঘটে যায়নি (ঘটে যাবার বিষয় ছিল না)। তিনি এটি বেছে নিয়েছিলেন মণ্ডলীকে সৃষ্টি করতে ও নিখুঁত করার পথ হিসাবে। এখন তিনি আমাদের আহবান করেছেন, দুঃখ-ভোগ বেছে নিবার জন্য। তার অর্থ তিনি আমাদের ডাকছেন, আমাদের ক্রুশ তুলে নিয়ে কালভেরীর রাস্তায় তাকে অনুসরণ করতে, আমাদের অস্বীকার করতে এবং মণ্ডলীর মিনিষ্টার করার জন্য উৎসর্গ করতে এবং তাঁর (খ্রীষ্টের) দুঃখভোগ জগৎকে জানাতে (প্রকাশ করতে)।

ব্রাদার এনড্রু যিনি "ওপেন ডোর" (খোলা জায়গায়) মিনিষ্ট্রির প্রধান ছিলেন, এবং তিনি তার ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত বই, "গডস্ স্মাগলার" এর জন্য খুব বিখ্যাত ছিলেন, তিনি ১৯৯০ সালের মাঝামাঝি খ্রীষ্টের আহবান এইভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

পৃথিবীতে কেবলমাত্র একটা দরজা নাই যা বন্ধ হ'য়েছে, যেখানে আপনি যীশুর জন্য সাক্ষ্য দিতে চান- একটি বন্ধ দরজা দেখান এবং

আপনি কিভাবে ঢুকবেন আমি আপনাকে বলে দিব। যা হোক আমি প্রতিজ্ঞা করছি না, বাইরে আসার রাস্তা .....।

যীশু বলেন নি, "যাও, যদি দরজা খোলা থাকে", কারণ সেগুলি (দরজা) ছিল না। তিনি বলেন নি, "যাও, যদি তোমার নিমন্ত্রণ থাকে অথবা লাল গালিচা সম্বর্ধনা থাকে"। তিনি বলেছেন, "যাও, কারণ লোকদের তাঁর বাক্যের প্রয়োজন আছে.....।

আমাদের মিশনের নিকটবর্তী হওয়ার একটা নতুন রাস্তার প্রয়োজন আছে- একটি আক্রমণার্থক, পরীক্ষামূলক, প্রচারমুখী- অবরুদ্ধ না এরূপ নিকটবর্তী হওয়ার- নতুন পথ পরিদর্শন করার আত্মিক শক্তি- .....।

আমার ভয় হচ্ছে, আমাদের প্রয়োজনের এবং ভীতি প্রদর্শনের অবস্থার, রক্তস্নাত গভীর উপত্যকার মধ্যদিয়ে আমাদের যেতে হবে; কিন্তু সেখানে আমরা যেতে পারব।

আমরা যদি ব্যবসায় মনে করি (সচেষ্ট হই), ঈশ্বর আমাদের বাঁধা সরিয়ে দিবেন। যদি আমরা বলি, "প্রভু যে কোন মূল্যে- এবং লোকেরা কখনও প্রার্থনা করবেনা (উচিত নয়) যে পর্যন্ত না তারা সত্যিকরে চায়, যে পর্যন্ত না ঈশ্বর তাদের কথা নেন- তিনি উত্তর দিবেন। ঐটি ক্ষত বিক্ষত। কিন্তু আমাদের এই কার্যকলাপের মধ্যদিয়ে যেতে হবে। গত দুই হাজার বৎসরের মধ্যে দিয়ে বাইবেলে এইভাবে কাজ করছে।

সুতরাং সম্ভাব্যরূপে আমরা কঠিন সময়ের সম্মুখীন হচ্ছি। এবং আমাদের তার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে- আমরা মণ্ডলী নিয়ে খেলা করি, খ্রীষ্ট ধর্ম নিয়ে খেলা করি। এবং এমনকি আমরা জানি না (অবহিত নই) আমরা নাতিশীতোষ্ণ- আমাদের বিশ্বাসের জন্য আমাদের মূল্য দিতে হবে। ২য় তীমথিয় ৩ঃ১২ পদ পড়ুনঃ "যত লোক ভক্তিভাবে খ্রীষ্ট

যীশুতে জীবন ধারণ করতে ইচ্ছা করে, সেই সকলের প্রতি তাড়না ঘটিবে"। মণ্ডলী সেইসব দেশে বেশী পরিশুদ্ধ, যেখানে প্রবল চাপ ছিল..... যা আমি বলতে পারি প্রস্তুত থাকতে হবে।

আমাদের শক্তি না কিন্তু তাঁর মহামূল্যতা প্রমাণ করতে

এই আহবানের উত্তর একটি মৌলিক (কাঠামোগত) পদক্ষেপ খ্রীষ্টিয়ান পরমার্থর (পরম সুখ) জন্য। আমাদের বলা হয়েছে কেবলমাত্র এজন্য আমরা দুঃখ-ভোগকে, বেছে নিই নি, কিন্তু একজনের জন্য যিনি আমাদের এটি অনন্তকালীন আনন্দের রাস্তা বলে বর্ণনা করতে বলেন। তিনি আমাদের দুঃখ-ভোগের বাধ্যতায় (আজ্ঞা বহতায়) ইশারা করেন, আমাদের কর্তব্যের ভক্তির শক্তি দেখাবার জন্য নয়, আমাদের নৈতিক স্থিরতা শক্তি প্রকাশ করার জন্যও নয়। আমাদের কষ্ট সহ্য করার উচ্চতা (পরিব্যপ্তি) প্রমান করার জন্য নয়, কিন্তু শিশুর মত বিশ্বাস তাঁর সর্ব সন্তুষ্টির প্রতিজ্ঞা অসীম মহামূল্যতা প্রকাশ করতে। মোশি "পাপজাত ক্ষণিক সুখভোগ অপেক্ষা বরং ঈশ্বরের প্রজাবৃন্দের সঙ্গে দুঃখভোগ মনোনীত করিলেন..... কেননা তিনি পুরস্কারদানের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন" (ইব্রীয় ১১ঃ২৫,২৬ পদ)। এজন্য তার বাধ্যতা অনুগ্রহের ঈশ্বরকে- মহিমান্বিত করেছিল।

খ্রীষ্টিয়ান সুখী পরমার্থতার (প্রীতিই পরমার্থ) সারাংশ

এইটি সুখী খ্রীষ্টিয়ান পরমার্থতার সারাংশ। দুঃখ-ভোগের মধ্য দিয়ে আনন্দের অনুসরণে, আমরা আনন্দের উৎসের (ঈশ্বর) সর্ব-সন্তুষ্টির মূল্যকে মহিমান্বিত করি। ঈশ্বর নিজেই উজ্জলদীপ্তিতে উপস্থিত হন আমাদের দুঃখের টানেলের শেষে। তিনি আমাদের দুঃখভোগের আনন্দের উদ্দেশ্য ও ভিত্তিমূল, এটি আমরা যদি না জানাই (প্রচার না করি) তাহলে আমাদের দুঃখ-ভোগের অর্থই (মানে) হারিয়ে যাবে। অর্থ হল ঃ ঈশ্বর লাভ! ঈশ্বর লাভ! ঈশ্বর লাভ!

মানুষের শেষ প্রধান বিষয় ঈশ্বরের মহিমা করা। এবং এটি আরও বেশী সত্য, অন্য কিছু ছাড়া, যখন আমরা তাঁর মধ্যে সবচেয়ে বেশী সন্তুষ্ট, ঈশ্বর তখন সবচেয়ে মহিমান্বিত হন। এজন্য আমার প্রার্থনা, পবিত্র আত্মা পৃথিবীর চারিদিকে তাঁর লোকদের উপর সব কিছুতে ঢেলে দিবেন ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠত্বের প্রবল অনুরাগ। এবং আমি প্রার্থনা করি, তিনি (পবিত্র আত্মা) এটি সহজ করবেন ঈশ্বরের আনন্দ অনুসরণ করতে, যা কিছু কষ্ট, ঈশ্বরের জন্য শক্তিশালী এবং সর্ব সন্তুষ্টির মূল্যের এবং এটি আসবে যদি খ্রীষ্টের দুঃখ-ভোগ যা অপূর্ণতা আমরা পূর্ণ করি, যেন পৃথিবীর সব লোক খ্রীষ্টের ভালবাসা দেখে এবং বিশ্বাসের আনন্দের গৌরব করে।

নির্যাতনের সংক্ষিপ্তসারঃ অধ্যয়ন এবং উপস্থাপন

-মিল্টন মার্টিন

মণ্ডলী কাজ করছে (কার্যকারিতা)
(মথি ১৬ঃ১৮)

I) খ্রীষ্ট তার মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তাকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন তাঁর কাজ করার জন্য (মথি ১৬ঃ১৮; ২৮ঃ১৮-২০ পদ)।
   ক) যদি আমাদের নির্মাণ কখনও বন্ধ হয়, এর মানে কি আমাদের খ্রীষ্ট ধর্ম শেষ হবে?
   খ) প্রথম মণ্ডলীগুলির কোন মন্দির বা বিল্ডিং ছিল না।

II) প্রথম মণ্ডলী নিদারুণভাবে নির্যাতিত হয়েছিল! কিভাবে তারা সাড়া দিয়েছিল?
   ক) তারা ঘরে মিলিত হত (প্রেরিত ৫ঃ৪২ পদ)।
   খ) সাধারণ খ্রীষ্টানগণ বিশ্বস্তভাবে তাদের সাক্ষ্য পরস্পর বলা বলি করত (প্রেরিত ৮ঃ১,৪ পদ)।
   গ) সাক্ষ্য দিবার সব সুযোগ গ্রহণ করত (প্রেরিত ১৬ঃ ১২,১৩ পদ)।
   ঘ) তারা শিষ্যদের শিক্ষা দিত (প্রেরিত ১১ঃ ২৫,২৬ পদ)।
   ঙ) তারা প্রচারের সময় সহভাগিতা লাভ করত (প্রেরিত ২ঃ ৪৬,৪৭ পদ)।
   চ) যে কোন অবস্থায় এবং সুযোগে উপাসনা করত (প্রেরিত ১৬ঃ ২৩-২৫ পদ)।

III) উপাসনার বিকল্প হিসাবে, সহযোগিতা ও সাক্ষ্যদান পালিত হ'ত।
   ক) গৃহ মণ্ডলী ব্যাপক ছিল (রোমীয় ১৬ঃ৩-৫; ১ম করিন্থীয় ১৬ঃ১৯ পদ)।
   খ) নির্যাতিত খ্রীষ্টিয়ানগণ এবং অনিবন্ধিকৃত (তালিকা ভুক্ত না) মণ্ডলীগুলি জন্মদিন, বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় সমবেতভাবে মিলিত হবার সুযোগ গ্রহণ করিত।

গ) আপনি কি কিছু গঠন (প্রণালী এবং উপায়) সম্বন্ধে পরামর্শ দিতে পারেন?

IV) নির্যাতনের সময় শয়তান খ্রীষ্টিয়ান এবং মণ্ডলীতে পরাজিত করতে কিছু উপায় (পন্থা) অবলম্বন করে।

ক) শয়তান বিচ্ছিন্নতাকে মণ্ডলীসমূহের বিরুদ্ধে অস্ত্র (যন্ত্র) হিসাবে ব্যবহার করে।

খ) শয়তান দোষ ও অপরাধকে মণ্ডলীগুলির বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে।

১) শয়তান "ভ্রাতৃগণের দোষারোপকারী"।

২) শয়তানের দোষারোপ ক্রমাগত এবং কখনও শেষ হয় না।

৩) দুষ্টলোক লক্ষ্য (দৃষ্টি) রেখে অপেক্ষা করে ঝাঁপিয়ে পড়তে যখন পাপ স্বীকার করা হয়না।

৪) প্রভুর সঙ্গে ক্রমাগত সম্পর্ক এবং সহভাগিতা রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা (যত্ন) গ্রহণ করতে হবে (১ম যোহন ১ঃ৮-১০ পদ)।

৫) ব্যক্তিগত অপরাধ যার বিরুদ্ধাচরণ হয় না, ভয়ানক সাংঘাতিক হয় এবং "পর্বত প্রমাণ" সমস্যার বৃদ্ধি পেতে পারে।

৬) শয়তান খ্রীষ্টিয়ানদের মিথ্যা দোষারোপ বহন করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে যদিও পাপ ক্ষমা করা হয়েছে (রোমীয় ৫ঃ১,২; ৮ঃ৩৩,৩৪ পদ)।

৭) সন্দেহ করা এবং প্রশ্ন করা "কেন"? বলুন, "বলুন প্রভু আমাকে কি করতে হবে"?

খ্রীষ্টিয়ানগণ নির্যাতন সহ্য করবেন
(১ম পিতর ৪ঃ১২-১৯ পদ)

I) দুঃখ-ভোগের প্রতিজ্ঞা। (১ম পিতর ২ঃ২১; ৪ঃ১২; ১ম থিষনলনীকীয় ৩ঃ৩,৪; প্রেরিত ১৪ঃ২২; ২য় তীমথিয় ৩ঃ১২; মার্ক ১৩ঃ৯,১৩; ফিলিপীয় ১ঃ২৯ পদ)।

II) দুঃখ ভোগের উদ্দেশ্য। (১ম পিতর ৪ঃ১২; "অগ্নি পরীক্ষা"। ইয়োব ২৩ঃ১০; গীতসংহিতা ৬৬ঃ১০ পদ)।
   ক) আমাদের বিশ্বাসের প্রমাণ।
   খ) যখন কোনকিছু বলা হয়, এর বাস্তবতা প্রমাণ করা প্রয়োজন।
   গ) আমাদের বিশ্বাসের গভীরতার প্রমান।
      ১) এটি গ্রহণ করতে আমাদের ঘুরাতে অথবা এর কারণে, আমাদের ঘুরতে হবে।
      ২) সেটির গুরুত্ব ও আয়তন কি যা আমাদের বিশ্বাসের শক্তি প্রকাশ করে।

III) খ্রীষ্টের সঙ্গে তার দুঃখ-ভোগের সহভাগী হওয়া (১ম পিতর ৪ঃ১৩ পদ) আক্ষরিকভাবে খ্রীষ্টিয়ান খ্রীষ্টের দুঃখ-ভোগের মধ্যে প্রবেশ করে। এটি ক্রুশ না, কিন্তু এটি মানুষের হাতে হতে পারে।
   ক) প্রভুকে অস্বীকার করা হয়েছিল (যোহন ১ঃ১০,১১ পদ)।
   খ) প্রভুকে ঘৃণা করা হয়েছিল (যোহন ১৫ঃ২৪; যিশাইয় ৫৩ঃ৩ পদ)।
   গ) প্রভু তাঁর পিতার আরামদায়ক বাসা পরিত্যাগ করেছিলেন (যোহন ৩ঃ১৩ পদ)।
   ঘ) প্রভুর নিজের বাসস্থান ছিলনা।
   ঙ) প্রভুর নিজের ট্যাক্স দিবার টাকা ছিলনা (মথি ১৭ঃ২৭ পদ)।
   চ) প্রভুর নিজের বিছানা ছিল না।

ছ) যখন তাঁকে মিথ্যা দোষারোপ করা হয়েছিল, প্রতিবাদ করার কেউ ছিলনা (১ম পিতর ২ঃ২২-২৩ পদ)।
জ) প্রভুর কোন কবরস্থান ছিল না (যিশাইয় ৫৩ঃ৯ পদ)।
ঞ) প্রভু গরীব ছিলেন।
ট) ফিলিপীয় ৩ঃ১০, ১ম পিতর ২ঃ২১;৪ঃ১; গালাতীয় ২ঃ২০; ৬ঃ১২,১৭; প্রেরিত ৫ঃ৪১; হিব্রু ১২ঃ২; ১ম থিষলনীকীয় ২ঃ২ পদ। আমাদের প্রতিক্রিয়া কি হবে? (ইব্রীয় ১২ঃ২ পদ)।

IV) দুঃখ-ভোগে অথবা দুঃখ-ভোগের মাধ্যমে শক্তি (১ম পিতর ৪ঃ১৪ পদ)। যারা দুঃখ-ভোগ করেন, পবিত্র আত্মা তাদের উপর অবস্থান করেন। পুরাতন নিয়মে, একটি মেঘ ঈশ্বরের উপস্থিতির প্রতীক। এই মেঘকে প্রভুর মহিমা (গৌরব) বলে জানান হয়েছিল (১ম রাজাবলি ৮ঃ১০,১১ পদ)। একজন বিশ্বাসীর উপর একই ধরণের মহিমা, পবিত্র আত্মা দ্বারা আসে যখন সে খ্রীষ্টের জন্য দুঃখ-ভোগ করে। পবিত্র আত্মা সেবা করতে আসে- পূর্ণ করতে, আবৃত করতে, সজ্জিত করতে, ঘিরে ফেলতে, প্রতিপালন করতে, সাহায্য করতে, শক্তিশালী করতে, বিনতি করতে এবং পূরণ করতে যার অভাব আছে। স্টিফানের মধ্যে মহিমা প্রকাশিত হয়েছিল (প্রেরিত ৬ঃ৫-৮;৭ঃ৫৫,৬০ পদ)। রাত যত বেশী অন্ধকার, তারাগুলি তত উজ্জ্বল (২য় করিন্থীয় ১২ঃ৯,১০ পদ)।

V) দুঃখ-ভোগের বিপদ (১ম পিতর ৪ঃ১৪-১৬ পদ)।

ক) খ্রীষ্টের জন্য দুঃখ-ভোগ এবং নিজের দোষ বা মূর্খতার জন্য দুঃখ-ভোগের মধ্যে পার্থক্য আছে।
খ) লজ্জা (ইব্রীয় ২ঃ১১ পদ)।

গ) আনন্দ এবং ধন্যবাদ দেওয়া (জ্ঞাপন)-র পরিবর্তে তিক্ততা (যাত্রাপুস্তক ১৫ঃ২৩,২৪; ১৬ঃ২; ১ম থিষলনীয়কীয় ৫ঃ১৬-১৮ পদ)।

VI) দুঃখ-ভোগের মধ্যে পবিত্র করণ। (১ম পিতর ১ঃ৭; ৪ঃ১২ পদ)।

ক) দুঃখ-ভোগ ব্যবহার করা যাবে পরিষ্কার করতে, শোধন করতে এবং ময়লা পুড়িয়ে ফেলতে।

খ) দুঃখ-ভোগ নিজে নিজে পরিশুদ্ধ বা পরিষ্কার করতে পারে না। কেবলমাত্র ঈশ্বরের অনুগ্রহ পরিশুদ্ধতা ও পরিষ্কার করা উৎপন্ন করতে পারে, কিন্তু দুঃখ-ভোগ আমাদের প্রয়োজন চিনাতে সাহায্য করতে পারে।

১) দুঃখ-ভোগ আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে, আমাদের নিজের শক্তিতে কিছুই করতে পারি না।

২) দুঃখ-ভোগ আমাদের পাপের প্রতি সংবেদনশীল (স্পর্শকাতর) করতে পারে।

গ) দুঃখ-ভোগের মধ্য দিয়ে প্রভুর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা আমাদের শিখায়। (২য় করিন্থীয় ১২ঃ৯,১০ পদ)।

ঘ) আমরা কিভাবে সাড়া দিব? আমাদের আত্মাকে ঈশ্বরের কাছে সঁপে দিব (সর্মপণ করব)। ১ম পিতর ৪ঃ১৯, প্রেরিত ৭ঃ৫৯ ; লূক ২৩ঃ৪৬ পদ)।

বিশ্বাসীর জীবনে দুঃখ-ভোগের অংশ

প্রত্যেক লোকের জীবনে দুঃখ-ভোগ একটি সাধারণ ঘটনা (ইয়োব ৫ঃ৬,৭ পদ)। খ্রীষ্টিয়ানের জন্যও এটি সাধারণ বিষয়। (২য় তীমথিয় ৩ঃ১২; প্রেরিত ১৪ঃ২২; ১ম পিতর ২ঃ২১ পদ)।

নির্যাতনের (বিভিন্ন) স্তর আছেঃ চাপ, অবমাননা, বৈষম্য, ভীতি (ভয়), জিনিসপত্রের ক্ষতিসাধন অথবা শারীরিক মর্যাদাহানি।

I) সাধারণ ভুল ধারণা।

ক) দুঃখ-ভোগ কিছু ভুল বা পাপের শাস্তি (১ম পিতর ৪ঃ১৯ ; ৩ঃ১৪ ; ৪ঃ১৬ পদ)।

খ) কেউ যেন দুঃখিত না হয়, এটি চিন্তা করা (১ম পিতর ১ঃ১৬ পদ)।

গ) কেবলমাত্র খ্রীষ্টিয়ান কষ্টভোগ করে এটি চিন্তা করা (আদিপুস্ত ক ৩ঃ১৬-১৯ পদ)।

ঘ) দুঃখ-ভোগের সঙ্গে অস্বাস্থ্যকর যাদু শক্তি।

ঙ) দুঃখ-ভোগের অবিবেচক ভয়।

II) বাইবেল দুঃখ-ভোগ সম্বন্ধে কি শিক্ষা দেয়।

ক) খ্রীষ্টিয়ানদের দুঃখভোগ আশা করা (যোহন ১৫ঃ ১৮-২১; ১৭ঃ১৪; ১ম যোহন ৩ঃ ১৩ পদ)।

খ) দুঃখভোগ আমাদের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা হ'তে পারে (১ম পিতর ৪ঃ১৬; ২ঃ২১ পদ)।

গ) ঈশ্বরের সন্তানের জন্য দুঃখভোগের একটি উদ্দেশ্য আছে। (১ম পিতর ৪ঃ৬,৭; ২য় করিন্থীয় ১২ঃ৭-১০ পদ)।

ঘ) ধার্মিকতার জন্য আমাদের কষ্ট ভোগ করা উচিত। (মথি ৫ঃ১০ ; ১ম পিতর ৪ঃ১৫ পদ)।

ঙ) সঠিক দুঃখভোগকে ঈশ্বর আর্শীবাদ করেন। (মথি ৫ঃ১০-১২; লূক ৬ঃ২২,২৩ পদ)।

চ) দুঃখভোগ আমাদের স্বর্গের দিকে দৃষ্টিপাত করায়। (রোমীয় ৮ঃ১৬-১৮; কলসীয় ৩ঃ১-৩ পদ)।

ছ) দুঃখভোগের সময় আমরা লজ্জিত বা অস্বস্তিতে না পড়ি। (১ম পিতর ৪ঃ১৬; ইব্রীয় ১৩ঃ১২,১৩ পদ)।

জ) আমরা নিশ্চয় খ্রীষ্টের উদাহরণ অনুসরণ করব। (১ম পিতর ২ঃ১৯-২৫ পদ)।

ঝ) আমরা দুঃখভোগের প্রভাব বিস্তার করব যেমন প্রভু (খ্রীষ্ট) করেছিলেন (মথি ৫ঃ৩৮-৪৮; রোমীয় ১২ঃ১৪,১৭-২১; ১ম পিতর ২ঃ২১-২৩ পদ)

ঞ) আমরা বিজয়ী হতে পারি (যোহন ১৬ঃ৩৩ পদ)।

III) দুঃখভোগের জন্য প্রস্তুতি (প্রস্তুত হওয়া)।

ক) এটি সাধারণ, বুঝেন (১ম পিতর ৪ঃ১২; ফিলিপীয় ১ঃ২৯ পদ)।

খ) ঈশ্বরের বাক্যের শিক্ষা জানা (ফিলিমন ৩ঃ১০; রোমীয় ৬ঃ৩-৫; যোহন ৮ঃ৩১,৩২ পদ)।

গ) খ্রীষ্টে বাস করা (যোহন ১৫ঃ৪ পদ)।

গ) প্রতিদিন পবিত্র আত্মায় সর্মপণ করা (ইফিসীয় ৫ঃ১৮; ৪ঃ৩০ পদ)।

ঘ) ঈশ্বরের ইচ্ছায় থাকা (ইফিষীয় ৫ঃ১৭; ইব্রীয় ৪ঃ১, ৯-১১ পদ)।

ঙ) আপনার ভ্রাতাদের ধন্যবাদ (প্রশংসা) করেন যখন তারা এবং আপনি কষ্টভোগ করেন। (কলসীয় ৩ঃ ১৬,১৭; ইফিসীয় ৫ঃ১৯-২১ পদ)।

আক্রমণের উপায় (পথসমূহ) মণ্ডলীতে আসতে পারে

I) নির্যাতনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা (যোহন ১৫ঃ১৮-২১; কলসীয় ১ঃ২৪-২৭ পদ)

প্রভুর বিরুদ্ধে আক্রমণ হয়েছে এবং সর্বদা হবে।

II) দমনকারী বিজয়ীর ভাষা।

ক) একজন বিজয়ীর উজ্জীবিত কথা- দমন (জয় করা) (প্রকাশিতবাক্য ২ঃ৭,১১,১৭,২৬; ৩ঃ৫,১২,২১ পদ)

খ) জয় করার গোপন কথা (উপায় সমূহ) (প্রকাশিতবাক্য ১২ঃ১১ পদ)।

১) "মেষ শাবকের রক্ত" (প্রকাশিত বাক্য ১২ঃ১১ক)। (রক্তের গুরুত্বের উপর পাঠ লক্ষ্য করুন)

ক) ঈশ্বরের সহিত শান্তি (ঈশ্বরের শান্তি)।

খ) আমাদের বিবেকের সঙ্গে শান্তি (বিবেকের শান্তি)।

গ) জীবনের শক্তি।

ঘ) এই অস্ত্র হারায়।

১) উদার ধর্মতত্ত্ব দ্বারা- কোন রক্ত নাই।

২) ধর্মতত্ত্বকে মুক্ত করে- কোন ক্রুশ নাই।

৩) ভারমুক্ত প্রচার দ্বারা- কোন শক্তি নাই।

২) "তাদের সাক্ষ্যদানের বাক্য দ্বারা" (প্রকাশিতবাক্য ১২ঃ১১(খ)।

ক) শয়তান আমাদের বিজয় চুরি করার চেষ্টা করে- আমাদের মুখ খুলতে না দিয়ে- এবং আমাদের সাক্ষ্য এবং বিশ্বস্ততা হারিয়ে দিয়ে।

খ) "ভিতরের (অন্তরের) শত্রু"ও আছে।

১) মণ্ডলীতে বিভেদ।

২) ভয়।

৩) অবিশ্বাস।

৪) ভালবাসার অভাব।

৫) কোন কিছুতে পাশ কাটান (এড়িয়ে যাওয়া) ইত্যাদি, লোকদের এবং আত্মিক দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না করে।

গ) আমাদের পরিবারের দিকে যত্নের অভাব।

ঘ) পরিকল্পনা ও কর্মসূচী যা ঈশ্বরের ইচ্ছা না।

ঙ) যে কোন কিছু- যা আমাদের জীবনকে বেসামাল করবে।

৩) "তাহারা মৃত্যু পর্যন্ত আপন আপন প্রাণও প্রিয় জ্ঞান করে নাই"। (প্রকাশিত বাক্য) ১২ঃ ১১ (গ) পদ)

ক) আপোষ করা শব্দকোষে নাই।

খ) খ্রীষ্টিয়ানদের উদাহরণ যারা দুঃখ-ভোগ করেছে।

গ) কেবলমাত্র শারীরিক জীবন জড়িত না। উচ্চাকাঙ্খা, পদ মর্যাদা ক্ষমতার মৃত্যুর আবশ্যক হতে পারে।

III) সাধারণ চিহ্ন

দুঃখ-ভোগ একটা কম্বলের মত না অথবা ঠিক তাই। প্রত্যেক দেশে বিশদ জিনিস, হোক সেটা কমিউনিষ্ট, ধর্মীয় অথবা অন্য কোন সমগ্রতাবাদী সরকার। কতগুলি সাধারণ চিহ্ন আছে, যাহা হোক, যখন নির্যাতন শুরু হতে পারে।

ক) প্রচার কার্যের সীমাবদ্ধতা।

১) খ্রীষ্টিয়ানদের অনুমতি দেওয়া হয়নি ভ্রমণ করতে অথবা তাদের চাকরী পছন্দ করতে।

২) রেডিও টিভি থেকে সমস্ত খ্রীষ্টিয়ান প্রোগ্রাম বাদ দেওয়া হয়।

৩) চার্চ বিল্ডিং- এর বাইরে সব ধর্মীয় সভা নিষিদ্ধ।

৪) উপসনার সময় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া। নিদিষ্ট মিটিং ছাড়া এক সঙ্গে কোন সভা হবেনা।

৫) সমস্ত কাজে সরকারের অনুপ্রবেশ ও গোয়েন্দাগিরি উপস্থিত আছে (থাকে)।

খ) বাইবেল অথবা খ্রীষ্ট ধর্মীয় বই-পত্র আমদানী করা নিষিদ্ধ।

১) এরূপ ছাপান জিনিসপত্র অপ্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়।

২) কোন অবস্থা আসে যখন বাইবেলকে অশ্লীল বলে গণ্য করা হয়।

গ) দেশ থেকে বিদেশী মিশনারীদের বহিস্কার (তাড়ান) করা হয়।

১) আইন করে স্থানীয় লোকদের মধ্যে পুরোহিতের সংখ্যা সীমাবদ্ধ করা।

২) আইন করে বিদেশীদের দেশে কাজ করা নিষিদ্ধ করা। অন্য জায়গায় একজন কেবলমাত্র ট্যুরিষ্ট (ভ্রমণকারী) হতে এবং নিদিষ্ট জায়গায় ভ্রমণ করতে পারে।

৩) বিদেশীদের ভয় দেখান হয় অথবা হিংস্র আচরণ করা হয়।

ঘ) খ্রীষ্টিয়ান নেতাগণকে ভয় দেখান হয় এবং বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়।

১) চিঠিপত্র সেন্সর করা হয় এবং যে সমস্ত বিষয়ে প্রচার করবেন তা সীমাবদ্ধ করা হয়।

ক) যদি পুলপিট থেকে কোন রাজনৈতিক বিষয় উল্লেখ করা হয়, কর মওকুফ অবস্থায় নিয়ে নেওয়া হয়।

খ) পালকদের ভয় দেখান হয় তাদের সন্তানদের সরকার গ্রেফতার করবে।

২) পালকদের সমস্ত সময় মিনিষ্ট্রিতে ব্যয় করতে অনুমতি দেওয়া হয় না।

ক) তারা সমাজের "উৎপাদনকারী" হতে হবে। এর মানে তাদের দুই রকম পেশা (জীবিকা) থাকতে হবে।

খ) তাদের এমন কাজ দেওয়া হবে যাতে তাদের শক্তি ও সময় সব ব্যয় হয়।

৩) সুসমাচার সম্বন্ধীয় রচনা সামগ্রী বিতরণের জন্য পালকদের তাদের মেম্বরদের সাথে দেখা করতে অনুমতি দেওয়া হয় না।

৪) মণ্ডলীতে টাইপরাইটার, কম্পিউটার এবং ছাপাবার সরঞ্জাম (যন্ত্রপাতি) রাখার অনুমতি দেওয়া হয় না।

৫) ভয় দেখান কৌশল অবলম্বন করে পালকদের ব্যবহার করা।

ক) তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য শাসন জারী করা হয়।

খ) তাদের কিছু সরকারী অনুশাসনের ক্লাসে যোগদানের জন্য জোর জবরদস্তি হয়।

গ) তাদের বিশেষ প্রলোভন প্রস্তাব দেওয়া হয়, দমননীতির শাসন অথবা মুগ্ধ করা।

১) এটি বিশেষ সুবিধার মাধ্যমে।

২) এটি তাদের ছেলেদের কলেজে অথবা অন্যকোন কারিগরী শিক্ষায় ভর্তি ব্যবস্থা করিয়ে দিয়ে যেখানে খ্রীষ্টিয়ানদের সীমাবদ্ধতা আছে।

ঘ) কোন রকম কথা না বলে তাদের ঘর তল্লাশী করে হয়রানি করা।

ঙ) তাদের কাজ সরকারী কর্মচারীদের দিয়ে হানা দেওয়া।

৬। দেশের সুদূর কোন অঞ্চলে পালকদের কাজ দিয়ে।

ক) তাদের, তাদের লোকদের ও অন্যন্য খ্রীষ্টিয়ানদের থেকে পৃথক করা।

খ) তাদের মর্যাদা হানিকর কাজ দেওয়া (হীন ও অবমাননাকর কাজ দেওয়া)।

৭। পালকদের গ্রেফতার করা ও পুনরবার শিক্ষা দেওয়া।

ক) এর মধ্যে নির্যাতন থাকতে পারে।

খ) তাদের প্রকাশ্য লজ্জাকর পরিস্থিতিতে ফেলা।

গ) তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা দোষারোপ এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া যেতে পারে।

ঙ) মণ্ডলীগুলিকে- বল প্রয়োগে রেজিষ্টার করা।

১। সমস্ত মণ্ডলীর নেতাদের দেশের দ্বারা অনুমোদন প্রাপ্ত হতে হবে।

২। সমস্ত ধর্ম প্রচার লিখিত হতে হবে এবং নিদিষ্ট ব্যক্তিদের প্রকাশিত জিজ্ঞাসা পরীক্ষা-নিরিক্ষা করাতে হবে সে সব প্রচারের পূর্বে।

৩। পালকদের প্রচার করার অনুমতি দেওয়ার পূর্বে সমস্ত প্রচার স্বাক্ষর যুক্ত হতে হবে। (উদাহরণঃ অপরিত্রাণ-প্রাপ্তদের কাছে প্রচার করা যাবে না)।

চ) বিভিন্ন ডিনোমিনেশনদের মিলিত হওয়ার জন্য জোর করা।

১। ডিনোমিনেশনগুলির সংখ্যা সীমাবদ্ধ করতে হবে।

২। সমস্ত মণ্ডলী একটি জাতীয় ঐক্য নিয়ন্ত্রণে আসবে।

৩। একটি সম্পূর্নভাবে জাতীয় মণ্ডলী সৃষ্টি হবে।

ছ) খ্রীষ্টিয়ানদের শিক্ষাগত এবং কারিগরী মূলক সুবিধা সীমাবদ্ধ।

১। নিদিষ্ট যুব দলগুলির সভ্যরা কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার অনুমতি পায়।

২। কোন খ্রীষ্টিয়ান একজন ডাক্তার, উকিল, প্রফেসর অথবা সমাজ কর্মী হতে পারে না।

৩। খ্রীষ্টিয়ানদের তাদের চাকরী বা পেশার কোন পছন্দ নাই।

জ) ১৮ বৎসরের নিচে সকলের জন্য ধর্মীয় শিক্ষা নিষিদ্ধ।

১। বাড়ীতে শিক্ষা লাভের অনুমতি দেওয়া হয় না।

২। খ্রীষ্টিয়ান যুবকদের "বিশেষ শিক্ষা" নাস্তিকতা, বিবর্তন যৌন শিক্ষার উপর ক্লাশে এবং "অন্যরকম জীবন ধারা"য় যোগ দিবার জন্য জোর করা হয়।

৩। পিতা মাতা যারা আইন অমান্য করে, তাদের সন্তানদের হারায়।

ঝ) অন্যদের সাহায্য করা খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য নিষিদ্ধ। যখন খ্রীষ্টিয়ান পরিবারের কেউ গ্রেফতার হয়, সেই পরিবার কোন না কোন "দাবী" বা "সুবিধা" হারায়।

১। এর মধ্যে স্বাস্থ্য সুবিধার দাবী, বাসগৃহ ও খাদ্যের (সুবিধা)।

২। পরিবারকে বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং অন্যান্য বিশ্বাসীদের সঙ্গে ভ্রাতৃ-সুলভ এমনকি পরিবারের বাইরে বা দূরে থাকা সদস্যদের সঙ্গে মেলামেশা করতে দেওয়া হয় না।

ঞ) মণ্ডলী বন্ধ করে দেওয়া হয়।

১) মণ্ডলী বিল্ডিং অন্য কাজে ব্যবহার করা হয়।

২) খ্রীষ্টিয়ানদের বিচ্ছিন্ন করার জন্য দূরের বা অন্য কোন জায়গায় চাকরী দেওয়া হয়।

৩) খ্রীষ্টিয়ানদের অন্যান্য বিশ্বাসীদের সঙ্গে যোগযোগ করতে নিষিদ্ধ করা হয়।

iv) অনেক খ্রীষ্টিয়ান দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত' এটি কখনও তাদের প্রতি ঘটবে না।

ক) কোন কারণে তারা বিশ্বাস করত তাদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে (তারা রেহাই প্রাপ্ত)।

খ) যদিও খ্রীষ্টের আগমণের সময়ে "খ্রীষ্টের সহিত মিলিত" হবার সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, এটি পলায়নের দলিল (চুক্তি) না আমাদের বিশ্বাস করার কোন দাবী নাই যে ঈশ্বর আমাদের দুঃখভোগ ক্ষমা করবেন।

v) বিশ্বাসীদের জন্য বর্তমান শিক্ষা।
   ক) আমাদের জাতি এবং নেতাদের জন্য প্রার্থনা করেন, এমন ভাবে যেমন পূর্বে কখনও করেন নি। (১ম তীমথিয় ২ঃ১-৪; রোমীয় ১৩ঃ১-৭ পদ)।
   খ) খ্রীষ্টের জন্য জয় করার (বিজয়ী হওয়ার) প্রতিজ্ঞা নেন (প্রকাশিতবাক্য ১২ঃ১২ পদ)।

কতগুলি সম্ভাব্য রূপ যার মধ্যে নির্যাতন ঘটতে পারে *(১ম পিতর ২ঃ১৯-২৪ পদ)*

যারা সত্য বিশ্বাসী তাদের জীবনে দুঃখভোগ একটি অংশ। কমপক্ষে ৩৩টি উপায় আছে যাতে একজন দুঃখভোগ করতে পারে।

১। ধার্মিকতার জন্য (মথি ৫ঃ১০; ১ম পিতর৩ঃ১৪ পদ)।
২। কুৎসা রটনা করে (খারাপ বর্ণনা) (গীতসংহিতার ৩১ঃ১৩; ইয়োব ১৯ঃ১৮; গীতসংহিতা ৫৫ঃ১২-১৪; লূক ৬ঃ২২ পদ)।
৩। লজ্জা, প্রকাশ্য অস্বোস্তি, অসম্মান অথবা সম্মান হানিকর আচার-আচরণ যার মধ্যে আমাদের প্রভুকে (খ্রীষ্টকে) অবৈধভাবে জন্মগ্রহণের সম্বন্ধে দোষারোপ করা হয়েছে, আচরণ করা হয়েছে যে, ক্রুশের উপর তাঁকে (খ্রীষ্টকে) নগ্নভাবে প্রদর্শন করা হয়েছে। (ইব্রীয় ১৩ঃ১৩; ১১ঃ২৬ পদ)।
৪। মিথ্যাভাবে দোষারোপিত (গীতসংহিতা ৩৫ঃ১১; ২৭ঃ১২; মথি ৫ঃ১১; লূক ২৩ঃ২,৫,১০; মার্ক ১৪ঃ৫৫-৬০; প্রেরিত ৬ঃ১৩; ১৬ঃ১৯-২৩; ২৬ঃ২,৭ পদ)।
৫। প্রতারণা, ফাঁদে ফেলা, ছলনা, দোষারোপ করার উপায়- এসবে নিশ্চিত করা (দানিয়েল ৬ঃ৪,৫; লূক ১১ঃ৫৪; মথি ১০ঃ১৬-১৮ পদ)।

৬। ষড়যন্ত্রের স্বীকার (২য় শমূয়েল ১৫ঃ১২; আদিপুস্তক ৩৭ঃ১৮; ২য় করিন্থীয় ১১ঃ৩২; প্রেরিত ৯ঃ২৩ পদ)।

৭। উপহাসিত হওয়া (গীতসংহিতা ৪২ঃ৩ পদ)- অশ্রদ্ধা করা উপহাস (অবজ্ঞা) করা, উপহাস করা, হাস্যস্পদ (ক্রীড়ানক) হওয়া (ইয়োব ১২ঃ৪; মথি ২৭ঃ২৯,৩১,৪১; প্রেরিত২ঃ১৩; ১৭ঃ১৮,৩২; ইব্রীয় ১১ঃ৩৬ পদ)।

৮। বিশ্বাসঘাতকতা- প্রতারকের মত ব্যবহার করা (মথি ২৪ঃ১০; লূক ২১ঃ১৬; গীতসংহিতা ৪১ঃ৯ পদ)।

৯। তাচ্ছিল্য (অবজ্ঞা)- অবজ্ঞা করা, অপছন্দ করা, নগণ্য করা, সম্মান ছাড়া বিবেচনা করা {১ম করিন্থীয় ১ঃ২৮; ৪ঃ১০(গ) পদ}।

১০।পরিবারের দ্বারা ঘৃণিত (মথি ১০ঃ২১,৩৪-৩৬; মীখা ৭ঃ৬; লূক ২১ঃ১৬ পদ)।

১১।মানুষের দ্বারা ঘৃণিত (লূক ২১ঃ১৭; মথি ১০ঃ২২; ইয়োব ১৯ঃ১৯ পদ)।

১২।চরিত্রের অপবাদ, বিদ্বেষপূর্ণ বিবরণ, কুৎসা, মন্দ রটনা (গীতসংহিতা ৩১ঃ১৩; ইয়োব ১৯ঃ১৯; ১ম পিতর ২ঃ১২; ১ম করিন্থীয় ৪ঃ১৩ পদ)।

১৩।নিজের লোকদের দিয়ে ভয় দেখান (প্রেরিত ৯ঃ২৬ পদ)।

১৪।বিশেষ বিচারের সম্মুখীন হওয়া (১ম করিন্থীয় ৪ঃ৯-১৪; ২য় করিন্থীয় ১১ঃ২৩-২৮ পদ)।

১৫।কারা-বরণ {লূক ২১ঃ১২; প্রেরিত ৪ঃ৩; ৫ঃ১৮;১২ঃ৪;১৬ঃ২৪; ২য় করিন্থীয় ৬ঃ৫; ১১ঃ২৩ (গ); ইব্রীয় ১১ঃ৩৬ (খ) পদ}।

১৬।আঘাত প্রাপ্ত হওয়া (প্রেরিত ৫ঃ৪০; ১৬ঃ২৩; ২য় করিন্থীয় ৬ঃ৫; ১১ঃ২৪; মথি ১০ঃ১৭ পদ)।

১৭।বিরোধীতা (প্রেরিত ১৩ঃ৪৫ পদ)।

১৮।উত্তেজিত করা (প্রেরিত ৬ঃ১২; ১৩ঃ৫০; ১৪ঃ২,১৯; ১৯ঃ২৩, ২৫,২৬,২৯; ২১ঃ২৭ পদ)।

১৯।বিচারাসনের সম্মুখে নেওয়া (প্রেরিত ১৮ঃ১২; মথি ১০ঃ১৭,১৮ পদ)।

২০।ভয় দেখান (প্রেরিত ৪ঃ১৮,২১; ৫ঃ৪০ পদ)।

২১।প্রস্তরাঘাত (প্রেরিত ৭ঃ৫৮,৫৯; ১৪ঃ১৯ ২য় করিন্থীয় ১১ঃ২৫; ইব্রীয় ১১ঃ৩৭ পদ)।

২২।কষ্টভোগ (২য় তিমথীয় ৩ঃ১১; গীতসংহিতা ৩৪ঃ১৯ পদ)।

২৩।বহিষ্কার (প্রেরিত ১৩ঃ৫০; যোহন ১৬ঃ২ (ক) পদ)।

২৪।নিঃশেষিত, নিদারুন পরিশ্রম (২য় করিন্থীয় ১১ঃ২৭ পদ)।

২৫।ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা (২য় করিন্থীয় ১১ঃ২৭; ১ম করিন্থীয় ৪ঃ১১ পদ)।

২৬।জগতের লোকদের কৌতুকাস্পদ (১ম করিন্থীয় ৪ঃ৯; প্রেরিত ৯ঃ১৬; ২০ঃ২৩; ২১ঃ১১; ইব্রীয় ১০ঃ৩৩ (ক) পদ}।

২৭।শারিরীক প্রয়োজনীতায় দুঃখভোগ (১ম করিন্থীয় ৪ঃ১১; ২য় করিন্থীয় ৬ঃ৪; ফিলিপীয় ৪ঃ১২; ইব্যয়ি ১১ঃ৩৭ পদ)।

২৮।সাক্ষ্যমর হওয়া (লূক ২১ঃ১৬; প্রেরিত ৭ঃ৫৯; ১২ঃ২; যোহন ১৬ঃ২ পদ)।

২৯।দুঃখভোগ (২য় তিমথীয় ১ঃ৮; ৪ঃ৫; মথি ২৪ঃ৯; গীতসংহিতা ৩৪ঃ১৯; ২য় করিন্থীয় ৪ঃ১৭; ৬ঃ৪; ইব্রীয় ১০ঃ৩২; ১১ঃ২৫,৩৭; কলসীয় ১ঃ২৪; ১ম থিষলনীকীয় ১ঃ৬,৩ঃ৭; যাকোব ৫ঃ১০ পদ)।

৩০।দারিদ্র (২য় করিন্থীয় ৬ঃ১০; ফিলিপীয় ৪ঃ১২ পদ)।

৩১।বিষয় সম্পত্তি হারান {ইব্রীয় ১০ঃ৩৪ (খ) পদ}।

নির্যাতনের উপর জয়ী হওয়ার কতগুলি প্রয়োজনীতা

I) নতুন নিয়ম অনুসারে আধ্যাত্মিক নেতা মনোনীত করেন ও শিষ্য বানান (প্রেরিত ১৪ঃ২১,২২; তীত ১ঃ৫ পদ)।

ক) তাদের পদমর্যাদার জন্য নেতারা অহঙ্কারী ছিল না (১ম তীমথিয় ৩ঃ৬; ১ম পিতর ৫ঃ৩ পদ)।

খ) নেতারা প্রকৃত পরিচর্যাকারী ছিল (১ম পিতর ৫ঃ২; যোহন ১৩ঃ১৪-১৭ পদ)।

গ) সাধারণ লোকদের থেকে তারা অভিন্নভাবে পরিচিতি ছিল।
ঘ) নেতারা কেবলমাত্র খ্রীষ্টিয়ানদের কাছে না কিন্তু সকলের কাছে সৎ এবং সাধু বলে পরিচিত ছিল।
ঙ) নেতাদের বিশেষ বিক্রম ও সাহস থাকা যা তাদের সত্যে থাকতে ও চলতে সাহায্য করে।

II) শিষ্য বানাতে সময় নিন (২য় তীমথিয় ২ঃ২ পদ)।
ক) সীমাবদ্ধ সংখ্যক ঈশ্বর মনোনীত শিষ্য বানাতে মনোনীত করুন। (লূক ৬ঃ১২ পদ)।
খ) আপনার শিষ্যদের সঙ্গে সময় কাটান (মার্ক ৩ঃ১৪ পদ)।
গ) উদাহরণ দ্বারা তাদের শিক্ষা দেন (১ম করিন্থীয় ৪ঃ১৫,১৬; ফিলিপীয় ৪ঃ৯; যোহন ১৩ঃ১৪-১৭ পদ)।
ঘ) সহজ এবং স্পষ্ট শিক্ষা দেন (প্রেরিত ২০ঃ২৬,২৭ পদ)।
ঙ) কাজ পরিদর্শন করেন।
চ) কাজ পরিদর্শন করেন।
ছ) তাদের জবাবদিহিতা শিক্ষা দেন এবং চরিত্র গড়ে তুলুন। (১ম তীমথিয় ৪ঃ১২-১৬ পদ)।
জ) তাদের নাম ধরে প্রতিদিন বিনতি প্রার্থনা করুন (ইফিষীয় ১ঃ১৬; ফিলিপীয় ১ঃ৩-৬; কলসীয় ১ঃ৩ পদ)।

III) আমাদের আধ্যাত্মিক পরিবার নিশ্চয় রক্ষা পাবে।
ক) আপনি নিশ্চিত হন পরিবারের সকলে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হবে এবং খ্রীষ্টই সবার প্রভু (কলসীয় ১ঃ৯-১৩; ২য় করিন্থীয় ১৩ঃ৫; রোমীয় ৮ঃ১-১৪ পদ)।
খ) আমাদের সন্তানদের প্রত্যেককে ঝড়ের মেঘ সম্বন্ধে (বিপদ) প্রস্তুত থাকতে হবে যা তাদের উপরে আসবে। (২য় বিবরণ ৬ঃ৪-৯, ২০-২৫; ১১ঃ১৮-২১; ৩০ঃ২; হিতোপদেশ ৬ঃ২০-২৪; যিহোশূয় ২৪ঃ১৪,১৫ পদ)।

গ) বাইবেল এবং খ্রীষ্টিয়ান সাহিত্যসমগ্র সংগ্রহ করুন যেন সেটা সব সময় পরিবারের জন্য ব্যবহৃত হয়।

ঘ) যারা কম ভাগ্যবান তাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে কখনও ভুলবেন না (রোমীয় ১২ঃ৯-১৮; ১৩ঃ৮; ১৫ঃ১; ১ম করিন্থীয় ১৬ঃ১; প্রেরিত ২০ঃ৪৫; গালাতীয় ৬ঃ২ পদ)।

IV) বিকল্প পথের দিকে এবং খ্রীষ্টের সাক্ষ্য দিবার জন্য উপায় এবং তাতে নিযুক্ত থাকার দিকে দৃষ্টিপাত করুন। (মথি ১৬ঃ১৮ পদ)।

ক) যুবকদের তার মধ্যে জড়ান এবং কার্যকর রাখেন।

খ) অন্যদের দুঃখভোগের সবকিছু শিক্ষা করেন (জানেন) এবং তাদের সঙ্গে দেখা করেন (ইব্রীয় ১৩ঃ৩ পদ)।

গ) সকলের প্রতি যত্ন নিয়ে তাদের খাঁটী ভালবাসা দেখান, বিশেষ করে দরকারী (প্রয়োজনের) সময়ে। উদাহরণস্বরূপ খাদ্য, যত্ন, অসুখের সময়, বিশেষ প্রয়োজনে, মৃত্যু (মথি ২৫ঃ৩৫; ৫ঃ৪৩-৪৫; যাকোব ১ঃ২৭; ২য় তীমথিয় ১ঃ১৬-১৮; রোমীয় ১২ঃ২০ পদ)।

ঘ) সকল প্রকার তিক্ততার বিরুদ্ধে নিজেদের রক্ষা করুন (মথি ৫ঃ৩৮-৪৮ পদ; রোমীয় ১২ঃ১৪,১৭,১৯,২১ পদ)।

ঙ) মন্দের পরিবর্তে মন্দ করিও না (মথি ৫ঃ৪৪; লূক ২৩ঃ৩৪; প্রেরিত ৭ঃ৬০; ১ম করিন্থীয় ৪ঃ১১-১৩; ১ম পিতর ২ঃ২৩ পদ)।

চ) শত্রুদের জন্য প্রার্থনা করেন (মথি ৫ঃ৪৪ পদ)।

রাত্রি আসছে, যখন কোন মানুষ কাজ করতে পারে না।
(যোহন ৯ঃ৪ পদ)

বিবেচনাহীন দাবী করা হচ্ছে, এখনও চল্লিশ জাতি আছে যেখানে সুসমাচার প্রচার বন্ধ হয়েছে। অন্যান্য দেশ ধর্মীয় স্বাধীনতা ও মুক্তি হারাবার বিপদে আছে। এইসব দেশের (মানুষের) আত্মার কি অবস্থা?

যিরমিয় ৮ঃ২০ পদে তাদের কান্না ও উভয় সঙ্কট অবস্থা। আমরা নিশ্চয় তাঁর জন্য কাজ করবো যখন এটা দিন (যোহন ৯ঃ৪ পদ)।

I) খ্রীষ্টের বাক্য বিবেচনা করেন

ক) রাত্রি বলতে কি বুঝাচ্ছে? কোন জায়গায় বা সব জায়গায় খ্রীষ্টের অনুপস্থিতি রাত্রির মত (অন্ধকার অর্থাৎ আলোর অভাব)।

১। যখন লোকে সুসমাচরের বিরোধিতা করে এবং কারণ (উদ্দেশ্য) খ্রীষ্ট- তখন এটি রাত্রি (মার্ক ৫ঃ১৭ পদ)।

২। যখন ধর্ম তীব্র ঘৃণা, ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে এবং ঈশ্বরকে আক্রমণ করে- এটি রাত্রি। খ্রীষ্ট ধর্মপ্রাণ যিহুদীদের দ্বারা ক্রুশারোপিত হয়েছিল (মথি ২৭ঃ২০-২৫ পদ)।

৩। যখন বিশ্বাসীর জীবনে পাপকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, অনুশোচনা বা পাপ পরিত্যাগ করা হয় না, এটি রাত্রি (১ম যোহন ১ঃ৫,৬) পদ ।

৪। যখন খ্রীষ্ট তাঁর নিজের লোকদের জন্য ফিরে আসবেন তখন অনন্তকালীন রাত্রি অনেকের জন্য আসবে (মথি ২৪ঃ৩০,৩১ পদ)।

খ) "কাজ" শব্দের অর্থ কি?

১। ঈশ্বরের ইচ্ছার জন্য বাধ্যতা তাঁর "জন্য" "কাজের কাজ" করা (যোহন ৯ঃ৪ পদ)।

২। যখন আমরা খ্রীষ্টকে আমাদের অন্তরে কাজ করতে দিই, এটি তাঁর কাজের কাজ। মথি ৫ঃ১৫,১৬ পদ)

II) কিভাবে রাত্রি আসে, যখন কেউ কাজ করতে পারে না?

ক) অন্ধকারের শক্তি পৃথিবীতে অন্ধকার আনার জন্য কাজ করছে এবং আরও বিশেষভাবে কোন নিদিষ্ট এলাকায় (ইফিসীয় ৫ঃ১১; ৬ঃ১২ পদ)।

তাদের পদ্ধতিগুলি ঃ পার্থিব মানবিক বিষয়ে আগ্রহ, নতুন যুগ, রাজনৈতিক শক্তির উপাসনা, মিথ্যা জনপ্রিয়তা, অনৈতিক এবং বিপদগামিতা।

খ) শয়তান অন্তরে, মণ্ডলীতে ও সমাজে অন্ধকারের বীজ বপণ করে (মথি ১৩ঃ২৪-২৮ পদ)।

III) কেন তাহলে রাত্রি আসে যখন কেউ কাজ করতে পারে না?

ক) এটি একটি প্রাকৃতিক নিয়ম দিনের পর রাত আসে।

খ) আমরা একটি দুষ্টতার বিশাল ক্ষেত্রে বাস করছি এবং বাইবেল প্রকাশ করে যে, দুষ্টতা দিন দিন খারাপ হবে (২য় তীমথিয় ৩ঃ১৩ পদ)।

গ) হ্রাসপ্রাপ্ত আলো এবং ঠান্ডা, দূর্বল খ্রীষ্টিয়ানেরা এই জগতে কোন প্রভাব বিস্তার করে না (মথি ৬ঃ২২,২৩; ৫ঃ১৩-১৫; প্রকাশিতবাক্য ৩ঃ১৫,১৬ পদ)।

ঘ) আধ্যাত্মিক অন্ধকারের মধ্যে, পাপ, পাপের মত দেখা যায় না, এবং ভুল, ভুলের মত মনে হয় না। (কোন খাটিত্ব নাই আত্ম প্রিয়তার সময় এবং অবস্থানগত নীতিমালা রাজত্ব করে) (২য় তীমথিয় ৩ঃ১-৯; ৪ঃ৩,৪ পদ)।

IV) আমাদের অত্যবশ্যকীয় কর্তব্য কি?

ক) দিনের আলোর সুযোগ নিতে হবে।

১। আমরা নিশ্চয় প্রবেশ করব- দরজা খোলা বা বন্ধ যা থাকুক (আমরা নিশ্চয় সবচেয়ে বেশী সংখ্যক সম্ভব

মানুষের কাছে সুসমাচার পৌঁছে দিব, সম্ভাব্য সবচেয়ে কার্যকর (ফলপ্রসূ) উপায় এবং সবচেয়ে কম সময়ে)।

২। পৃথিবীর পক্ক ক্ষেত্রগুলির উপলব্দি করেন। (কোন বিশেষ সময়ে, ঈশ্বরের আত্মা কোন নিদিষ্ট অঞ্চলের লোকদের হৃদয় প্রস্তুত করেন)।

৩। "মুক্ত এবং সহনশীল" অঞ্চল জানুন এবং নিদিষ্ট পরিস্থিতিতে সুসমাচারের প্রস্তুতির জন্য সুযোগ গ্রহণ করেন; উদাহরণ স্বরূপ, পৌল প্রত্যেক শহরে প্রথমে ধর্মধামে যেতেন এবং লোককে ঈশ্বর ও বাইবেল সম্বন্ধে তাদের বোধগম্যতা গড়ে তুলতেন। (প্রেরিত ১৩ঃ৫, ১৪,১৫; ১৭ঃ১-৩; ১৮ঃ২,৪; ১৯ঃ৮ পদ)।

৪। নতুন মিশন ফিল্ডে ধর্মীয় প্রথা সমূহ এবং মতবাদ সমূহকে আঘাত করুন।

খ) সত্য (খাঁটি) সুসমাচার প্রচারকে সাংস্কৃতিক বা সামাজিক ধর্মের সঙ্গে বিনিময় করবেন না অথবা কেবলমাত্র মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা না।

গ) এখন কাজ করার সময় (আফ্রিকান প্রবাদ বাক্যঃ "সূর্য যখন উত্তপ্ত তখন দৌড়ান"।

১। আসুন আমরা উপবাস করি ও প্রার্থনা করি- সত্যি-ভাবে ঈশ্বরকে খুঁজি (যিশাইয় ৫৫ঃ৬,৭; গীতসংহিতা ৩২ঃ৬,৭ পদ)।

২। আমরা আমাদের শুচী করব এবং সমস্ত জানা পাপ পরিত্যাগ করব। (যিশাইয় ১ঃ১৬,১৭; যিরমিয় ৪ঃ১৪; রোমীয় ১২ঃ৯, যোহন ১৭ঃ১৭ পদ)।

৩। আত্মায় চলুন এবং আত্মা জয় করুন (রোমীয় ১৩ঃ১৩; গালাতীয় ৫ঃ২৫; ইফিসীয় ৪ঃ১; ৫ঃ১৫,১৬; কলসীয় ১ঃ১০; ফিলিপীয় ২ঃ১৪-১৬ পদ)।

পরীক্ষাকে বিজয়ে পরিনত করা
(যাকোব ১ঃ২-১২ পদ)

জনপ্রিয় প্রচার এবং শিক্ষা ঘোষনা করে (বলে) যে খ্রীষ্টিয় জীবন সমস্যাবিহীন।

কিন্তু বাইবেল অনুসারে দেখলে, একজন দেখতে পায় ঈশ্বর "আশ্চর্য পরিচর্যা"-র স্রষ্টা এই সব পরিচর্যার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর সব কিছুই একত্রে মঙ্গলার্থে কাজ করিতেছে। (রোমীয় ৮ঃ২৮ পদ)। আর্শীবাদ অভিশাপের ছিন্নবস্ত্র দিয়ে জড়ান যেতে পারে। দুঃখ একটা ছদ্মবেশী যা প্রকৃত আনন্দ পরিধান করে। পরীক্ষা দুঃখ এবং কষ্টের মধ্য দিয়ে, ঈশ্বর এমন কিছু লাভ করতে চান যা অন্যভাবে আমাদের জীবনে লাভ করা সম্ভব নয়। ঈশ্বর কখনও সময় নষ্ট করেন না। এবং অভিজ্ঞতা নষ্ট করেন না- যদি আমরা সঠিকভাবে সাড়া দিই (উত্তর দিই)। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। ঈশ্বর এটি ইচ্ছা করেন, কারণ পাপ ও শাস্তি ব্যতিরেকে, খ্রীষ্টিয়ান নিশ্চয় পরীক্ষা এবং দুঃখভোগকে একটা প্রাকৃতিক ও সাধারণ বিষয় বলে মনে করবে।

সুখী এবং অসুখী হবার যে পার্থক্য সেটা পরীক্ষা ও সমস্যায় না থাকার কারণে হয় না। আপনি এটা নিয়ে কি করবেন তার মধ্যে পার্থক্য নিহিত থাকে।

দুটি পথ পরীক্ষাকে প্রভাবিত করে

১। ঈশ্বরের পথ- মঙ্গলার্থে অনেক জিনিস সু-সম্পন্ন করে।

২। পৃথিবীর পথ- মাংসিক (প্রাণীক) ভাবের মধ্যে প্রতিক্রিয়া- যার ফলে বিরক্তি, তিক্ততা এবং অকাল মৃত্যু আনে।

মনে রাখুন ঘটনা সমুহ কেবলমাত্র দৈব ঘটনা নাঃ ঈশ্বর পরিচালিত মনে করেন।

১। সেগুলি ঈশ্বরের
২। সেগুলি ভাল

ঈশ্বরের ইচ্ছা সমূহ ঃ

১। পরীক্ষা বিস্ময়ে পরিনত হয়
২। বিপদগ্রস্ত বিজয়ী হয়
৩। ক্রুশ মুকুট হয়
৪। দুঃখ ভোগ গৌরবের হয়
৫। যুদ্ধের মধ্যে বিজয় আছে

যাকোব ১ঃ২ পদ- গণনা
১ঃ৩ পদ- জানা
১ঃ৪,৯ পদ- হোক
১ঃ৫,৬ পদ- চাওয়া

বিপদের উপর জয়ী হবার- চারটি বিশেষ প্রয়োজন।

১। আনন্দপূর্ণ আচরণ (২ পদ)
২। উদ্দেশ্য বুঝতে পারা (৩ পদ)
৩। একটি সমর্পিত ইচ্ছা (৪ পদ)
৪। একটি হৃদয় যা বিশ্বাস করতে চায় (৬-৮ পদ)

I) সর্বোতভাবে আনন্দের বিষয় জ্ঞান করা ঃ একটি আনন্দপূর্ণ আচরণ (যাকোব ১ঃ২ পদ)।

ক) দৃষ্টিভঙ্গী ফলাফল (পরিনতি) নিরূপন করে। আচার ব্যবহার (আচরণ) কাজ সঠিকভাবে নির্ণয় করে।

খ) বিপদ পরীক্ষা আশা করতে হবে (২য় পদ; ১ম পিতর ৪ঃ১২ পদ)।

গ) যখন আপনি নানাবিধ পরীক্ষায় পড়েন (২য় পদ) বিভিন্ন এবং নানা রং এর (বিচিত্র বর্ণ) উদাহরণ যেমন লেপ বা কাঁথার

টুকরা এক সঙ্গে সেলাই করা। টুকরা টুকরা কাপড় তৈরী করা হয় কম্বল তৈরী করতে। পিছন দিকে তাকান, এটা মনে হয় কেবলমাত্র বিবর্ণ রং, খস্‌খসে এবং এমন কিছুই দেখা যায় না ভাল (সুন্দর) বলে উপলব্দি করা- একটা মেস (হাবিজাবি)। সামনের দিকে তাকান, যে পাশটা তাকাবার জন্য স্থির হয়েছে- প্যাটার্ণ, নক্‌শা এবং সৌন্দর্য এবং উদ্দেশ্য দেখা যাবে সুতরাং, ঈশ্বর আমাকে রঙ্গীন বলে সাজান এবং অভিজ্ঞতা এবং ঘটনা সমূহ মিশান যাতে বিশ্বাসের অনুশীলন হয় এবং বৃদ্ধি পায়।

ঘ) মূল্যসমূহ মূল্যায়ন সমূহকে নিরূপন করে।

১। যদি কোন মূল্য চরিত্রের চেয়ে বেশী আরাম (স্বস্তি) দেয়, পরীক্ষা ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পূর্ণ করতে মেনে নিবে না (গ্রহণ করবে না)। তবে তা ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করতে গ্রহণযোগ্য হবে না।

২। যদি কোন মূল্য, আধ্যাত্মিক মূল্যের চেয়ে বস্তু ও শারীরিক মূল্য বেশী হয়, বিপদ, পরীক্ষার সময় আপনার অবস্থা সঙ্কটজনক হবে।

৩। যদি কোন মূল্য, বর্তমান সময়ের জন্য, ভবিষ্যতের জন্য না হয় তবে সেই পরীক্ষায় ভাল না হয়ে বরং বিপদজনক হবে এবং তা তিক্ততা বয়ে আনবে।

II) জানা ঃ উদ্দেশ্য বুঝা (যাকোব ১ঃ৩ পদ)

ক) বিশ্বাস সর্বদা পরীক্ষিত হয়। যদি পরীক্ষিত না হয়, হতে পারে এটা একটি চিহ্ন যে রক্ষাকারী বিশ্বাস কখনও ছিল না।

খ) ঈশ্বর- অব্রাহামকে পরীক্ষা করেছিলেন তাকে আর্শীবাদ-করতে এবং অনুশীলনের মধ্য দিয়ে তার বিশ্বাস বাড়াতে।

১। আমাদের যা সবচেয়ে ভাল তা বের করে আনতে ঈশ্বর পরীক্ষা করেন।

২। আমাদের যা সবচেয়ে খারাপ তা বের করতে শয়তান পরীক্ষা করে।

গ) পরীক্ষা আমাদের পক্ষে কাজ করে, বিপক্ষে না (রোমীয় ৮ঃ২৮ পদ)।

ঘ) পরীক্ষা সত্যি আমাদের পরিপক্ক হতে সাহায্য করে (রোমীয় ৫ঃ৩,৪ পদ)।

১। উদ্দেশ্য, ধৈর্য, সহনশীলতা, প্রস্তুত, অধ্যাবসায়, সক্ষমতা (উঠুন, আরম্ভ করুন, চলতে থাকুন, অবিরাম চলেন, দৌড় শেষ করেন)

২। ধৈর্য, অবস্থার বিনা বাধায় স্বীকৃত, মারাত্বক গ্রহণযোগ্য না। দুঃখভোগ এবং অসুবিধার মধ্যে এটি সাহসী অধ্যাবসায়।

৩। অধৈর্য এবং অবিশ্বাস সবসময় এক সঙ্গে চলে। ইব্রীয় ৬ঃ১২; ১০ঃ৩৬, যিশাইয় ২৮ঃ১৬ পদ)।

III) হোক ঃ একটি সমর্পিত ইচ্ছা (যাকোব ১ঃ৪ পদ)

আমাদের স্বীকৃতি ছাড়া ঈশ্বর আমাদের মধ্যে কাজ করতে পারেন না। আমরা যদি সমর্পিত ইচ্ছা ছাড়া বিপদের মোকাবিলা করি, আমরা একজন নষ্ট হওয়া, পচা, স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক, অপরিপক্ক সন্তানদের মত ব্যবহার করি।

IV) চাওয়া ঃ (প্রার্থনা করুন) ঃ একটি অন্তর যা বিশ্বাস করতে চায় (যাকোব ১ঃ৫,৬ পদ)।

ক) আমরা কিসের জন্য প্রার্থনা করব? জ্ঞান (কেন অনুগ্রহ অথবা শক্তির জন্য না?)

খ) জ্ঞান হচ্ছে খবর। প্রজ্ঞা প্রয়োগকারী জ্ঞান।

গ) আমাদের জ্ঞান দরকার যাতে আমরা সুযোগ নষ্ট না করি (না হারাই)। ঈশ্বর তাঁর গৌরবের জন্য আমাদের ভাল করেন ও বৃদ্ধি দেন।

ঘ) ঈশ্বর আমাদের গড়ে তোলার জন্য জিনিস দেন। শয়তান ছিন্ন ভিন্ন করার জিনিস ব্যবহার করে।

সন্দেহ এবং উদ্বিগ্নতার সঙ্গে যুদ্ধ

(ফিলিপীয় ৪ঃ৭; গালাতীয় ৩ঃ২৩; ১ম পিতর ১ঃ৫ পদ)

১। ঈশ্বরের শান্তি উপচে পড়া ফোয়ারা বা ঝরণার মত আপনার অন্তর ও জীবনে থাকুক (ফিলিপীয় ৪ঃ৭ পদ)।

২। সমস্ত সন্দেহ ও ভাবনা চিন্তা পরিত্যাগ করেন (ফিলিপীয় ৪ঃ৬; যাকোব ৪ঃ৭ পদ)।

৩। আপনার চিন্তা সমূহ রক্ষা করুন; শুদ্ধ এবং সঠিক চিন্তা করুন (ফিলিপীয় ৪ঃ৮ পদ)।

৪। প্রভুর উপর আপনার মন (চিন্তা) এবং চোখ (দৃষ্টি) নিবদ্ধ রাখুন। (যিশাইয় ২৬ঃ৩; কলসীয় ৩ঃ১-৩ ; মথি ৬ঃ৩৩ পদ)।

৫। সমস্ত আধ্যাত্মিক যুদ্ধে অলৌকিক অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করুন (২য় করিন্থীয় ১০ঃ৪-৬ পদ)।

৬। ঈশ্বরের সমস্ত অস্ত্র পরিধান করুন (ইফিষীয় ৬ঃ১০-১৮ পদ)।

৭। বিশ্বাসে চলুন (মথি ৬ঃ২৫-৩৪; ৭ঃ৭-১১; ১৭ঃ২০; ২১ঃ২২; মার্ক ১১ঃ২২-২৪ পদ)।

৮। আত্মার বসে চলুন (গালাতীয় ৫ঃ১৬-২৬; রোমীয় ৬ঃ১৪-২৩; ৮ঃ১-১৩ পদ)।

৯। কেবলমাত্র ঈশ্বরে আপনার নিশ্চয়তা রাখুন (ইব্রীয় ৩ঃ৬,১২-১৪; ৬ঃ১১,১২; ১০ঃ১৯-২৩, ৩৫-৩৯ পদ)।

১০।আপনার যত্ন ও গুরুত্ব প্রভুর উপর ছেড়ে দেন (১ম পিতর ৫ঃ৭ পদ)।

খ্রীষ্টিয় দুঃখ-ভোগের পুরস্কার
(১ম পিতর ৪ঃ১৩ পদ)

১। স্বর্গে গৌরব (২য় করিন্থীয় ৪ঃ১৭,১৮; ১ম পিতর ৫ঃ১,১০,১১ পদ)।
২। অনন্তকালীন সান্ত্বনা (২য় করিন্থীয় ১ঃ৭; রোমীয় ৮ঃ১৭ পদ)।
৩। খ্রীষ্টকে জানান (প্রকাশিত করা) (২য় করিন্থীয় ৪ঃ১১ পদ)।
৪। অন্যদের জীবন অন্যদের জন্য (পরিত্রাণ) দেওয়া (২য় করিন্থীয় ৪ঃ১২ পদ)।
৫। ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রকাশিত হচ্ছে (২য় করিন্থীয় ৪ঃ১৫ পদ)।
৬। একটি নিশ্চিত কারণ যে ঈশ্বর ধার্মিকভাবে বিচার করবেন। (২য় থিষলনীকীয় ১ঃ৪,৫ পদ)।
৭। তাঁর সঙ্গে রাজত্ব করবে (২য় তীমথিয় ২ঃ১২ (ক))।
৮। মহিমার আত্মা বসতি করবে (১ম পিতর ৪ঃ১৪ পদ)।
৯। ঈশ্বরের গৌরব করা (১ম পিতর ৪ঃ১৬ পদ)।
১০।আনন্দের কারণ (১ম পিতর ৪ঃ১৩,১৪ পদ)।

খ্রীষ্টের দুঃখ ভোগের ৭টি উদাহরণ
(১ম পিতর ২ঃ২১-২৪; ৩ঃ১৪-১৭ পদ)

১। কষ্ট ভোগ (১ম পিতর ২ঃ২১; মথি ১৬ঃ২৪; ১ম যোহন ২ঃ৬ পদ)।
২। নিষ্পাপ (পাপশূণ্য) (১ম পিতর ২ঃ২২, যিশাইয় ৫৩ঃ৯ পদ)।
৩। প্রতারণাহীন (১ম পিতর ২ঃ২২ পদ); প্রতারণা (ছলনা)।
৪। ঠাট্টা উপহাসের মধ্যে ভালবাসা (১ম পিতর ২ঃ২৩; যিশাইয় ৫৩ঃ৭; রোমীয় ৫ঃ৩; ১২ঃ১৪; মথি ৫ঃ৪৪-৪৮; যাকোব ১ঃ২-৪ পদ)।
৫। হুমকির ভয় ভীতির মধ্যে ধৈর্য (১ম পিতর ২ঃ২৩; রোমীয় ১২ঃ১২; লূক ২১ঃ১৯ পদ)।

৬। ঈশ্বরের হাতে অর্পণ করা (১ম পিতর ২ঃ২৩; ৪ঃ১৯; লূক ২৩ঃ৪৬) তার কারণে আত্মসর্মপন; ঈশ্বরের কাছে বিশ্বসনীয়।
৭। ধার্মিকতা (১ম পিতর ২ঃ২৪); ন্যায়, পক্ষপাতহীন, নিরপেক্ষ।

তাড়না ভোগের প্রস্তুতির জন্য কতগুলি শিক্ষা
চাকর এবং দাসদের জন্য উপদেশ
চাকুরীজীবি এবং কর্মচারীদের জন্য বাইবেলের হুঁশিয়ারী

ইফিষীয় ৬ঃ৫-৮; কলসীয় ৩ঃ২২-২৫ পদ

১। সর্ব বিষয়ে গুরুর (মনিবের) বাধ্য হন (ইফিষীয় ৬ঃ৫; কলসীয় ৩ঃ২২ পদ)।
২। দায়িত্বশীল- ভয় এবং কম্পনের সঙ্গে (ইফিষীয় ৬ঃ৫; কলসীয় ৩ঃ২২ পদ) সমস্ত বিষয়ে ঈশ্বরকে ভয় করা
(আমাদের পছন্দ ও অপছন্দ বেছে না নিয়ে সুন্দর জিনিস পছন্দ না করা এবং অসুন্দর জিনিস পরিত্যাগ না করা।)
৩। দেখিয়ে কাজ করা না (মানুষের তুষ্টির জন্য সেবা না করা) (ইফিসীয় ৬ঃ ৬(ক); কলসীয় ৩ঃ২২(গ) পদ)।
৪। ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করা (ইফিষীয় ৬ঃ৬ (গ) পদ) সর্বান্তঃকরণে}।
৫। অন্তর থেকে (ইফিষীয় ৬ঃ৬ (ঘ); কলসীয় ৩ঃ২২ (ঘ) পদ) সর্বান্তঃকরণে।
৬। সদ্ ইচ্ছায়-আনন্দ সহকারে (ইফিষীয় ৬ঃ৭ পদ)।
৭। যদি মানুষের দ্বারা উপলব্দি না হয়, ঈশ্বরের দ্বারা উপলব্দি হবেন (ইফিসীয় ৬ঃ৮; কলসীয় ৩ঃ২৪,২৫ পদ)। ঈশ্বর পুরস্কার দিবেন (গালাতীয় ৬ঃ৭-৯ পদ)।

তীত ২ঃ৯,১০ পদ

১। প্রভুর (স্বামীর) বাধ্য হন {তীত ২ঃ৯ (ক) পদ}। সর্ববিষয়ে সন্তোষ-জনক হও {তীত ২ঃ৯ (গ) পদ}।

২। প্রতিবাদ কর না {তীত ২ঃ৯ (ঘ) পদ} বিরোধিতা না; অন্যদের মন্দের ভাগী কর না।

৩। চুরি (আত্মসাৎ) কর না, (তীত ২ঃ১০ পদ) চুরি অথবা জুয়া চুরি না; সময় ফাঁকি দেওয়া না, কাজের মান নীচু না করা (লূক ১৬ঃ১০ পদ)।

৪। ভাল আনুগত্য (বিশ্বস্ততা) দেখাও। ছোট বড় সব বিষয়ে বিশ্বস্ততা দেখান (লূক ১৬ঃ১০ পদ)।

১ম পিতর ২ঃ১৮-২০ পদ

১। বশীভুত হও {১ম পিতর ২ঃ১৮ (খ) পদ} সমর্পনকারী হওয়া, নির্ভরশীল হওয়া, দায়িত্ববান হওয়া, সংযত হওয়া, অধীনে থাকা কারও নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়া।

২। ভয়ের সঙ্গে {১ম পিতর ২ঃ১৮ (ক) পদ} অন্যের পদমর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া বা উপলব্দি করা।

৩। ভুলভাবে দুঃখ ভোগ করা (১ম পিতর ২ঃ১৯,২০ পদ) ধৈর্যের সঙ্গে; বিচার বিবেচনায় সাক্ষ্যমর অথবা দুঃখ ভোগ না।

৪। খ্রীষ্টের উদাহরণ অনুসরণ করা। (১ম পিতর ২ঃ২১-২৩ পদ) খ্রীষ্টের পদক্ষেপে-অনুসরণ করার জন্য আহুত।

আমাদের যুদ্ধের আধ্যাত্মিক ধরণ (প্রকৃতি)
(ইফিষীয় ৬ঃ১২; ২য় করিন্থীয় ১০ঃ৩,৪ পদ)

খ্রীষ্টের মধ্যদিয়ে আমাদের বিজয় (রোমীয় ৮ঃ৩২, ৩৭; ১ম করিন্থীয় ১৫ঃ৫৭ পদ)। এটি সত্য যে, পৃথিবীতে চারিদিকে, অনেক যুদ্ধ আছে, আপাত দৃষ্টিতে পরাজয়, পিছু হটা, বন্ধ রাস্তা, আধ্যাত্মিক

ব্যর্থতা এবং হ্যাঁ, মৃত্যু। যাহোক নিচে কিছু মূলতত্ত্ব আছে, যা আমরা মনে রাখব, আমাদিগকে উৎসাহিত করবে।

I) ঈশ্বর এখনও সর্বশক্তিমান এবং নিয়ন্ত্রনে রেখেছেন (যিশাইয় ৪০ঃ১৫; দানিয়েল ২ঃ২০-২২;৪ঃ৩৫; ইয়োব ১২ঃ১৪-২৩; গীতসংহিতা ৭৫ঃ৬,৭; ৭৬ঃ১০; যিরমিয় ২৭ঃ৫-৭; হিতোপদেশ ১ঃ২৪-৩১; ইব্রীয় ১৩ঃ৮ পদ)।

II) ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞায় কখনও বিফল হন না। (২য় করিন্থীয় ১ঃ২০, ২য় পিতর ১ঃ৪ পদ)।

এমনকি বাইবেলে প্রায় ৭ হাজার প্রতিজ্ঞার কথা আছে- বিশ্বাসীর প্রত্যেক প্রয়োজনের জন্য একটি করে। (যিহোশূয় ২১ঃ৪৫; ২৩ঃ১৪; ১ম রাজাবলি ৮ঃ৫৬, ২য় পিতর ৩ঃ৯, ইব্রীয় ৬ঃ১৩-১৮; প্রেরিত ৭ঃ৫ পদ সংশ্লিষ্ট প্রতিজ্ঞাসমূহ। ইব্রীয় ২ঃ৩; যিশাইয় ৩০ঃ১৮; গীতসংহিতা ৩৪ঃ৮; যিরমিয় ১৭ঃ৭,৮; হিতপদেশ ১৬ঃ২০ পদ)।

III) খ্রীষ্টের নির্দেশে জয় নিশ্চিত। প্রত্যেক আদেশের সঙ্গে তিনি দেন, তিনি যথেষ্ট অনুগ্রহ দেন পূর্ণ করতে, অথবা শেষ করতে, সেটা চালাতে (২য় করিন্থীয় ৯ঃ৮; ১২ঃ৯; ইফিসীয় ৩ঃ২০ পদ)।

বাধ্য মণ্ডলীতে খ্রীষ্ট প্রতিজ্ঞা করেছেনঃ

ক) তাঁর শক্তি- কর্তৃত্ব (মথি ২.৮ঃ১৮ পদ)।

খ) তাঁর উপস্থিতি (মথি ২৮ঃ২০ পদ)।

গ) প্রয়েজনীয় বস্তু যোগান (ফিলিপীয় ৪ঃ১৩-১৯ পদ)।

IV) প্রভুর আগমণের মধ্যেও বিজয় স্থাপিত (২য় থিষলনীকীয় ২ঃ৮ পদ)।

তাঁর নিজের মহিমাতে (প্রকাশিতবাক্য ১ঃ৫-৮; ১৯ঃ১১-১৬; ফিলিপীয় ২ঃ৯-১১; ইফিষীয় ১ঃ১৯-২২; রোমীয় ১৬ঃ১৮; যিশাইয় ১১ঃ৩-৫; ইয়োব ৪ঃ৩-৯; গীতসংহিতা ৯১ঃ১৪-১৬ পদ)।

এটি কখনও এখানে হবে না

১। নোহের প্রচারে লোকেরা কি রকম প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল? (মথি ২৪ঃ৩৭-৩৯ পদ)।

২। পিতর কি বলেছিলেন যখন যীশু বলেছিলেন তিনি দুঃখ ভোগ করবেন এবং শীঘ্র মারা যাবেন? (মথি ১৬ঃ২১-২২ পদ)।

৩। এই বিষয়ে যীশুর প্রতিক্রিয়া কি ছিল? (মথি ১৬ঃ২৩ পদ)

৪। অন্য এক সময় যীশু তাঁর আগত দুঃখভোগ সম্বন্ধে কি বলেছিলেন? (মথি ২৬ঃ৩১ পদ)

৫। পিতরের প্রতিক্রিয়া কি ছিল? (মথি ২৬ঃ৩৩-৩৫ পদ)

৬। যখন এটি সত্য সত্যই ঘটেছিল তখন কি হয়েছিল? (মথি ২৬ঃ ৬৯-৭৫ পদ)

৭। পিতর কেন তার বিশ্বাস অস্বীকার করেছিলেন?

৮। এই অবস্থা কি পিতরের জন্য অনন্য ছিল?

৯। আপনি কি অন্য উদাহরণ বলতে পারেন যখন লোকেরা একই ধরণের পছন্দের সম্মুখীন হয়েছিল?
বাইবেল থেকেঃ .....

পৃথিবীর অন্য জায়গায়ঃ .....

১০।১ম থিষলনীকীয় ৫ঃ৩ পদে লোকদের সম্বন্ধে কি বলা হয়েছে যারা বিশ্বাস করে কিছুই তাদের নিরাপত্তা ব্যহত করতে পারবে না?

১১।পিতরকে তার নিজের জীবনে খ্রীষ্টের সহিত এটি শিখতে হয়েছিল। এই উদাহরণের কিছু ব্যাখ্যা করেন। (মথি ১৪ঃ২৯-৩১ পদ)।

১২। অবস্থার পরিপেক্ষিতে (পরিচালিত হয়ে) লোট নিজে থেকে এটি করেছিল, লোট ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।
   ক) এটা কি সিদ্ধান্ত ছিল? (আদিপুস্তক ১৩ঃ১০,১১ পদ)
   খ) ফল কি ছিল? (আদিপুস্তক ১৯ঃ২৫-২৬ পদ)
   গ) সদোম ও ঘমোরায় আসন্ন ধ্বংসের কথা কেন লোট কখনও চিন্তা করেনি?
   ঘ) তার জামাই এর প্রতিক্রিয়া কি ছিল? (আদিপুস্তক ১৯ঃ১৪ পদ)

১৩। ধনী লোকটির অপ্রত্যাশিতভাবে কি ঘটেছিল সেই দৃষ্টান্তের মধ্যে যা যীশু বলেছিলেন (লূক ১২ঃ১৬-২১ পদ)।

১৪। প্রভু কি বলেছেন যা আমরা বিপর্যয় ও কষ্ট ভোগের সময় করবো? (লূক ২১ঃ৮-২৮ পদ)

দুঃখভোগের বাইবেল ভিত্তিক নীতি নিয়ম

১। যোহন ১৫ঃ১৮-২১ পদ অনুসারে খ্রীষ্টিয়ানদের দুঃখ ভোগের কারণ কি?

২। কিভাবে পৌল এবং বার্নবা দ্বারা শিষ্যরা শক্তি পেয়েছিল (শক্তি পরিহিত)? (প্রেরিত ১৪ঃ২২ পদ)

৩। প্রকৃত পক্ষে কার বিরুদ্ধে নির্দেশিত হয়েছিল? (প্রেরিত ৯ঃ৪,৫ পদ)

৪। ২য় তীমথিয় ৩ঃ১২ পদ অনুসারে কষ্টভোগ সমম্ভাবিত, সম্ভাবিত অথবা অপরিহার্য (অবশ্যম্ভাবী)?

৫। কতগুলী কারণ দর্শান কেন অনেক খ্রীষ্টিয়ান খ্রীষ্টকে পরিত্যাগ করে? (মথি ১৩ঃ২০,২১ পদ)

৬। মথি ১৬ঃ২৪ পদ অনুসারে খ্রীষ্ট কি তিনটি জিনিস আমাদের কাছে আশা করেন?

৭। তিনটি কি জিনিস খ্রীষ্ট (প্রভু) তাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন যারা দুঃখভোগ করতে প্রস্তুত? (মথি ৫ঃ১০-১২ পদ)

৮। ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা সমূহ প্রায় সব সময় শর্ত বহুল (শর্ত সাপেক্ষ)।
উদাহরণঃ প্রকাশিতবাক্য ৩ঃ২০ পদ
শর্ত কি? .....

প্রতিজ্ঞা কি? .....

৯। কম করে একই ধরণের তিনটি পদ বলেন।

১০।২য় বিবরণ ১১ঃ২২ পদে ঈশ্বর ইস্রায়েলদের তাঁর প্রতিজ্ঞার পূর্বে শর্ত হিসাবে আরোপ করেছিলেন?

১১।ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা অনুসারে আমরা কিভাবে নির্ভর করতে পারি?
ক) শান্তি (যিশাইয় ২৬ঃ৩ পদ)
খ) রাজনৈতিক সুস্থিত (দৃঢ়) অবস্থা (১ম তীমথিয় ২ঃ১-৩ পদ)।

১২।যারা আমাদের অত্যাচার করে তাদের প্রতি আমাদের আচরণ কি হওয়া উচিত?
ক) মথি ৫ঃ৪৪ পদ
খ) লূক ২৩ঃ৩৪ পদ

১৩।পিতর ও যোহনকে যখন তাদের বিশ্বাসের জন্য মেরেছিল, তাদের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল (প্রেরিত ৫ঃ ৪১ পদ)

১৪।শিষ্যদের প্রার্থনার বিষয় কি ছিল, যখন তারা নির্যাতিত হয়েছিল? (প্রেরিত ৪ঃ২৩-৩০ পদ)

১৫।রোমীয় ৮ঃ ৩৫-৩৯ পদে কি ধরণের দুঃখভোগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে?

১৬।রোমীয় ৮ঃ৩১-৩৯ পদে বাইবেল "বিজয়" সম্বন্ধে কি বলে?

১৭।কম করে তিনটি পদ বলেন যা দেখায় যে, খ্রীষ্টিয়ানগণ নির্যাতিত হবে।

১৮।যদিও দ্বন্দ্ব এবং দুঃখভোগ বৃদ্ধি পাবে, নিশ্চিত বিজয় হবে। কেন? আপনার এটি প্রমান করতে কি পদ আছে?

১৯।ব্যক্তিগতভাবে জয়ী হবার জন্য প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ান এর অবশ্য কর্তব্য কি? (ইফিষীয় ৬ঃ১০-১৮ পদ)

২০।আপনার ব্যক্তিগত জীবনে সবচেয়ে বেশী কোন্ অস্ত্রের অভাব আছে?

২১।আপনি কি একটি পরিবর্তন আনতে চান? নির্দিষ্ট করে বলেন।

২২।প্রকাশিতবাক্য ১২ঃ১১ পদ, শয়তানকে প্রতিহত করতে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলি কি?

সমাপ্ত